মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্চ ২০২০

তাবলীগী ইজতেমা
২০২০ সংখ্যা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তার পক্ষ হ’তে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দো‘আ করবে। কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না’ *(তিরমিযী হা/২১৬৯)*।

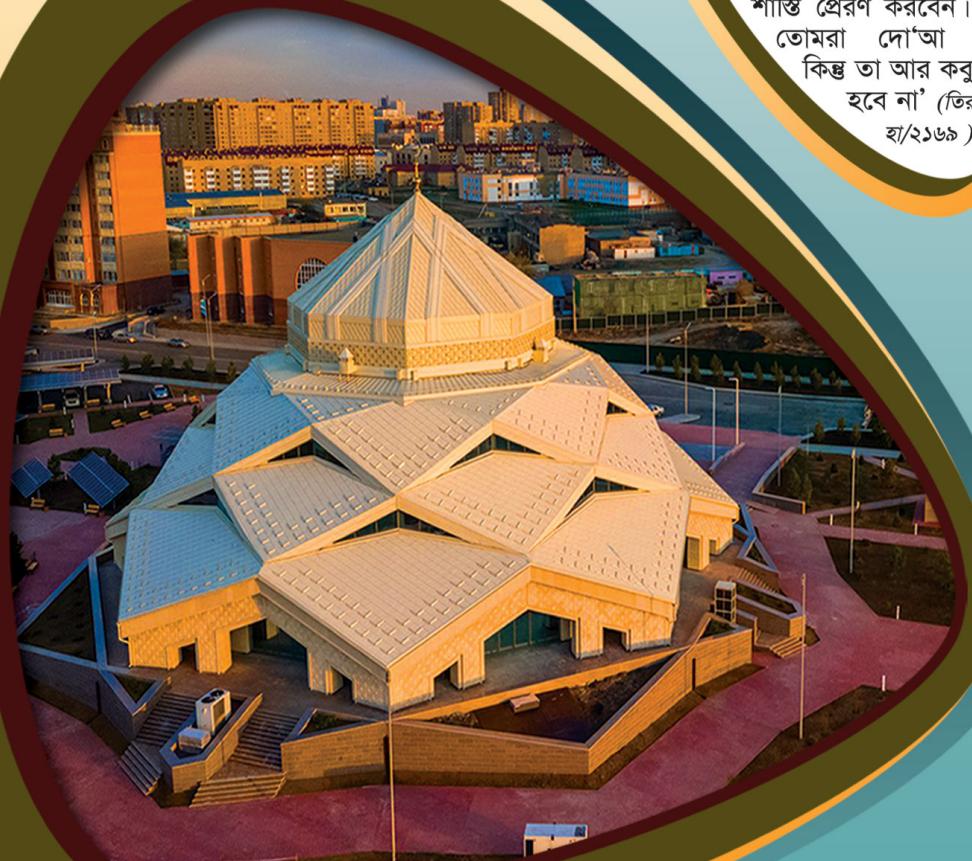

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية
جلد : ٢٣، عدد : ٦، رجب وشعبان ١٤٤١هـ/ مارس ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : কাজাখস্তানের রাজধানী নূর সুলতানে অবস্থিত ২০১৮ সালে নির্মিত অনিন্দ্য সুন্দর এই মসজিদটিতে ২০০০ মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারেন।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية — ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

FR

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম
F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM
সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩, ০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

ORIENT
Medical & Dental Books
* Medical * Dental * Pharmacy
* IHT * MATS * Nurshing, Books Available Here
মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়
Orient Binding & Photostat
Thesis, Report, Spiral, Offset print, Screen Print , Photocopy, Laminating
সমবায় মার্কেটের সামনে, মালোপাড়া, রাজশাহী
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৯১৯-০১৪৩০৭

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
রজব-শাবান ১৪৪১ হিঃ
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৬ বাং
মার্চ ২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২
◈ দরসে কুরআন :
♦ আল্লাহকে দর্শন ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
◈ দরসে হাদীছ :
♦ পরোপকারীর মর্যাদা ০৭
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
◈ প্রবন্ধ :
♦ দাওয়াতের ক্ষেত্র ও আধুনিক মাধ্যম সমূহ ১২
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
♦ পরকালে পাল্লা ভারী ও হালকাকারী আমল সমূহ ১৭
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
♦ আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য ২২
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
♦ ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত ২৯
-কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
♦ ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিধান ৩৭
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : ♦ বিশ্বময় ভাইরাস আতঙ্ক : প্রয়োজন সতর্কতা ৪২
◈ সাক্ষাৎকার : ♦ প্রখ্যাত মুহাক্কিক মাওলানা ওয়ায়ের শামস ৪৭
-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান
◈ নবীনদের পাতা : ♦ আখিরাতের মনযিল সমূহ ৫১
-মুহাম্মাদ নাজমুল আহমাদ
◈ ভ্রমণ স্মৃতি : ♦ সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন ৫৪
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
◈ হাদীছের গল্প : ♦ যুলুম হ'ল অন্ধকার ৫৮
◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ♦ এক নির্ভীক স্কুল ছাত্রীর গল্প ৫৯
◈ অমর বাণী : -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ৬০
◈ চিকিৎসা জগৎ : ♦ করোনা ভাইরাস : প্রতিরোধে করণীয় ৬১
◈ কবিতা : ৬২
♦ বিশ্ব বিবেকের কাছে প্রশ্ন ♦ আত-তাহরীক স্মরণে
♦ তাবলীগী ইজতেমা ♦ নাজী ফিরক্বা ♦ ধরিনি কভু
◈ সোনামণিদের পাতা ৬৩
◈ স্বদেশ-বিদেশ ৬৫
◈ মুসলিম জাহান ৬৭
◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৬৭
◈ সংগঠন সংবাদ ৬৮
◈ প্রশ্নোত্তর ৭৩

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

করোনা ভাইরাস

চীনের উহান শহরের একটি বন্যপ্রাণীর বাজার থেকে গত ডিসেম্বরে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস। পরিস্থিতি ৩০ কোটি মানব ভ্রূণ হত্যাকারী চীন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় একপর্যায়ে এই ভাইরাস নিয়ে বিশ্বব্যাপী 'যরূরী স্বাস্থ্য অবস্থা' ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'। বর্তমানে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন রোগী ও মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলেছে। আক্রান্তদের শতকরা ৯৯ ভাগই চীনের নাগরিক। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূল আতঙ্ক লুকিয়ে রয়েছে বাকী এক শতাংশে! কারণ, তারা চীনের বাইরে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন। প্রতিনিয়ত তাদের থেকেই এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে অন্যের শরীরে। এভাবেই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে আগামী দিনে বিশ্বের ৮০ শতাংশ মানুষই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হ'তে পারে! কারণ এ ভাইরাসটি ইতিপূর্বেকার সকল ভাইরাসের চাইতে অধিক ছোঁয়াচে। এই ভাইরাসের প্রতিষেধক বের করতে নাকি এখনও ১৮ মাস সময় লাগবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল, কেবল হালাল খাবারেই করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাচ্ছে চীনের ঝিংঝিয়াং প্রদেশের উইঘুর মুসলিমরা। সম্প্রতি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এ রিপোর্ট প্রকাশ করে (০৯.০২.২০২০) বলেছে, যে পরিবেশে তাদের রাখা হয়েছে, তাতে করে তাদেরই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল বেশী। মগজ ধোলাইয়ের নামে বিভিন্ন বন্দী শিবিরে ১০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে রাখা হয়েছে অস্বাস্থ্যকর মানবেতর পরিবেশের মধ্যে। তাদের মেয়েদের ঔষধের মাধ্যমে জোর করে বন্ধ্যা করে দেয়া হচ্ছে। কুরআন পাঠ সহ সব ধরনের ধর্মীয় আচার-বিধি পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে। উল্লেখ্য, চীনাদের প্রিয় খাদ্য তেলাপোকা, টিকটিকি, ইঁদুর, ব্যাঙ ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ। আর সেগুলোই মারাত্মক ভাইরাস বহন করে থাকে। মুসলিমরা এইসব খাদ্য ধর্মীয় নিষেধের কারণে খান না।

১৯৭০ সালের পর বৈশ্বিকভাবে আলোচিত নতুন রোগ হ'ল ৩২টি। এর মধ্যে ১৮টি রোগ শনাক্ত হয়েছে বাংলাদেশে। ১০ বছর আগে ঢাকার একটি সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের (সিডিসি-আটলান্টা) সেন্টার ফর গ্লোবাল হেলথের সহকারী পরিচালক পিটার বি ব্লোল্যান্ড তার উপস্থাপনায় বলেছিলেন, এ পর্যন্ত প্রায় ১ হাযার ৪০০ জীবাণু দ্বারা মানুষের আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস আছে। এসব জীবাণুর ৬১ শতাংশের উৎস প্রাণীজগৎ। ১৯৮০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মানুষ ৮৭টি নতুন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আমেরিকা, আফ্রিকা বা ইউরোপের কোন দেশে দেখা দেওয়া নতুন রোগ কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে চলে আসে। কখনো সময় নেয় বেশী, কখনো কম। যেমন এইচআইভি/এইড্স আফ্রিকায় প্রথম শনাক্ত হয়েছিল ১৯৮০ সালে। বাংলাদেশে শনাক্ত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। নিপাহ ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ায়। এর তিন বছরের মাথায় ২০০১ সালে তা বাংলাদেশে শনাক্ত হয়েছিল।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল গযব আসে আল্লাহ্র হুকুমে অবাধ্য বান্দাদের সতর্ক করার জন্য এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসার জন্য। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানিই বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের হিংস্র রূপ নিয়ে মানব বসতি ধ্বংস করে আল্লাহ্র হুকুমে। যে মৃদুমন্দ বায়ু প্রাণীর জন্য অপরিহার্যভাবে কাম্য, সেই বায়ু হঠাৎ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে সর্বত্র প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দেয় আল্লাহ্র হুকুমে। নিষ্প্রাণ এইসব বস্তুগুলি হঠাৎ কিভাবে প্রাণঘাতী হয়ে পড়ে, এর জবাব বস্তুবাদীদের নিকটে নেই। কেবলমাত্র ঈমানদাররাই বলবেন যে, এগুলি স্রেফ আল্লাহ্র গযব। আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের সেনাবাহিনী সম্পর্কে কেউ জানে না তিনি ব্যতীত' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*। তিনি বলেন, '(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার চীনা প্রেসিডেন্ট শিং জিনপিং ভিডিও কলের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল উহান শহরের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন এবং বলেন, আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, আমরা অবশ্যই এই ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হব। ভাইরাস মোকাবেলায় আরও দৃঢ় পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি'। অথচ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে উহান শহরের প্রধান প্রধান হাসপাতালগুলিতে এখন ডাক্তারের বদলে রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে ফেরাঊনও মূসার বিরুদ্ধে তার লোকদের এরূপ সাহস দিয়েছিল ও মূসাকে হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু একে একে দুর্ভিক্ষ, তূফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, প্লেগ ও সবশেষে সাগরডুবির গযব পাঠিয়ে বিপুল সেনাবাহিনী সহ আল্লাহ ফেরাঊনকে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেন। কিন্তু তার লাশকে অক্ষত রাখেন মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য *(ইউনুস ১০/৯২)*। কিন্তু মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেনি। বর্তমান বিশ্বের বৃহৎ শক্তি বলে কথিত রাষ্ট্রগুলি নমরূদ ও ফেরাঊনের ন্যায় হিংস্র ভূমিকা পালন করছে। তাদের মোকাবিলার ক্ষমতা অন্যদের নেই। তাই অসহায় মানুষের কাতর আকুতি ও কুনূতে নাযেলাহ পাঠের ফলাফল হ'ল আজকের এ বিশ্বব্যাপী মরণঘাতী ভাইরাসের হামলা। ইতিমধ্যে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ক্বিয়ামত সদৃশ দাবানল বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছে। পানির অভাবে অস্ট্রেলিয়ানরা হাহাকার করছে। উটে বেশী পানি খায় বলে তারা ৫ হাযার অসহায় উটকে হত্যা করেছে। ফলে তার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ তাদেরকে প্লাবনে ডুবিয়ে মারছেন। এখন আবার শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে সাপের হামলা। অন্যদিকে ধেয়ে আসছে লাখে লাখে পঙ্গপাল। কেনিয়ায় ফসলের ক্ষেত সাবাড় করে তারা এখন ভারত সীমান্তে হানা দিয়েছে। গো-পূজারী ও নিহত বাবরী মসজিদের স্থলে কথিত রাম মন্দির নির্মাণকারী ভারত সরকার এখন কোনদিকে দৌড়াবেন বিশ্ববাসী তা সত্বর দেখবে বলে আশা করি।

মুমিনদের বাঁচার পথ হ'ল দু'টি : তাক্বদীর ও তাওয়াক্কুল। আল্লাহ্র হুকুম না হ'লে কোন ভাইরাসের ক্ষমতা নেই কারু ক্ষতি করার। আর ভরসা স্রেফ আল্লাহ্র উপরেই করতে হবে ও প্রাণ ভরে দো'আ করতে হবে। সেই সাথে সাধ্যমত প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। সান্ত্বনার বিষয় হ'ল, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দো'আর বরকতে উম্মতের উপর শাস্তি আসবে, কিন্তু অন্য জাতির মত তাদেরকে একসাথে নিশ্চিহ্ন করা হবে না *(মুসলিম হা/২৮৯০; মিশকাত হা/৫৭৫১)*। বরং তওবার সুযোগ দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও। যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*। অতএব একমাত্র করণীয় হ'ল পাপ থেকে তওবা করা এবং আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চলা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

আল্লাহকে দর্শন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- ‘সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে’। ‘তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি জীবন ও মৃত্যুদাতা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি নিরাকার বা শূন্যসত্তা নন। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নীত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। আসমান-যমীন ও এর মধ্যকার সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। ক্বিয়ামতের দিন মুমিন নর-নারী আল্লাহকে তাঁর স্বরূপে দেখবেন। আর সেটাই হবে তাদের জন্য সবচাইতে আনন্দঘন মুহূর্ত। আল্লাহ বলেন, ‘সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে’। ‘তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*।

এবিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ : يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلاَ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ- ‘জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি অতিরিক্ত আরও কিছু চাও? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ স্বীয় পর্দা উন্মোচন করবেন। তখন তাঁকে দেখার চাইতে প্রিয়তর কোন বস্তু আর থাকবে না’। আর এটিই হ’ল ‘অতিরিক্ত’। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، ‘যারা সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আরও কিছু অতিরিক্ত অর্থাৎ আল্লাহ্র দর্শন লাভ’ *(ইউনুস ১০/২৬)*।[১]

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, ‘আল্লাহ সেদিন উজ্জ্বল চেহারায় হাসতে হাসতে মুমিনদের সাক্ষাৎ দিবেন...*(মুসলিম হা/১৯১)*। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা বলল, يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَلْ تُضَارُّونَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : فَهَلْ تُضَارُّونَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ- ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে ক্বিয়ামতের দিন দেখতে পাব? তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা অনুরূপভাবেই তোমাদের প্রতিপালককে সেদিন দেখতে পাবে’।[২] জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا- ‘তোমরা সত্বর তোমাদের প্রতিপালককে স্পষ্ট দেখতে পাবে’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমরা একদিন পূর্ণিমার রাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ- ‘তোমরা সত্বর তোমাদের প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে এই পূর্ণিমার চাঁদের মত’।[৩]

মু‘তাযেলী বিদ্বানগণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ দর্শনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- ‘তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’-এর ব্যাখ্যা করেন, إِلَى ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ‘তাদের প্রতিপালকের ছওয়াবের দিকে’ তাকিয়ে থাকবে। অথবা إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، أَوْ إِلَى ثَوَابِهِ أَوْ مُلْكِهِ ‘তার প্রতিপালকের রহমতের দিকে’ বা ‘তার ছওয়াবের দিকে বা তার রাজত্বের দিকে’। তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ (২১-১০৪ হি.) থেকেও উক্ত মর্মে একটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, যা ছহীহ নয় *(কুরতুবী)*। নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহের বিপরীতে এসব কাল্পনিক ব্যাখ্যার কোন মূল্য নেই।

আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ-এর তাফসীরে বলেছেন, فَاخْتِصَاصُهُ بِنَظَرِهِمْ إِلَيْهِ لَوْ كَانَ مَنْظُورًا إِلَيْهِ، مُحَالٌ، ‘তাদের প্রতিপালকের দিকে বাক্যটি আগে আনা হয়েছে তাঁকে খাছ করার জন্য, যদি তিনি দর্শন দান করেন, বিষয়টি অসম্ভব’ *(কাশশাফ, আল-বাহরুল মুহীত্ব)*। এ ব্যাখ্যা তিনি তাঁর মু‘তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী দিয়েছেন, যেটি ভুল। তাছাড়া বাক্যটি আগে আনা হয়েছে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য, খাছ করার জন্য নয় *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। কারণ দুনিয়াতে কোন চোখ আল্লাহকে দেখতে পাবে না। যেমন

১. মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬৫৬, রাবী ছোহায়েব রূমী (রাঃ)।

২. বুখারী হা/৭৪৩৭, ৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮২, ১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৫৫, ৫৫৭৮।

৩. বুখারী হা/৭৪৩৪; মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫।

আল্লাহ বলেন, لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ، 'কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করেন' *(আন'আম ৬/১০৩)*। যেমন মূসা (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছিলেন, لَنْ تَرَانِي، 'তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না' *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*। যামাখশারী ও তাঁর সম আক্বীদার মুফাসসিরগণ দুনিয়ার দৃষ্টিতে আখেরাতকে বিচার করেছেন। অথচ এটি ফাসেদ ক্বিয়াস।

ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহকে প্রত্যক্ষ দর্শনের হাদীছসমূহ 'মুতাওয়াতির'। যা অবিরত ধারায় বর্ণিত এবং সনদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তর্কাতীত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহমিয়া, মু'তাযিলা, খারেজী প্রভৃতি ভ্রান্ত ফের্কার ন্যায় অনেক সুন্নী বিদ্বানও এ ব্যাপারে সন্দেহবাদে পতিত হয়েছেন *(দ্র. তাফসীরুল কুরআন ২৯ তম পারা সূরা ক্বলম ৬৭/৪২ ও সূরা ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩ আয়াত)*। অথচ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী এখানে আল্লাহ দর্শনকে পূর্ণিমার চাঁদ দর্শনের স্পষ্টতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আল্লাহকে চাঁদের দৃশ্যের সাথে নয়। যেমনটি শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ধারণা করেছেন *(হিসিস ১২৪ পৃ.)*। কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকগণ তাদের অবিশ্বাস ও কপট বিশ্বাসের কারণে এই মহা সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হবে।

ইমাম মালেক (রহঃ)-কে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা إِلَى ثَوَابِهِ 'তার ছওয়াবের দিকে' করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হ'লে তিনি বলেন, كَذَبُوا 'ওরা মিথ্যা বলেছে'। 'তাহ'লে তারা সূরা মুত্বাফফেফীন ১৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় কি বলবে? যেখানে আল্লাহ কাফেরদের সম্পর্কে বলেছেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ– 'কখনই না'। তারা অবশ্যই সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। অতঃপর ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন, লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে সরাসরি দেখবে। যদি মুমিনগণ তাঁকে দেখতে না পান, তাহ'লে কাফিরদের দর্শন থেকে বঞ্চিত করার অর্থ কি হবে?[৪]

শায়েখ আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি.) বলেন, ঐসব লোকেরা কত বড় ভ্রান্তির মধ্যে আছে, যারা তাদের ইমামদের তাক্বলীদ করতে গিয়ে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ দর্শনকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের কাছে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনকে তারা রূপক (مَجَازٌ) নামে অর্থহীন (يُعَطِّلُونَهُ بِاسْمِ الْمَجَازِ) করেছেন। অতঃপর সুন্নাহে তারা সন্দেহ পোষণ করেন একক ছাহাবীর বর্ণনা (حَدِيثُ آحَادٍ) বলে। অথচ 'আল্লাহ দর্শন' বিষয়ের হাদীছ সমূহ মুতাওয়াতির, যা অবিরত ধারায় বর্ণিত।[৫]

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন, أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ يُوقِنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي الْمَعَادِ لَمَا عَبَدَهُ فِي الدُّنْيَا– 'আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস (শাফেঈ)-এর নিকট এটা স্পষ্ট না হ'ত যে, সে তার প্রতিপালককে আখেরাতে দেখতে পাবে, তাহ'লে সে কখনো দুনিয়াতে তার ইবাদত করতো না' *(কুরতুবী; তাফসীর সূরা মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*।

প্রকৃত ঈমানদারগণ সর্বদা আল্লাহ্র দর্শন কামনা করেন। সেকারণ দুনিয়ার চাইতে আখেরাত তাদের নিকট সর্বাধিক কাম্য। মৃত্যুর পর্দা উন্মোচিত হ'লেই সে দেখতে পায় এক আনন্দময় জগত। ক্বিয়ামতের দিন বিচার শেষে মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বীয় দর্শন দান করবেন। বস্তুতঃ এটাই হবে মুমিনদের জন্য সর্বাধিক প্রিয় মুহূর্ত।

আল্লাহ্র দীদার কামনা (رجاء لقاء الله) :

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা সর্বদা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের জন্য উন্মুখ থাকে। আর সেকারণেই আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুর প্রাক্কালে কেবলই বলেছিলেন, اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى– 'হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু'! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম যে, এখন তিনি আর আমাদের পসন্দ করবেন না'।[৬]

বস্তুতঃ দুনিয়াদাররা দুনিয়া ছাড়তে চায় না। তারা এখানকার ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ থেকে বের হ'তে চায় না। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে ভালবাসেন। তারা এখানকার কষ্ট-মুছীবতকে হাসিমুখে বরণ করেন আখেরাতে চিরস্থায়ী শান্তি লাভের জন্য। এ কারণেই বলা হয়েছে, الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ– 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ও কাফেরের জন্য জান্নাত'।[৭] আর তাই মুমিন দ্রুত দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে যেতে চায় তার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভের জন্য। ঠিক যেমন কারাবন্দী বা প্রবাসী ব্যক্তি পাগলপারা হয়ে ছুটে আসে তার পরিবার ও প্রিয়তম সাথীদের কাছে। এখানে মৃত্যু কামনা নয়। বরং প্রিয়তমের দীদার কামনাই মুখ্য। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাতকে অপসন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন'।[৮] ফলে আল্লাহ যে কাজ পসন্দ করেন, মুমিন সর্বদা সে কাজেই লিপ্ত থাকে। যে কাজ তিনি পসন্দ করেন না, মুমিন সে কাজ কখনই করে না। যদিও শয়তান তাকে তা করার জন্য বারবার প্রলুব্ধ করে। আল্লাহ বলেন, ...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا–

৪. শারহুস সুন্নাহ 'জান্নাতে আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ-এর বর্ণনা হা/৪৩৯৩-এর পূর্বে; মিশকাত হা/৫৬৬৩।
৫. আলবানী, তাহকীক মিশকাত, হাশিয়া হা/৫৬৬৩ 'আল্লাহ দর্শন' অনুচ্ছেদ।
৬. বুখারী হা/৬৩৪৮; মুসলিম হা/২৪৪৪; মিশকাত হা/৫৯৬৪; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৪৩ পৃ.।
৭. মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৮. বুখারী হা/৬৫০৮; মুসলিম হা/২৬৮৩; মিশকাত হা/১৬০১।

www.at-tahreek.com

'...অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে। সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। অর্থাৎ লোক দেখানো বা লোককে শুনানোর জন্য ইবাদত না করে, বরং সে যেন খালেছ অন্তরে স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য ইবাদত করে। নইলে সেটা 'রিয়া' হবে, যা ছোট শিরক। যা হ'ল কবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ। যার ফলে উক্ত লোক দেখানো ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। মোটকথা নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও শরী'আত অনুমোদিত নেক আমল এবং ইখলাছ হ'ল পরকালে আল্লাহ্র দীদার লাভের একমাত্র উপায়।

মুমিন যতদিন দুনিয়ায় থাকে, ততদিন সে তার জান-মাল, সময় ও শ্রম সবকিছু ব্যয় করে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য। যেন খুশীমনে তার প্রতিপালকের সামনে নেকীর ডালি নিয়ে সে হাযির হ'তে পারে। অন্যদিকে তার প্রতিপালক তাকে খুশী হয়ে পুরস্কারের ডালি ভরে দেন। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ– 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। বস্তুতঃ এটিই ছিল বান্দার প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ বাণী। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র ৭ বা ২১ দিন পূর্বে নাযিল হয় *(কুরতুবী)*।

পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা এ পৃথিবীকে মুমিন তার জন্য পরীক্ষাস্থল মনে করে। আল্লাহ তাকে পরীক্ষার জন্য যতদিন চাইবেন, ততদিন সে এখানে থাকবে সর্বোচ্চ ধৈর্য্যের সাথে, সর্বোচ্চ নেকী সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ– 'কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন, যার বয়স বৃদ্ধি পেল এবং আমল সুন্দর হ'ল। পুনরায় সে জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে মন্দ? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার বয়স বৃদ্ধি পেল এবং আমল মন্দ হ'ল'।[৯]

মাঝে-মধ্যে আল্লাহ তার নেককার বান্দাকে কঠিন বিপদে ফেলেন বা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন, তাকে সাবধান করার জন্য। যাতে সে আবার পূর্ণোদ্যমে নেকী অর্জনে লিপ্ত হয়। জান্নাতের সর্বোচ্চ 'তাসনীম' ঝর্ণার মিশ্রণযুক্ত পানীয় লাভের জন্য সে যেন প্রতিযোগিতা করে। যেমন আল্লাহ বলেন, تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ– يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ– خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ– وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ– عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ– 'তুমি তাদের চেহারাসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা দেখতে পাবে' *(২৪)*। 'তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে' *(২৫)*। 'তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(২৬)*। 'আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের' *(২৭)*। 'এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে পান করবে নৈকট্যশীলগণ' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৪-২৮)*।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দীদার ও তার দর্শন কেবল জান্নাতীরাই লাভ করবে, জাহান্নামীরা নয়। আল্লাহ বলেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ– ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ– 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে'। 'অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫-১৬)*। ফলে কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকরা আল্লাহ্র দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে।

অনেক মানুষ মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু তাতে আল্লাহ্র দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ঐ মৃত্যু তার জন্য ক্ষতির লক্ষণ। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ– 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না কোন ব্যক্তি কারু কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং বলবে, হায় যদি আমি তোমার স্থানে হ'তাম! অথচ তার মধ্যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না'।[১০] অন্য বর্ণনায় এসেছে,–لَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِلاَّ الْبَلاَءُ 'তার মধ্যে দ্বীন থাকবে না বিপদের ভয় ব্যতীত'।[১১] অর্থাৎ আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য সে মৃত্যু কামনা করবে না। বরং দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সে মৃত্যু কামনা করবে। এরূপ মৃত্যু আদৌ আল্লাহ্র কাম্য নয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, মুমিন কবরবাসীকে উঠিয়ে বসানো হবে ভয়হীন ও দ্বিধাহীন চিত্তে। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কোন দ্বীনের উপর ছিলে? সে বলবে, ইসলাম। অতঃপর বলা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, মুহাম্মাদ, যিনি আল্লাহ্র রাসূল। যিনি আমাদের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ এসেছিলেন। অতঃপর আমরা তাঁকে সত্য বলে জেনেছিলাম। তখন বলা হবে, তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? সে বলবে, কারু পক্ষে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে সেখানকার ভয়ংকর দৃশ্য দেখবে যে, আগুনের ফুলকি সমূহ একে অপরকে দলিত-মথিত করছে। এসময় তাকে বলা হবে, দেখ কি বস্তু থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দেওয়া হবে

৯. আহমাদ হা/২০৪৩১; তিরমিযী হা/২৩৩০; মিশকাত হা/৫২৮৫, আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে।

১০. আহমাদ হা/১০৮৭৮; ছহীহাহ হা/৫৭৮।
১১. মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪৪৫।

এবং সে জান্নাতের সুখ-সম্ভার দেখতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে এটাই তোমার ঠিকানা। তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে ছিলে। উক্ত বিশ্বাসের উপরেই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং আল্লাহ চাহেন তো তার উপরেই তুমি পুনরুত্থিত হবে।[১২]

বিভিন্ন গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ বিদ্বানগণ স্বপ্নে আল্লাহকে ১০০ বার দেখেছেন বলে যেসব লিখিত হয়েছে, সেগুলি সবই ভিত্তিহীন ও পরবর্তী যুগের অতিভক্ত গল্পকারদের বানোয়াট কাহিনী মাত্র। কারণ কোন মানুষ জাগ্রত অবস্থায় হৌক বা ঘুমন্ত অবস্থায় হৌক, আল্লাহকে দেখতে পায় না। কেননা আল্লাহ বলেন, لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ– 'কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করেন। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং ভিতর-বাহির সকল বিষয়ে বিজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১০৩)*। আল্লাহ্র আকার কেউ ধারণ করতে পারেনা। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। মূসা (আঃ) আল্লাহকে দেখেননি *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও মে'রাজে আল্লাহকে দেখেননি। বরং তাঁর নূর দেখেছিলেন।[১৩] এমনকি রাসূল (ছাঃ)-কে যারা দুনিয়াতে দেখেনি, তারা তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পারেনা। যেমন তিনি বলেন, مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِى فِى الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِى فِى الْيَقَظَةِ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِى– 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে আমাকে সত্তর দেখতে পাবে জাগ্রত অবস্থায়। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারেনা'।[১৪] অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে ঐ ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে দেখবে অথবা আখেরাতে দেখবে *(মিরক্বাত)*। যারা কখনো দেখেনি, তারা স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখার দাবী করলে সেটির সত্যায়ন করবে কে?

বর্তমানে অনেক পীরের গল্প শোনা যায় যে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের বানোয়াট অযীফা সমূহের উপর আমল করলে আল্লাহকে দেখা যায় এবং আল্লাহ তার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। অনেকে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখতে পান। কেউ তাদের দরগাহ গেটের নাম রাখে 'বাবে রহমত'। কেউ আবার খানক্বার পুকুরে ওযূ করার সময় বদনা ছুঁড়ে মারেন। আর ভক্তদের বলেন, কা'বা ঘরে কুকুর ঢুকছিল, তাই খেদিয়ে দিলাম'। বস্তুতঃ এগুলি সবই ভক্তের পকেট ছাফ করার অপকৌশল মাত্র। এইসব ধর্ম ব্যবসায়ী থেকে সাবধান!

যারা আল্লাহ দর্শনে বিশ্বাস করেন, তাদের পুরস্কার হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ– 'দুটি জান্নাত আছে এমন, যেগুলির পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী রুপার তৈরি। অন্য দুটি জান্নাত আছে এমন, যেগুলির পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী স্বর্ণের তৈরি। জান্নাতীগণ 'আদন' নামক জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে। এ সময় তাদের ও আল্লাহ্র মাঝে তাঁর মহিমার চাদর ব্যতীত আর কোন অন্তরায় থাকবে না'।[১৫] 'মহিমার চাদর' অর্থ আল্লাহ্র মর্যাদার প্রভাব এবং 'আদন' অর্থ স্থায়ী বসবাসের স্থান। এর দ্বারা অন্য নামের জান্নাতকেও বুঝানো হয়েছে। কেননা সকল জান্নাতই চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য *(মিরক্বাত)*।

উপসংহার : জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহকে সরাসরি দেখবেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে এজন্য শর্ত হ'ল দুনিয়াতে একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্র ইবাদত করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ– 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহ'লে এমনভাবে ইবাদত কর যেন তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১৬] সেই সাথে জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার কামনার আকাঙ্খী হওয়া। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন'।[১৭]

জান্নাতে দয়াময় প্রতিপালক 'সালাম' দিয়ে ঐসব সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। যেমন তিনি বলেন, سَلاَمٌ، قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ– 'অসীম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তাদেরকে 'সালাম' বলে সম্ভাষণ জানানো হবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*। তিনি আরও বলেন, تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا– 'যেদিন তারা তাঁর (আল্লাহ্র) সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান' *(আহযাব ৩৩/৪৪)*। ফেরেশতারাও চারদিক থেকে তাদের সালাম করবে। আল্লাহ বলেন, وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ– سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ– 'ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে'। 'তারা বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বিধায় তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! কতই না সুন্দর তোমাদের এই পরিণাম গৃহ' *(রা'দ ১৩/২৩-২৪)*। আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য দান করুন- আমীন!

১২. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৮; মিশকাত হা/১৩৯।
১৩. মুসলিম হা/১৭৮; মিশকাত হা/৫৬৫৯।
১৪. মুসলিম হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৪৬০৯।
১৫. মুসলিম হা/১৮০; তিরমিযী হা/২৫২৮, রাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)।
১৬. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।
১৭. আহমাদ হা/১২০৬৬, সনদ ছহীহ।

পরোপকারীর মর্যাদা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ فَقَالَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْناً أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعاً، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ-

প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহ্র নিকট প্রিয় হ'তে চায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয়, এমন এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(১) আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে। (২) আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হ'ল কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা অথবা তার কোন বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। তিনি বলেন, (৩) আমার কোন ভাইয়ের সাহায্যের জন্য তার সাথে হেঁটে যাওয়া আমার নিকট এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক মাস ই'তেকাফ করার চেয়েও প্রিয়। (৪) যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা দমন করবে, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার কোন প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে, ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুলছিরাতের উপর সকলের পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তার পা দৃঢ় রাখবেন। তিনি বলেন, (৬) সিরকা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, মন্দ আচরণ তেমনি মানুষের সৎকর্ম সমূহ বিনষ্ট করে দেয়'।[১]

উপরোক্ত হাদীছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তি কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণের ছোট-খাট বিষয়েও মুমিনকে সজাগ থাকতে হবে। অনেকের জ্ঞান আছে, কিন্তু হুঁশ নেই। এদের অসতর্কতার জন্যই পরিবারে, সমাজে ও সংগঠনে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় ও ক্ষতি হয়।

১. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬০২৬; ছহীহাহ হা/৯০৬।

অত্র হাদীছে ৬টি বিষয় বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি বিষয়ে কেবল আল্লাহ্র নিকটে প্রিয় নয়, বরং তা ব্যক্তির নিজের নিকটে ও সকল মানুষের নিকটে প্রিয়। বর্ণিত ৬টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি হ'ল, 'যে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে'। এর দ্বারা ন্যায় কাজে উপকার করা বুঝানো হয়েছে, অন্যায় কাজে নয়। যে কাজে কোন ছওয়াব নেই এবং ছওয়াবের আকাঙ্খা নেই, সেকাজ আল্লাহ্র নিকট প্রিয় নয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয় এবং যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির (নফল) ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হয়'।[২]

إِيْمَانًا 'ঈমানের সাথে' অর্থ আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এবং إِحْتِسَابًا 'ছওয়াবের আশায়' অর্থ পূর্ণ পুরস্কার লাভের আশায়। যে পুরস্কারে সে দৃঢ় আশা পোষণ করবে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। ফলে যে ব্যক্তি গতানুগতিক অভ্যাস বশে অথবা লোক দেখানোর জন্য কিংবা দুনিয়াবী স্বার্থে অন্যের উপকার করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় হ'তে পারবেনা। মানুষের জন্য উপকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَّسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ- 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[৩]

অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ- 'সেই আমল আল্লাহ্র অধিক পসন্দনীয় যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়'।[৪]

২. বুখারী হা/৩৮, ৩৭; মুসলিম হা/৭৬০, ৭৫৯; মিশকাত হা/১৯৫৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩. মুসলিম হা/২৬৯৯; তিরমিযী হা/১৪২৫; মিশকাত হা/২০৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৪. মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

আল্লাহ বলেন, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ– ‘আর তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(হজ্জ ২২/৭৭)*। তিনি বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর’ *(মায়েদা ৫/২)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী ব্যক্তি। যেমন নুযূলে কুরআনের প্রথম দিনে রাসূল (ছাঃ) ভীত হয়ে বলেছিলেন, ‘আমি আমার জীবনের উপর আশঙ্কা করছি। তখন স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বলেন,

كَلاَّ وَاللهِ لاَيُخْزِيْكَ اللهُ اَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ– ‘কখনোই না। আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন’।[৫]

(২) ‘কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা’। যার ব্যাখ্যা এসেছে, ‘তার কোন বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করা’। প্রতিটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটিই ছাদাক্বা। যার বদলা আল্লাহ আখেরাতে প্রদান করবেন। যেমন হাদীছে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহ হ’তে কোন একটি কষ্ট দূর করে দিবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের মধ্য হ’তে তার একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব হাল্কা করে দিবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাব হাল্কা করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে’।[৬]

উপরোক্ত সৎকর্ম সমূহ কেবল মুসলিমকেই আনন্দিত করেনা, বরং যে কোন মানুষকে আনন্দিত করে। যা তার দুনিয়াবী জীবনকে আনন্দময় করে তোলে। বিনিময়ে পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে জান্নাত দানে আনন্দিত করবেন। বরং কেবল মানুষ নয়, যে কোন জীবন্ত প্রাণীর কষ্ট দূর করে দিলেও আল্লাহ খুশী হন এবং ঐ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন। যেমন একজন বেশ্যা মহিলা কুয়ায় নেমে তার চামড়ার মোযায় পানি ভরে এনে একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পান করায়। তাতে আল্লাহ খুশী হয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।[৭] অন্যদিকে একটি বিড়াল বেঁধে রেখে তাকে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলায় ঐ মহিলাকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন’।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ– ‘প্রত্যেক সৎকর্মই ছাদাক্বা’।[৯] একদিন একদল ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ধনী ব্যক্তিরা সব ছওয়াব নিয়ে গেল। তারা ছালাত আদায় করে, যেমন আমরা ছালাত আদায় করি। তারা ছিয়াম পালন করে, যেমন আমরা ছিয়াম পালন করি। তারা তাদের অতিরিক্ত মাল ছাদাক্বা করে। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ কি তোমাদের জন্য ছওয়াব নির্ধারণ করেননি, যা তোমরা ছাদাক্বা কর? নিশ্চয় প্রত্যেক তাসবীহ্র জন্য ছাদাক্বা রয়েছে। প্রত্যেক তাকবীরের জন্য ছাদাক্বা রয়েছে। প্রত্যেক আল-হামদুলিল্লাহ্র জন্য ছাদাক্বা রয়েছে। প্রত্যেক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র জন্য ছাদাক্বা রয়েছে। সৎকাজের আদেশ দেওয়া ছাদাক্বা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ছাদাক্বা এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলনও ছাদাক্বা। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেউ যদি স্ত্রী মিলন করে এতেও কি সে ছওয়াব পাবে? তিনি বললেন তোমরা কি মনে কর যদি সে এটি হারাম পথে করে তাতে কি তার পাপ হবেনা? অনুরূপভাবে যদি সে এটি হালাল পথে করে তবে সে ছওয়াব পাবে’।[১০]

রাসূল (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদের বললেন, مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَا. قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَا. قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَا. قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– مَا اجْتَمَعْنَ فِى امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ– ‘তোমাদের মাঝে কে আজ ছিয়ামরত আছে? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি আছি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযার সাথে চলেছ? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রোগীর সেবা করেছ? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি। তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার মধ্যে এই কাজ সমূহের সমাবেশ ঘটবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[১১]

মুমিন নারীদের সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি উৎসাহ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ– ‘হে মুসলিম নারীগণ! এক

৫. বুখারী হা/৬৯৮২; মিশকাত হা/৫৮৪১, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
৬. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৭. বুখারী হা/৩৩২১; মুসলিম হা/২২৪৫; মিশকাত হা/১৯০২, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৮. বুখারী হা/২৩৬৫; মুসলিম হা/২২৪২; মিশকাত হা/১৯০৩, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।
৯. বুখারী হা/৬০২১, রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ); মুসলিম হা/১০০৫, রাবী হোযায়ফা (রাঃ); মিশকাত হা/১৮৯৩।
১০. মুসলিম হা/১০০৬; মিশকাত হা/১৮৯৮, রাবী আবু যার (রাঃ)।
১১. মুসলিম হা/১০২৮; মিশকাত হা/১৮৯১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে অল্প পরিমাণ দান করাকে যেন তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা বকরীর একটি ক্ষুরও হয়’।[১২]

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ– ‘কোন সৎকর্মকেই তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি সেটা যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও হয়’।[১৩]

নিম্নোক্ত হাদীছে ‘কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা’র আরও কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ– ‘যেদিন সূর্য উদিত হয়, সেদিন প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক জোড়ের জন্য ছাদাক্বা করা আবশ্যক। তিনি বলেন, দু’ব্যাক্তির মাঝে ন্যায়বিচার করা ছাদাক্বা। কোন ব্যাক্তিকে তার বাহনের ব্যাপারে সাহায্য করা অথবা তার পণ্য-সামগ্রী তুলে দেওয়া ছাদাক্বা। ভাল কথা বলা ছাদাক্বা, ছালাতের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ ছাদাক্বা। রাস্তা হ’তে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া ছাদাক্বা’।[১৪] তিনি বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেককে ৩৬০টি জোড়ের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। আর প্রত্যেক জোড়ের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করতে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল, ‘সুবহানাল্লাহ’ বলল, ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলল, মানুষ চলার রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা অথবা হাড্ডি সরাল কিংবা সৎ কাজের আদেশ করল অথবা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করল, এবং সব মিলে ৩৬০ সংখ্যার সমপরিমাণ সৎকর্ম করল, সে ঐদিন এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করল যে, সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূর করে নিল’।[১৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ– ‘কোন মুসলিম যদি কোন গাছ লাগায় বা ফসল ফলায়, অতঃপর কোন মানুষ অথবা পশু-পক্ষী তা থেকে কিছু খেয়ে নেয়, তাহ’লে মালিকের জন্য সেটি ছাদাক্বা হবে’।[১৬]

মুসলমানদের চলাচলের রাস্তা নিরাপদ রাখার মাধ্যমে তাদেরকে আনন্দিত করার প্রতিদান বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ: لأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لاَ يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ بِهِ الْجَنَّةَ– ‘এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করল এবং বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি এটিকে মুসলিমদের পথ থেকে অবশ্যই সরিয়ে দেব, যাতে তাদেরকে কষ্ট না দেয়। তাকে (এর কারণে) জান্নাতে প্রবেশ করানো হ’ল’।[১৭] ত্বীবী বলেন, এর অর্থ যদি সে ঐ কাজ করে অথবা ঐ কাজ করার নিয়ত করে, তাহ’লে তার সৎ নিয়তের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে *(মির‘আত)*। এখানে ‘মুসলিমদের পথ’ অর্থ জনগণের চলার পথ। যারা মুসলমানদের শত্রু নয়।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আরয করল, يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ– ‘হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যার দ্বারা আমি উপকৃত হ’তে পারি। তিনি বললেন, মুসলমানদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও’।[১৮] আরেকদিন মুমিনদের উপকৃত করার নির্দেশনা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعَ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ– ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর ছাদাক্বা দেওয়া কর্তব্য। ছাহাবীগণ আরয করলেন, যদি কারো কাছে ছাদাক্বা করার মতো কিছু না থাকে? তিনি বললেন, তার উচিত হবে নিজ হাতে উপার্জন করা। তাহ’লে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং ছাদাক্বাও করতে পারবে। ছাহাবীগণ বললেন, যদি সে সামর্থ্যবান না হয় অথবা নিজ হাতে কাজকর্ম করতে না পারে? তিনি বললেন, সে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কোন মুখাপেক্ষী লোককে সাহায্য করে। ছাহাবীগণ আরয করলেন, যদি এটিও সে না করতে পারে? তিনি বললেন, তাহ’লে সে যেন ভাল কাজের নির্দেশ দেয়। ছাহাবীগণ পুনরায় জানতে চাইলেন, যদি এটিও সে না পারে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ’লে সে মন্দ কাজ হ’তে বিরত থাকবে। এটাই তার জন্য ছাদাক্বা হবে’।[১৯]

রাসূল (ছাঃ) ‘কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা’র আরও কতিপয় পদ্ধতি ও তার ছওয়াব উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ

১২. বুখারী হা/২৫৬৬; মুসলিম হা/১০৩০; মিশকাত হা/১৮৯২, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৩. মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৮৯৪, রাবী আবু যার (রাঃ)।
১৪. বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৫. মুসলিম হা/১০০৭; মিশকাত হা/১৮৯৭, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
১৬. বুখারী হা/২৩২০; মুসলিম হা/১৫৫৩; মিশকাত হা/১৯০০; রাবী আনাস (রাঃ)।
১৭. মুসলিম হা/১৯১৪; মিশকাত হা/১৯০৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৮. মুসলিম হা/২৬১৮; মিশকাত হা/১৯০৬, রাবী আবু বারযাহ (রাঃ)।
১৯. বুখারী হা/৬০২২; মুসলিম হা/১০০৮; মিশকাত হা/১৮৯৫, রাবী আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ)।

صَدَقَةٌ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ فِي الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ– ‘তোমার ভাইয়ের সামনে হাসি মুখে আগমন করা ছাদাক্বা, সৎকাজের আদেশ করা ছাদাক্বা, অসৎ কাজে নিষেধ করা ছাদাক্বা, পথহারা প্রান্তরে কোন মানুষকে রাস্তা বাৎলে দেওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বা, কোন অন্ধ বা ক্ষীণ দৃষ্টির মানুষকে সাহায্য করা ছাদাক্বা, পথের কাঁটা বা হাড্ডি সরিয়ে দেওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বা, নিজের বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢালাও তোমার জন্য ছাদাক্বা’।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الْعَمَلِ أَنْ تَدْخِلَ عَلَى أَخِيْكَ الْمُؤْمِنَ سُرُوْرًا أَوْ تَقْضِيْ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تُطْعِمْهُ خُبْزًا– ‘সর্বাধিক প্রিয় সৎকর্ম হ’ল তুমি তোমার ভাইয়ের নিকট হাসি মুখে প্রবেশ করবে অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দিবে অথবা তাকে রুটি খাওয়াবে’।[২১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের স্ত্রী যয়নব অন্য একজন আনছার মহিলা বেলালের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে প্রশ্ন পাঠাল এই মর্মে যে, তারা তাদের অভাবগ্রস্থ স্বামী ও সন্তানদের ছাদাক্বা দিতে পারবে কি না? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বলে পাঠালেন, পারবে। তাদের জন্য দু’টি পুরস্কার রয়েছে, لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ– আত্মীয়তা রক্ষার পুরস্কার ও ছাদাক্বার পুরস্কার’।[২২] তিনি বলেন, ব্যক্তি তার একটি দীনার পরিবারের জন্য খরচ করে, একটি দীনার আল্লাহ্র পথে তার বাহনের জন্য খরচ করে, আরেকটি দীনার আল্লাহ্র পথে তার সাথীদের জন্য ব্যয় করে’।[২৩] একদিন আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার দু’জন প্রতিবেশী রয়েছে। এদের কার নিকটে আমি হাদিয়া পাঠাব? তিনি বললেন, তোমার দরজার নিকটবর্তী ব্যক্তি’।[২৪] রাসূল (ছাঃ) বলেন, মিসকীনকে দান করা একটি ছাদাক্বা। আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে দান করা দু’টি ছাদাক্বা। একটি হ’ল ছাদাক্বা, অন্যটি হ’ল আত্মীয়তা রক্ষা’।[২৫]

(৩) ‘কোন ভাইয়ের সাহায্যের জন্য তার সাথে হেঁটে যাওয়া’। বিষয়টি পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এটি ইসলামের অতিথি আপ্যায়নের ও সামাজিক শিষ্টাচারের একটি অতুলনীয় সুন্নাত। অন্যেরাও কমবেশী এটা করে থাকেন। কিন্তু সেখানে ছওয়াবের আকাঙ্খা থাকেনা। ফলে সেটি আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক প্রিয় আমলের মধ্যে গণ্য হয়না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে মসজিদে নববীতে ই‘তিকাফের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের উপরে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রকৃত মুসলিমের কর্তব্য হ’ল ছওয়াবের আকাঙ্খা নিয়ে সুন্নাতটি আমল করা।

(৪) ‘যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে’। এটি খুবই কঠিন। তবে এর পুরস্কারও খুব বেশী। কেননা এর ফলাফল হিসাবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। অতঃপর ক্রোধ কার্যকর করার শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংবরণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ– ‘যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে এখতিয়ার দিবেন, যেন সে যেকোন হূরকে নিজের জন্য পসন্দ করে নেয়’।[২৬] আল্লাহ ক্রোধ সংবরণকারীদের ‘সৎকর্মশীল’ হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ– ‘যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ– ‘তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না’। কথাটি তিনি তাকে কয়েকবার বললেন।[২৭] এর অর্থ ক্রোধ হারাম নয়। বরং বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ। দ্বীনের স্বার্থে অবশ্যই ক্রুদ্ধ হ’তে হবে ও সবার উর্ধ্বে দ্বীনের সম্মান এবং মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে এটি ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন *(তওবা ৯/৭৩, তাহরীম ৬৬/৯)*। হোনায়েন যুদ্ধের সংকটকালে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেউ ছিলনা, তখন তিনি স্বীয় সাদা খচ্চরকে কাফের বাহিনীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য উত্তেজিত করতে থাকেন ও বলতে থাকেন, أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ + أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ‘আমি নবী। মিথ্যা নই’। ‘আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের পুত্র’।[২৮]

২০. তিরমিযী হা/১৯৫৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫২৯; মিশকাত হা/১৯১১, রাবী আবু যার (রাঃ); ছহীহাহ হা/৫৭২।
২১. দায়লামী, ছহীহাহ হা/২৭১৫।
২২. বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০ (৪৫); মিশকাত হা/১৯৩৪, রাবী যয়নব (রাঃ)।
২৩. মুসলিম হা/৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৩২, রাবী ছাওবান (রাঃ)।
২৪. বুখারী হা/৬০২০; মিশকাত হা/১৯৩৬, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
২৫. আহমাদ হা/১৬২৭২; তিরমিযী হা/৬৫৮; মিশকাত হা/১৯৩৯, রাবী সালমান বিন ‘আমের (রাঃ)।
২৬. আবুদাঊদ হা/৪৭৭৭; তিরিমিযী হা/২০২১; মিশকাত হা/৫০৮৮, রাবী সাহ’ল বিন মু‘আয (রাঃ)।
২৭. বুখারী হা/৬১১৬; মিশকাত হা/৫১০৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৮. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪৩১৫; মিশকাত হা/৪৮৯৫, ৫৮৮৯। ছহীহ মুসলিমে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে (হা/১৭৭৫) ফারওয়া আল-জুযামী প্রদত্ত সাদা খচ্চরের কথা বলা হয়েছে। ইবনু সা‘দ সহ

হোনায়েন যুদ্ধ শেষে গণীমত বণ্টনের সময় বনু তামীম গোত্রের নওমুসলিম বেদুঈন হুরকূছ বিন যুহায়ের যুল-খুইয়াইছিরাহ নামক জনৈক ব্যক্তি বলে উঠে, يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَّعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَّمْ أَكُنْ أَعْدِلُ– ‘হে মুহাম্মাদ! ন্যায়বিচার করুন! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! যদি আমি ন্যায়বিচার না করি, তবে কে ন্যায়বিচার করবে? আমি যদি ন্যায়বিচার না করি, তাহ’লে তুমি নিরাশ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে’। তখন ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিই’।[২৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ– ‘যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, সে প্রকৃত বীর নয়। বরং প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করতে পারে’।[৩০] তিনি বলেন,–لاَ تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ ‘তুমি ক্রোধান্বিত হবেনা, তাহ’লেই তোমার জন্য জান্নাত’।[৩১] এজন্যেই বলা হয়, ‘রেগে গেলে তো হেরে গেলে’।

(৫) ‘যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার কোন প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে’। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর এই মহান কাজের বিনিময় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুলছিরাতের উপর সকলের পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তার পা দৃঢ় রাখবেন’। রাসুল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, ‘আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে’।[৩২] তিনি আরও বলেন, الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ– ‘মুসলিম ভালোবাসা ও সহানুভূতির কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে না এবং অন্য মুসলিমও তার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না’।[৩৩] তিনি আরও বলেন, مَنْ مَّنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ– ‘যে ব্যক্তি দুগ্ধবতী পশু দান করে বা অর্থ দান করে অথবা গলিপথ চিনিয়ে দেয়, তার জন্য রয়েছে একটি দাস মুক্ত করার সম পরিমাণ ছওয়াব’।[৩৪]

উক্ত মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا– ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম’।[৩৫] আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ– ‘আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী’ *(ক্বলম ৬৮/৪)*। তিনি বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ– ‘আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য’।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ شَىْءٍ يُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ– ‘ক্বিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে বান্দার সচ্চরিত্রতা। আর নিশ্চয় সুন্দর আচরণের অধিকারী ব্যক্তি তার সুন্দর আচরণের বিনিময়ে নফল ছিয়াম ও নফল ছালাত আদায়কারীর মর্যাদা লাভ করবে’।[৩৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন বস্তু মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে? জওয়াবে তিনি বলেন, تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ– ‘আল্লাহভীরুতা ও সচ্চরিত্রতা’।[৩৮]

(৬) ‘মন্দ আচরণ মানুষের সৎকর্ম সমূহ বিনষ্ট করে দেয়’। হাদীছের শেষে এর দ্বারা আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিদের সর্বোত্তম আচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর উদাহরণ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘সিরকা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, মন্দ আচরণ তেমনি মানুষের সৎকর্ম সমূহ বিনষ্ট করে দেয়’। এক হাঁড়ি দুধে এক ফোঁটা গো-চেনা পড়লে যেমন দুধ নষ্ট হয়ে যায়, মন্দ আচরণ বা একটি মন্দ শব্দ সমস্ত সৎকর্মকে বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।

এতে বুঝা যায় যে, যত বড় ধনী, বিদ্বান ও পদাধিকারী ব্যক্তি হউন না কেন, উত্তম আচরণের অধিকারী না হ’লে তার সবকিছু বরবাদ হবে।

অতএব প্রত্যেক মুমিনেরই আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় হওয়ার জন্য উপরোক্ত গুণাবলী সর্বতোভাবে অর্জন করা উচিৎ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

অনেক জীবনীকার মুক্বাউক্বিস প্রদত্ত সাদা-কালো ডোরা কাটা ‘দুলদুল’ খচ্চরের কথা বলেছেন। ইবনু হাজার প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(ঐ)*।

২৯. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘গণীমত বণ্টনে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ’ অনুচ্ছেদ।

৩০. বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯; মিশকাত হা/৫১০৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৩১. ত্বাবারাণী, আওসাত্ব হা/২৩৫৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪৯।

৩২. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৩৩. আহমাদ হা/৯১৮৭; মিশকাত হা/৪৯৯৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৪২৬।

৩৪. আহমাদ হা/১৪৬৩৯; তিরমিযী হা/১৯৫৭, সনদ ‘ছহীহ’, রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।

৩৫. বুখারী হা/৩৫৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৫, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ)।

৩৬. হাকেম হা/৪২২১, ২/৬৭০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৩৭. তিরমিযী হা/২০০৩, রাবী আবুদ দারদা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৮৭৬।

৩৮. তিরমিযী হা/২০০৪; মিশকাত হা/৪৮৩২, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৯৭৭।

দাওয়াতের ক্ষেত্র ও আধুনিক মাধ্যম সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা : পৃথিবীতে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য দাওয়াতের কোন বিকল্প নেই। নবী-রাসূলগণ সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে স্ব স্ব কওমের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহেলী যুগে যুল-মাজায বাযারে গিয়ে যখন জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوْا، 'হে লোক সকল! তোমরা বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, এতে তোমরা সফলতা লাভ করবে' তখন তার আপন চাচা আবু লাহাব সেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে পিছনে গিয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল এই বলে যে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، 'হে লোক সকল! তোমরা তার অনুসরণ করো না। কেননা সে মহা মিথ্যাবাদী'।[১] একবার কা'বায় ছালাত রত অবস্থায় অপর প্রভাবশালী চাচা আবূ জাহাল তাঁর ঘাড়ের উপর উটের নাড়ীভুঁড়ি চাঁপিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল ( )। এভাবে অন্যূন ১৫বার হত্যা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি নিজ আত্মীয়-পরিজন ও সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি যেমন নিজ পরিবার, সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের নিকটে তাওহীদের অমীয় বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন, তেমনি সমাজের অসহায় গরীব, ক্রীতদাস ও অধীনস্থদের নিকটেও তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। নবী-রাসূলগণের ইন্তেকালের পর দ্বীন প্রচারের এ মহান দায়িত্ব প্রধানত ওলামায়ে কেরামের। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ 'নিশ্চয়ই আলেমগণ হ'লেন নবীগণের উত্তরাধিকারী'।[২] তবে সাধারণভাবে এই দায়িত্ব সকলের। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার উপর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে প্রস্তুত করে নেয়'।[৩]

ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি দাঈর নেকীও অফুরন্ত। হাল যামানার সাথে তাল মিলিয়ে দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমেও পরিবর্তন এসেছে বিস্তর। বলতে গেলে দাওয়াত পৌঁছানো এখন আগের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেকাংশে সহজ থেকে সহজতর হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক মানুষের নিকটে দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে মুহূর্তে। আলোচ্য নিবন্ধে দাওয়াতের পদ্ধতি, দাঈর মর্যাদা ও ফযীলতসহ দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ও আধুনিক মাধ্যম সমূহ তুলে ধরা হ'ল।-

দাওয়াতের পদ্ধতি : আল্লাহ স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ– 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

বাতিলের সাথে আপোষহীনতা এবং জামা'আতবদ্ধ দাওয়াতের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। একই মর্মে তিনি আরো বলেন, وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيات اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'আর তোমার প্রতি আল্লাহ্র আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে সেগুলি থেকে ফিরিয়ে না নেয়। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং অবশ্যই তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে স্বীয় কওমের নিকটে সদুপদেশের মাধ্যমে, হিকমত বা দলীল-প্রমাণ সহকারে এবং আপোষহীনভাবে দাওয়াত দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর বিতর্ক হ'লে তা উত্তম পন্থায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে নম্র আচরণের কথা উল্লেখ করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও

১. *হাকেম, আল-মুসতাদরাক হা/৩৯; মুসনাদে আহমাদ হা/১৬০৬৬, ১৬৬৫৪; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৫৬২; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১৫৯, সনদ ছহীহ।*
২. *তিরিমিযী হা/২৬৮২; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৮।*
৩. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।*

ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আলোচ্য আয়াতে পাঁচটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (১) পরস্পরে কোমল হৃদয় হওয়া (২) পরস্পরকে ক্ষমা করা (৩) আপোষে পরামর্শ করা (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তা বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং (৫) আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। আল্লাহ্র পথের দাঈদের জন্য উক্ত গুণগুলো অর্জন করা অত্যন্ত যরূরী।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াত গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। যা চরমপন্থী খারেজীদের আক্বীদা। আল্লাহ বলেন, لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ তুমি তাদের উপরে দারোগা নও *(গাশিয়াহ ৮৮/২২)*।

তবে কোন মুনকার বা অন্যায় কর্ম হতে দেখলে ক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ– 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় হ'তে দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হ'লে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করবে। তাতেও সক্ষম না হ'লে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে। আর এটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান'।[৪]

দাঈর মর্যাদা ও ফযীলত: দাঈদের মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ– 'ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার, যে আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا– 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে আহ্বান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী রয়েছে কিন্তু তার নেকী থেকে বিন্দু পরিমাণ হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তির সমপরিমাণ পাপ রয়েছে কিন্তু তার পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পাবে না'।[৫] অন্য হাদীছে আছে,

عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى أُبْدِعَ بِى فَاحْمِلْنِى فَقَالَ مَا عِنْدِى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

আবু মাসঊদ আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সওয়ারী ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে একটি সওয়ারী দান করুন। তিনি বললেন, সওয়ারী আমার কাছে নেই। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে এমন লোকের কথা বলে দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারীর পশু দিতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ নেকী রয়েছে'।[৬]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) দাওয়াতের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির হোদায়াত লাভকে সমবচেয়ে দামী লাল উটের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। খায়বর যুদ্ধে ইহূদীদের 'নায়েম' দুর্গ জয়ের প্রক্কালে আলী (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، 'যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের (কুরবানীর) চাইতে উত্তম হবে'।[৭]

দাওয়াতের ক্ষেত্র সমূহ

ক্ষেত্র অর্থ জায়গা বা স্থান। দাওয়াতের ক্ষেত্র অর্থ দাওয়াতের স্থান। অর্থাৎ যেসকল স্থান বা স্তরে দাওয়াত প্রদান যরূরী। দাওয়াতের উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষেত্র নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

১. পরিবার :

দাওয়াতের প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। নবী-রাসূলগণ দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজ পরিবারকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের পর সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন তাঁর স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা আযরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ، 'আপনি কি (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) মূর্তিগুলিকে উপাস্য গণ্য করে নিয়েছেন? আমি তো দেখছি আপনি ও আপনার সম্প্রদায় স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে আছেন' *(আন'আম ৬/৭৪)*। তিনি আরও বলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِيْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ 'স্মরণ কর যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা যে সবের পূজা কর, আমি সেসব থেকে মুক্ত' *(যুখরুফ ৪৩/২৬)*।

লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'হে বৎস! আল্লাহ্র সাথ কাউকে

৪. *মুসলিম হা/৭৮; আলবানী মিশকাত ৩/১৪ পৃ; হা/৫১৩৭ 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মুসলিম হা/৬৯৮০; মিশকাত হা/১৫৮।*
৬. *মুসলিম হা/৫০০৭; মিশকাত হা/২০৯।*
৭. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৮০; ফাৎহুল বারী হা/৪২১০।*

শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোকমান ৩১/১৩)*। তিনি আরও বলেন,

يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ- يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ- وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ-

'হে বৎস! তোমার পাপ-পুণ্য যদি সরিষাদানা পরিমাণও হয়, আর তা যদি পাথরের গর্তে বা আকাশে বা ভূগর্ভে থাকে, আল্লাহ তা হাযির করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মবিদ এবং (গোপন ও প্রকাশ্য) সব খবর রাখেন। হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটি শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না। তুমি পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হ'ল গাধার কণ্ঠস্বর' *(লোকমান ৩১/১৬-১৯)*।

উক্ত আয়াতগুলোতে লোকমান স্বীয় সন্তানের উদ্দেশ্যে মোট ১৬টি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। যা একজন সন্তানের জীবন পরিচালনা ও আখেরাতে মুক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মাতের সকল পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে তাদের সন্তানদের সাত বৎসর বয়সে ছালাত শিক্ষার তাকীদ দিয়ে বলেন, مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ، 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ছালাতের আদেশ দাও এবং যখন তারা ১০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন ছালাতের জন্য তাদেরকে প্রহার কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও'।[৮]

আর এই দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হবে আখেরাতে নাজাত লাভ তথা জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে নিজেকে ও নিজ পরিবারকে বাঁচানো। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। আল্লাহ যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না। তারা তা-ই করে, যা করতে তাদের আদেশ করা হয়' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

কিন্তু দুঃখজনক যে, আমরা আমাদের পরিবার সম্পর্কে উদাসীন। নিজেরা ধর্ম পালন করলেও পরিবারের প্রতি বেখেয়াল। বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনায় হাবুডুবু খাচ্ছে সমাজের অধিকাংশ পরিবার। এই করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিবারে দাওয়াত ও তাবলীগের কোন বিকল্প নেই। শুধু আমর ও তালীম নয় বরং নিজেদের কর্মে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। পরিবারের অধীনস্তরা কর্তা ব্যক্তির কর্ম দেখে শিখবে। অনেক পিতা-মাতা আছেন, যারা ছেলে-মেয়েদেরকে শুধু আদেশ করেন, কিন্তু নিজে সে আমলটি করেন না; ছেলে-মেয়েদের ইসলামী পোষাকের কথা বলেন, কিন্তু নিজের পোষাক ইসলামী নয়। এ ক্ষেত্রে এই আদেশ বা দাওয়াত কখনো ফলপ্রসূ হবে না। আগে নিজে সংশোধন হতে হবে। অতঃপর পরিবারে তা বাস্তবায়নের জন্য নছীহত করতে হবে। এজন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমী বৈঠক চালু করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

২. আত্মীয়-স্বজন :

দাওয়াতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন। আল্লাহ বলেন, وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক কর' *(শু'আরা ২৬/২১৪)*। আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِى مَا شِئْتِ مِنْ مَالِى لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا-

'যখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, (তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর) তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা (আল্লাহ্র আযাব থেকে) আত্মরক্ষা কর। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বনু আবদে মানাফ! আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে ছাফিইয়া রাসূলুল্লাহ্র ফুফু! আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতেমা

৮. *আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২, সনদ হাসান।*

বিনতে মুহাম্মাদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারব না'।[৯]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে সবাইকে ডেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّىْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا-

'হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা'ব বিন লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষায় কোনই কাজে আসব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ'তে রক্ষা করতে পারব না'।[১০] সুতরাং নিকটাত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে হবে এবং আখেরাতের অনন্ত জীবনে চূড়ান্ত সফলতা লাভের লক্ষ্যে আল্লাহ প্রেরিত বিধান মেনে চলার জন্য তাদের মধ্যে দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমরা অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে লজ্জাবোধ করি। দুনিয়াবী বিষয়ে কথাবার্তা হলেও ধর্মীয় বিষয়গুলো এড়িয়ে যাই। আবার এমন অনেক খ্যাতিমান আলোচক আছেন, যারা দেশ-বিদেশে দাওয়াতী কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কিন্তু নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সম্পর্কে উদাসীন। যা আদৌ সমীচীন নয়। কেননা তারাই আমাদের নিকট থেকে অধিক কল্যাণ পাওয়ার হকদার।

৩. বন্ধু-বান্ধব :

বন্ধু শব্দের অর্থ সুহৃদ, স্বজন, মিত্র প্রভৃতি। এটি দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কেননা পৃথিবীতে বন্ধুবিহীন চলা দুঃসাধ্য। সকল শ্রেণী-পেশার মানুষেরই স্ব স্ব স্তর অনুযায়ী বন্ধু রয়েছে। তবে বন্ধুদের মধ্যে ভাল-মন্দ দু'ধরনের বন্ধুই আছে। বন্ধুর সংস্পর্শে একদিকে যেমন আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠা যায়, অপরদিকে বন্ধুর কারণেই হয়ে ওঠে শয়তানের শিখণ্ডী। কবি বলেন, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস ও অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। সেকারণ ইসলাম বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে যে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে'।[১১] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ 'তুমি মুমিন ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন কেবল পরহেযগার লোকে খায়'।[১২]

নানাবিধ কারণে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তবে সকল বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে বা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সে বন্ধুত্বই হয় সবচেয়ে মযবূত ও স্থায়ী। অপরদিকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সামাজিকতার দোহাই দিয়ে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা অস্থায়ী। এজন্যই কাউকে ভালবাসলে আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসতে হবে এবং কাউকে অপসন্দ করলেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,. أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ 'সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা ও আল্লাহ্র জন্যই কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা'।[১৩]

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ، 'আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরে ভালোবাসে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মুহব্বত ও ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে যায়'।[১৪]

সুতরাং বন্ধু নির্বাচন করতে হবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয়। বন্ধুদের মধ্যে বিশুদ্ধ দ্বীনের অনুশীলন থাকলে বাতিল ও অশুদ্ধ দ্বীন পরাভূত হবে ইনশাআল্লাহ। সেকারণ বন্ধুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কাজ চালাতে হবে। কেননা বন্ধু মহলে দাওয়াত দান যতটা সহজ অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা নয়। আল্লাহ তা'আলা মুমিন পুরুষ ও নারীকে পরস্পর বন্ধু বলে সম্বোধন করে তাদের কর্মসূচী উল্লেখ করে বলেন,

৯. *বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৬।*
১০. *বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৪, ২০৬; আহমাদ হা/৮৭১১; নাসাঈ হা/৩৬৪৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-২৬।*
১১. *আবূদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮, সনদ হাসান।*
১২. *বুখারী হা/৬০১১; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৩।*
১৩. *আবূদাঊদ হা/৪৫৯৯; মিশকাত হা/৩২।*
১৪. *তিরমিযী, মালেক, মিশকাত হা/৫০১১।*

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' *(তওবাহ ৯/৭১)*।

৪. পাড়া-প্রতিবেশী ও সমাজ :

প্রতিবেশী যদি দ্বীনী অনুশাসন মেনে না চলে বা দ্বীনের জন্য সহযোগী না হয়, তাহ'লে স্বাধীনভাবে দ্বীন পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বরং পদে পদে অশান্তি ও ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। সেকারণ পারিবারিক পরিমণ্ডলে দাওয়াতের পর প্রতিবেশী ও সমাজের লোকদের নিকটে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। সমাজে জেঁকে বসা হাযারো কুসংস্কার ও শিরক-বিদ'আতের শিকড় উপড়ে ফেলে সেখানে তাওহীদ, সুন্নাত ও বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এতে বিরুদ্ধবাদীদের কোন পরোয়া করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ- 'তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

উল্লেখ্য, সমাজে প্রচলিত রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে কথা বললে সমাজ নেতারা ক্ষিপ্ত হবে এটিই স্বাভাবিক। সে যুগেও তাই হয়েছিল। এমনকি প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই সমাজের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের দোহাই দিয়েছিল। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব, যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জ্ঞান রাখতো না এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

অন্য আয়াতে আছে তারা বলেছিল, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। (আল্লাহ বলেন,) শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি তারা এটা বলবে'? *(লোকমান ৩১/২১)*। অর্থাৎ বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা জাহান্নামকে আহ্বান করার শামিল। আলোচ্য আয়াতে বাপ-দাদার অনুসরণকে শয়তানের অনুসরণ বলে ধমক দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! সে যুগের তুলনায় এ যুগের অবস্থা আরও বেদনাদায়ক। সে যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হ'ত *(তাকভীর ৮১/৮-৯)*। আর এ যুগে তার আধুনিক সংস্করণ হিসাবে মায়ের পেটেই সন্তান হত্যা করা হয়। এমনকি সদ্যজাত সন্তানকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটছে অহরহ। আড়াই বছরের শিশু থেকে শুরু করে ষাট বছরের বৃদ্ধাও এ যুগে ধর্ষিতা হচ্ছে। অশ্লীলতা আজ প্রত্যেকের দোরগোড়ায়। অফিস-আদালতের পরতে পরতে ঘুষ-দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে মানুষের মর্যাদা আজ ভূলুণ্ঠিত। জীবন আজ তুচ্ছ। সামান্য টাকার বিনিময়ে মানুষ মানুষকে খুন করছে। মদ্যপান, জুয়া, লটারী, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এক কথায় জাহেলী যুগের হেন অপরাধ নেই, যা সভ্যতার এই উৎকর্ষতার যুগে ব্যাপকতা লাভ করেনি। এই ঘোর অমানিশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানবতাকে উদ্ধারের জন্য এলাহী বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। আর এজন্য সর্বাগ্রে দাওয়াত দান অত্যাবশ্যক। সমাজকে যাবতীয় কুসংস্কার থেকে পরিচ্ছন্ন করে তাওহীদের আলোকোজ্জল সমাজে পরিণত করতে হ'লে এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ তথা ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক গড়ে তুলতে হ'লে সমাজের সর্বত্র দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। সমাজের যেখানে অসুখ সেখানেই আসমানী ব্যবস্তাপত্র প্রয়োগ করতে হবে।

[চলবে]

মেসার্স মোমতাজ হোসেন

প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)

পরিবেশক

সেতু কর্পোরেশন লিঃ ও অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

ডিলার

বসুন্ধরা ও ক্লীনহীট এলপিজি

এবং স্পেয়ার মেশিন

এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা'২০ সফল

নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪।
E-mail : moin.nowhata@gmail.com

পরকালে পাল্লা ভারী ও হালকাকারী আমল সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানুষের ইহকালীন জীবনের আমল সমূহ পরকালে মীযানে (পাল্লায়) ওযন করা হবে। ঐসব আমলের মধ্যে কিছু পাল্লাকে ভারী করবে এবং কিছু হালকা করবে। এগুলো জেনে মুমিন আমল করতে পারলে অল্প আমলই তার নাজাতের কারণ হ'তে পারে। আবার যেসব আমল পাল্লাকে হালকা করবে সেগুলো জেনে তা পরিহার করলে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি মিলবে। নিম্নে দু'ধরনের আমলই উল্লেখ করা হ'ল।-

যেসব আমল পরকালে দাঁড়িপাল্লাকে ভারী করবে

১. কালেমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' :

তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানকারী কালেমা পরকালে পাল্লাকে ভারী করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। তখন বনভূমি থেকে সীজান (এক প্রকার মাছ) রঙের জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (ছাঃ)-এর মাথার কাছে দাঁড়ালো এবং বলল, তোমাদের সাথী প্রত্যেক আরোহীকে অবদমিত করেছে বা আরোহীদেরকে অবদমিত করার সংকল্প করেছে এবং প্রত্যেক রাখালকে সমুন্নত করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জুব্বার হাতা ধরে বললেন, আমি কি তোমাকে নির্বোধের পোষাক পরিহিত দেখছি না? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র নবী হযরত নূহ (আঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং দু'টি বিষয়ে নিষেধ করছি। আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় এবং অপর পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তোলা হয়, তবে সেই তাওহীদের পাল্লাই ভারী হবে। সাত আসমান ও সাত যমীন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, তবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' তা চুরমার করে দিবে। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর ছালাত এবং সকলেই এর বদৌলতে রিযিক লাভ করে থাকে।

আর আমি তোমাকে বারণ করছি শিরক ও অহংকারে লিপ্ত হওয়া থেকে। আমি বললাম, অথবা বলা হ'ল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিরক তো আমরা বুঝলাম, তবে অহংকার কি? আমাদের মধ্যকার কারো যদি কারুকার্য খচিত চাদর থাকে, আর তা পরিধান করে? তিনি বলেন, না। সে আবার বলল, যদি আমাদের কারো সুন্দর ফিতাযুক্ত সুন্দর একজোড়া জুতা থাকে? তিনি বললেন, না। সে পুনরায় বলল, যদি আমাদের কারো আরোহণের একটি জন্তু থাকে? তিনি বললেন, না। সে বলল, যদি আমাদের কারো বন্ধু-বান্ধব থাকে এবং তারা তার সাথে ওঠা-বসাও করে (তবে তা কি অহংকার হবে)? তিনি বললেন, না। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহ'লে অহংকার কি? তিনি বলেন, সত্য থেকে বিমুখ থাকা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা'।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হ'তে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে প্রভু!

তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি ছওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।

তিনি তাকে বলবেন, দাঁড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওযন হবে? তিনি বলবেন, তোমার উপর কোন রকম যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওযনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা'আলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হ'তে পারে না'।[২]

২. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার বলা :

ঈমানদার ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণে তাসবীহ, তাহলীল ও যিকর করলে পরকালে নেকীর পাল্লা ভারী হবে। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দু'টি কালিমাহ আছে, যেগুলো দয়াময়ের কাছে অতি প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, দাঁড়িপাল্লায়

১. *আহমাদ হা/৬৫৮৩, ৭১০১; হাকিম হা/১৫৪; ছহীহাহ হা/৬২৯৫।*
২. *তিরমিযী হা/২৬৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০০; মিশকাত হা/৫৫৫৯; ছহীহাহ হা/২৫৬৩।*

অত্যন্ত ভারী। (কালিমা দু'টি হচ্ছে), *সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহান্নাল্লাহিল আযীম*। অর্থাঃ 'আমরা আল্লাহ্র প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান আল্লাহ (যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে) অতি পবিত্র'।[৩]

আরেকটি হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، 'আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আলহামদুলিল্লাহ দাঁড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ একসাথে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা ভর্তি করে দেয়'।[৪]

আরেকটি হাদীছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুওয়াইরিয়াহ (রাঃ)-এর কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন। ইতিপূর্বে তার নাম ছিল বাররাহ। নবী করীম ছাঃ) তার এ নাম পরিবর্তন করেন। তিনি তার কাছ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ও মুছাল্লায় বসে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেন এবং ফিরে এসেও তাকে ঐ মুছাল্লায় বসে থাকতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তখন থেকে একটানা এ মুছাল্লায় বসে আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. 'তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি তিনবার চারটি কালিমা পড়েছি; এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তুমি যা কিছু পাঠ করেছ, উভয়টি ওযন করা হ'লে আমার ঐ চারটি কালেমা ওযনে ভারী হবে। তা হচ্ছে *'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালক্বিহি, ওয়া রিযা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা আরশিহি, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি'*। অর্থ- 'মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওযন ও মহিমাময় বাক্য সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ'।[৫]

৩. উত্তম চরিত্র :

মানুষ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দুনিয়াতে যেমন সম্মানিত ও সমাদৃত হয়, পরকালেও তেমনি অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর এ বৈশিষ্ট্য তার নেকীর পাল্লাকে ভারী করবে। আবুদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا شَىْءٌ أَثْقَلُ فِىْ مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ. 'ক্বিয়ামত দিবসে মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে অধিক ওযনের আর কোন জিনিস হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও কটুভাষীর প্রতি রাগান্বিত হন'।[৬]

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ، وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا-

'আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, হে আবূ যার! তোমাকে কি এমন দু'টো স্বভাবের কথা বলব, যে স্বভাব দু'টি পিঠে খুব হাল্কা; কিন্তু পাল্লায় অন্য দু'টি অপেক্ষা খুব ভারী? আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, দীর্ঘ নিরবতা ও উত্তম ব্যবহার। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! বান্দা এ দু'টো কাজের মতো উত্তম আর কোন কাজ করে না'।[৭]

৪. জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করা :

মানুষ মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা মুমিনের ছয়টি হকের অন্যতম। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী বহু ছওয়াবের অধিকারী হয়। যা পরকালে তার নেকীর পাল্লাকে ভারী করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَثْقَلُ فِى مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ.

'যে ব্যক্তি জানাযার অনুগামী হয় এবং জানাযার ছালাত আদায় করে, অতঃপর দাফন করা পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকে, তার জন্য দু'ক্বীরাত ছওয়াব রয়েছে। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, এক ক্বীরাত হচ্ছে ওহোদ পাহাড় অপেক্ষা দাঁড়িপাল্লায় অধিক ভারী'।[৮] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. 'যে ব্যক্তি মৃতের জন্য ছালাত

---

৩. *বুখারী হা/৭৫৬৩, ৬৪০৬; মুসলিম হা/২৬৯৪; মিশকাত হা/২২৯৮।*
৪. *মুসলিম হা/২২৩; তিরমিযী হা/৩৫১৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮০।*
৫. *মুসলিম হা/২৭২৬, 'দো'আ ও যিকর' অধ্যায়, 'দিনের প্রথম প্রহরে তাসবীহ পাঠ', অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/৩৫৫৫; নাসাঈ হা/১৩৫১; ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৮।*
৬. *তিরমিযী হা/২০০২; ছহীহাহ হা/৮৭৬।*
৭. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; মিশকাত হা/৪৮৬৭; ছহীহাহ হা/১৯৩৮, সনদ হাসান।*
৮. *আহমাদ; ছহীহুল জামে' হা/৬১৩৫।*

আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্বীরাত। আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু'ক্বীরাত। জিজ্ঞেস করা হ'ল দু'ক্বীরাত কী? তিনি বললেন, দু'টি বিশাল পর্বত সমতুল্য (ছওয়াব)'।[৯]

৫. আল্লাহ্র রাস্তায় ঘোড়া প্রস্তুত রাখা :

আল্লাহ্র কালিমা তথা দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য অনেক সময় কাফির, মুশরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। সেই জিহাদে ব্যবহারের জন্য যে ব্যক্তি ঘোড়া প্রস্তুত রাখে তার জন্য ছওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِى سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওযন করা হবে'।[১০]

৬. ফরয ছালাতের পরে যিকর করা :

ফরয ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক দো'আ, তাসবীহ ও যিকর পাঠ করতেন। যার ফযীলত ও গুরুত্ব অনেক। এগুলি পরকালে নেকীর পাল্লাকে ভারী করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَيُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِى الْمِيزَانِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ، قَالَ يَأْتِى أَحَدَكُمْ يَعْنِى الشَّيْطَانَ فِىْ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهُ وَيَأْتِيهِ فِى صَلاَتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهَا.

'দু'টি বিষয় বা দু'টি অভ্যাসের প্রতি যে মুসলিম হেফাযত করবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে যাবে। অভ্যাস দু'টি সহজ কিন্তু তা আমলকারীর সংখ্যা কম। তা হ'ল (১) প্রত্যেক ছালাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার বলবে। মুখে (পাঁচ ওয়াক্ত) এর সংখ্যা একশত পঞ্চাশ। কিন্তু মীযানে তা এক হাযার পাঁচশত (২) যখন শয্যায় যাবে তখন চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ বলবে। তা মুখে একশত। কিন্তু মীযানে এক হাযার। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তা হাতের আঙ্গুলে গণনা করতে দেখেছি। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অভ্যাস দু'টি সহজ হওয়া সত্ত্বেও এর আমলকারীর সংখ্যা কম কেন? তিনি বললেন, তোমরা বিছানায় ঘুমাতে গেলে শয়তান তোমাদের কোন লোককে তা বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর ছালাতের মধ্যে শয়তান এসে তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সে ঐগুলো বলার আগেই প্রয়োজনের দিকে চলে যায়'।[১১]

৭. সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা ও ছওয়াব কামনা করা :

দুনিয়াতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষের সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। তাই ধন-সম্পদ নষ্ট হ'লে কিংবা সন্তান-সন্ততি মারা গেলে মানুষ ভেঙে পড়ে। অনেক সময় দিশাহারা হয়ে যায়। কিন্তু মুমিন সকল বিপদ-মুছীবতে আল্লাহ্র উপরে ভরসা রাখে। বিপদকে সে গোনাহ মাফের মাধ্যম হিসাবে কল্যাণকর জ্ঞান করে। তেমনি সন্তানের মৃত্যুতেও ধৈর্য ধারণ করে। আর এর ফলে সে অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হয় এবং তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ، 'পাঁচটি জিনিসের জন্য বাহঃ বাহঃ। যা দাঁড়িপাল্লায় অধিক ভারী হবে। তাহ'ল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ (বলা) এবং সৎ সন্তানের মৃত্যুর পরে পিতার ছওয়াব কামনা করা'।[১২]

যেসব আমল পরকালে দাঁড়িপাল্লাকে হালকা করে

১. রিয়া বা লৌকিকতা :

মানুষ আমল করবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু কেউ অন্যকে দেখানোর বা শুনানোর জন্য কোন আমল করলে, সে আমল আল্লাহ কবুল করবেন না। এর কারণে পরকালে শাস্তি পেতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ. قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِىَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.

৯. *বুখারী হা/১৩২৫, ৪৭; মুসলিম হা/৯৪৫।*
১০. *বুখারী হা/২৮৫৩; নাসাঈ হা/৩৫৮২; মিশকাত হা/৩৮৬৮।*
১১. *আবূদাঊদ হা/৫০৬৫; মিশকাত হা/২৩০৬।*
১২. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৮১০১; ছহীহাহ হা/১২০৪; ছহীহুল জামে' হা/২৮১৭।*

‘মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তাহ’ল ছোট শিরক। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ছোট শিরক কী জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা যখন (ক্বিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন করে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি-না’।[১৩]

২. আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা :

মহান আল্লাহ মানুষের জন্য দুনিয়াতে চলার জন্য কিছু বিধান দিয়েছেন। এ বিধান পালন করা মানুষের জন্য যরূরী। আল্লাহ্র বিধান লংঘন করা বড় গোনাহ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِىْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ. قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا. ‘আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে’।[১৪]

৩. মানুষের প্রতি যুলুম করা, গালি দেওয়া, গীবত করা ও মারধর করা :

মানুষের প্রতি যুলুম করা, গালি-গালাজ করা ও গীবত করা এবং অন্যায়ভাবে মারধর করা বড় গোনাহ। পরকালে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নেকী দিয়ে। ফলে তখন নেকীর পাল্লা হালাকা হয়ে যাবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَمْلُوكَيْنِ يُكَذِّبُونَنِى وَيَخُونُونَنِى وَيَعْصُونَنِى وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ. قَالَ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِى وَيَهْتِفُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ) الآيَةَ. فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِى وَلِهَؤُلاَءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ.

আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে বসে এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার কয়েকটি গোলাম আছে। আমার নিকট এরা মিথ্যা কথা বলে, আমার সম্পদে ক্ষতিসাধন (খিয়ানত) করে এবং আমার অবাধ্যতা করে। এ কারণে তাদেরকে আমি বকাবকি ও মারধর করি। তাদের সাথে এমন ব্যবহারে আমার অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন, তারা যে তোমার সাথে খিয়ানত করে, তোমার অবাধ্যতা করে এবং তোমার নিকট মিথ্যা বলে, আর এ কারণে তাদের সাথে তুমি যেমন আচরণ কর- এ সবেরই হিসাব-নিকাশ হবে। যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের সমান হয়, তবে ঠিক আছে। তোমারও কোন অসুবিধা হবে না, তাদেরও কোন অসুবিধা হবে না। যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তাহ’লে তোমার জন্য অতিরিক্ত (ছওয়াব) রয়ে গেল। আর তোমার প্রদত্ত শাস্তি যদি তাদের অপরাধের তুলনায় বেশী হয়, তাহ’লে অতিরিক্ত অংশের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে লোকটি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আলাদা হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে তুমি কি এ কথা পড় নাই যে, ‘আমরা ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব। সুতরাং কোন লোকের উপর কোন যুলুম করা হবে না। কারো বিন্দু পরিমাণও কিছু কৃতকর্ম থাকলে আমরা তাও হাযির করব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট’ *(আম্বিয়া ২১/৪৭)*। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! তাদের মাঝে এবং আমার মাঝে বিচ্ছিন্নতা ছাড়া আমার ও তাদের কল্যাণের আর কোন পথ দেখছি না। আপনাকে আমি সাক্ষী রেখে বলছি, তাদের সবাই এখন হ’তে মুক্ত’।[১৫]

১৩. আহমাদ হা/২৩৬৮০; ছহীহ তারগীব হা/২৯; ছহীহাহ হা/৯৫১।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫; আত-তালীকুর রাগীব ৩/১৭৮; ছহীহাহ হা/৫০৫।
১৫. তিরমিযী হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৫৫৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৯০।

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ. قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ‘তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মধ্যে নিঃস্ব হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার দিরহামও (নগদ অর্থ) নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে নিঃস্ব যে ক্বিয়ামত দিবসে ছালাত, ছিয়াম, যাকাতসহ বহু আমল নিয়ে উপস্থিত হবে এবং এর সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার নেক আমল হ’তে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা (বিনিময়) নেয়ার আগেই তার সৎ আমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহ সমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[১৬] পরিশেষে বলব, যেসব আমলের মাধ্যমে পরকালীন জীবনে নেকীর পাল্লা ভারী হবে সেগুলো বেশী বেশী সম্পাদন করে জান্নাতের পথ সুগম করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য করণীয়। পক্ষান্তরে যেসব আমল নেকীর পাল্লা হালকা করবে এবং গোনাহের পাল্লা ভারী করবে সেগুলো থেকে বিরত থেকে নাজাতের পথ সুগম করা মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১৬. মুসলিম হা/২৫৮১; তিরমিযী হা/২৪১৮; ছহীহাহ হা/৮৪৫।

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স
ISMAIL & BROTHERS

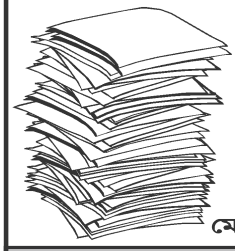

দেশী-বিদেশী যাবতীয় কাগজ, বোর্ড, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

ফোন : ০২৫-৭৩৯০৬০৫
মোবাইল : ০১১৯০-৮৬৯৮৮৬

৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা), নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ সফল হোক!

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রুফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

যিনি শিক্ষা দান করেন, তিনিই শিক্ষক। কিন্তু সবাই আদর্শ শিক্ষক হন না। একজন আদর্শ শিক্ষকের মাঝে কি কি মৌলিক গুণাবলী থাকা দরকার সেটাই আলোচ্য নিবন্ধে উপস্থাপন করা হ'ল।-

আদর্শ শিক্ষকের পরিচয় :

শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত মানুষকে আমরা শিক্ষক বলে জানি। আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ইত্যাদি নানানভাবে শিক্ষাদানের কাজ চলছে। তবে মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষাদানে জড়িত তাদেরই সাধারণত শিক্ষক বলা হয়। আদর্শ শব্দের অর্থ অনুকরণযোগ্য, শ্রেষ্ঠ, নমুনা, দৃষ্টান্ত, আয়না, দর্পণ ইত্যাদি। আদর্শ পুরুষ, যে মহৎ পুরুষের অনুকরণে চরিত্র উন্নত করা যায়। আদর্শ বিদ্যালয়, যে বিদ্যালয়ে চরিত্র গঠন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়।[১]

অভিধানে আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ বিদ্যালয়ের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার আলোকে বলব যে, আদর্শ শিক্ষক তিনি, যার অনুকরণের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও উন্নত করা যায় এবং জীবনের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত ধরনের শিক্ষা লাভ করা যায়। আদর্শ শিক্ষকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরের জীবন। শ্রেণীকক্ষে তিনি থাকেন তার শিক্ষার্থীদের সাথে, আর শ্রেণীকক্ষের বাইরে কাটে তার ছাত্র-শিক্ষকসহ বৃহত্তর মানব সমাজের সাথে। তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সর্বত্রই প্রস্ফুটিত হওয়া স্বাভাবিক।

সবার আদর্শ যিনি :

এই ধরণীতে সবার আদর্শ শিক্ষক হ'লেন আল্লাহ্র সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর রিসালাতের অনেক দায়িত্বের একটি অংশ ছিল শিক্ষাদান। আল্লাহ বলেছেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيْنٍ،

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন' *(জুমু'আহ ৬২/০২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا 'আমি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি'।[২] মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِى وَلاَ ضَرَبَنِى وَلاَ شَتَمَنِى 'আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আর দেখিনি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে বকাবকি করেননি, মারেননি এবং গালমন্দও করেননি'।[৩] মক্কায় আরকাম (রাঃ)-এর গৃহ ছিল তাঁর শিক্ষাদান কেন্দ্র। এছাড়া কা'বা চত্বর, বিভিন্ন জনসমাবেশ ও মেলায় গিয়ে তিনি শিক্ষাদানের কাজ করতেন। মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববীতে প্রতিনিয়ত শিক্ষাদানের কাজ চলত। তাঁর বহু ছাহাবীকেও তিনি শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। পুরুষ, নারী, বয়স্ক, শিশু, মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করতেন। তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল দ্বীন ইসলাম। মানুষ কিভাবে শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত ও জাহিলিয়্যাত থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে একমাত্র তাঁর ইবাদত করতে পারে এবং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি অর্জন করতে পারে তিনি সেই শিক্ষা দিতেন। মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন যাতে আল্লাহ্র দেওয়া পথে কাটানো সম্ভব হয় তিনি সে সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। চরিত্রের ভাল ও মন্দ গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভাল গুণগুলো আয়ত্ব করা ও মন্দগুণ থেকে বেঁচে থাকার উপায় শিখিয়েছেন। চরিত্রকে তিনি মানুষের সবচেয়ে দামী জিনিস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান, কুপ্রবৃত্তি ও কাফির নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তিনি সবাইকে সাবধান করে গেছেন। কুরআন ছিল তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যম। কুরআনকে কেন্দ্র করে তাঁর শিক্ষা আবর্তিত হ'ত। তাঁর সে শিক্ষার সমষ্টি এখন আমরা হাদীছ রূপে পাই। যার বাস্তব অনুশীলন এখনও মুসলিমদের মধ্যে অনেকাংশে বিদ্যমান। যদিও আমরা বর্তমানে আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্র থেকে তাঁর শিক্ষা নির্বাসন দিয়ে বিধর্মীদের শিক্ষা ও কৃষ্টি-কালচার গ্রহণ করেছি। ফলে বনী ইসরাঈলরা যেমন আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘন করে কাফের বাদশাহ বখতে নছরের হাতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল *(বানী ইসরাইল ১৭/৪-৭)* আমাদেরও আজ সেই দশা হয়েছে। বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) জীবনের মানোন্নয়নের সাথে চরিত্র গঠনের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তাই একজন আদর্শ শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শ মানলে ইনশাআল্লাহ উত্তম মানের শিক্ষক হ'তে পারবেন।

** ঝিনাইদহ।*

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা: ৯ম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮ খৃঃ), পৃঃ ১০৩।*

২. *ইবনু মাজাহ হা/২২৯; ছহীহাহ হা/৩৫৯৩।*

৩. *মুসলিম হা/৫৩৭; নাসাঈ হা/১২১৮; মিশকাত হা/৯৭৮।*

www.at-tahreek.com

আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র :

বলা হয়, চরিত্র মানব জীবনের রাজমুকুট। চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর সমান। দুর্জন বিদ্বান হ'লেও পরিত্যাজ্য। Billy Graham বলেন, When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost.

তাই আদর্শ শিক্ষক সচ্চরিত্রের গুণাবলী অর্জন ও চর্চায় কোন আপোষ করেন না। ঈমান, আমলে ছালেহ সম্পাদন, তাক্বওয়া, সত্যবাদিতা, সততা, আমানতদারী, ওয়াদা পালন, শালীনতা, শিষ্টাচারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মীয়তা, মেহমানদারী, মানবসেবা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, কর্তব্যপরায়ণতা, মিতব্যয়িতা, পরোপকারিতা, আত্মার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা ইত্যাদি সৎগুণ তার চরিত্রের ভূষণ। হালাল ভক্ষণ, ছোটদের স্নেহ, বড়দের কদর ও আলেমদের সম্মান ও হক প্রদানে তিনি আগুয়ান। পক্ষান্তরে শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত, জাহিলিয়্যাত থেকে তিনি দূরে থাকেন। মিথ্যা বলা, প্রতারণা, যুলুম, অহংকার, হিংসা, কৃপণতা, অপব্যয়, ধূমপান, মাদকাসক্তি, ব্যভিচার, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, নকলে সহযোগিতা, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ, সূদ-ঘুষ, হারামখোরি, যৌতুক, নির্যাতন, অলসতা, উদাসীনতা, কর্তব্যে অবহেলা, পার্থিব স্বার্থে দ্বীন বিক্রয় করা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব-চরিত্র থেকে তিনি বেঁচে থাকেন। তার জানা আছে ক্বিয়ামতে চরিত্রই হবে মীযানে সবচেয়ে ভারী।[৪] তিনি এও জানেন যে, চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর যার, ঈমান সবচেয়ে পূর্ণ তার।[৫] দুশ্চরিত্র লম্পট জান্নাতে যাবে না।[৬] কাজেই একজন আদর্শ শিক্ষক নিজে যেমন চরিত্র সুন্দর রাখতে চেষ্টা করেন তেমনি তার শিক্ষার্থীদেরসহ অন্যদের চরিত্রও সুন্দর করতে চেষ্টা করেন। তিনি এ কথাও জানেন যে, যে আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহ্র জন্য কাউকে কিছু দেয় এবং আল্লাহ্র জন্য দেয়া থেকে বিরত থাকে সে ঈমান পূর্ণ করে। কাজেই একজন আদর্শ শিক্ষক তার কথায় কাজে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করেন। যারা আল্লাহ্র পথের পথিক ও সৈনিক আল্লাহ্র জন্য তিনি তাদের ভালোবাসেন। আর যারা আল্লাহ্র পথের বিরুদ্ধাচারী তাদের জন্য তার মনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষেই তীব্র ক্ষোভ জন্মে। তবে দোষ-গুণের সমন্বয়ে মানুষ। মানুষ হিসাবে একজন শিক্ষক শয়তানের ফেরেবে, নফসের তাড়নায় কিংবা দুষ্টমতিদের পাল্লায় মন্দ কিছু করে ফেলতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে এলে তাকে মন্দ ভাবা ঠিক হবে না।

আদর্শ শিক্ষকের ব্যবহার :

অন্য মানুষের সঙ্গে যে আচার-আচরণ করা হয় তাই ব্যবহার। সদ্ব্যবহার সচ্চরিত্রের অংশ। হাদীছে এসেছে, الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ অর্থাৎ 'সুন্দর ব্যবহারই সচ্চরিত্র'।[৭] একজন ভাল শিক্ষক নিজের শিক্ষার্থীসহ অন্য কাউকে কষ্ট দেন না। শিক্ষার্থীদের পড়া বুঝিয়ে দিতে রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করেন না। উচ্চ মেধার শিক্ষার্থী, স্বল্প মেধার শিক্ষার্থী, ধনীর দুলাল, গরীবের সন্তান, ক্ষমতাধর ও ক্ষমতাশূন্য সকলকে তিনি এক মনে করে শিক্ষা দেন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান জৈন, পার্সীতে কোন ভেদাভেদ করেন না। শিক্ষার্থীরা তার সম্বন্ধে ভাবে, আমার শিক্ষক আমাকেই বেশী ভালোবাসেন।

শিক্ষার্থীদের কেউ অসুস্থ হ'লে তিনি তাকে দেখতে যান। তাদের কারও আর্থিক সমস্যা থাকলে তা দূর করতে চেষ্টা করেন। বিদ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত তাদের কোন কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা থাকলে তা যথাসাধ্য মিটাতে চেষ্টা করেন। শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আত্মিক ও ধর্মীয় বিকাশে নিজের মেধা ও যোগ্যতা যথাসাধ্য ব্যয় করেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে হাসিমুখে তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলেন। কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে বিলম্ব হেতু বিচলিত হন না, বরং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন। কারও প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হ'লে বিনয়ের সঙ্গে নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন। কারও বেয়াদবীর জন্য গালমন্দ করেন না। রূঢ় আচরণ ও কর্কশ ভাষায় কথা বলা থেকে দূরে থাকেন।

কেউ তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করলে তিনি তার সঙ্গে কোমল আচরণ করেন এবং ধৈর্য ধরেন। স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তানাদি, প্রতিবেশী, ও চেনা-অচেনা সকলের সাথে তিনি ভাল ব্যবহার করেন। কথা বললে বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলেন। বাজে তামাশা কিংবা কারও মনে আঘাত লাগে এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। এমন কথা বলেন না যাতে ব্যক্তিত্ব খর্ব হয় এবং মূর্খতা প্রকাশ পায়। তিনি খুব গুরুগম্ভীর নন, বরং সহজ-সরল। যে কেউ সহজেই তার সঙ্গে মিশতে পারে। নিজের কাজ নিজেই করেন, পারতপক্ষে অন্যের উপর নির্ভর করেন না। অসহায়, ইয়াতীম, বিধবা, রোগী ও অভাবী মানুষের প্রতি সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে কৃপণতা করেন না। আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হিসাবে মিলেমিশে বসবাস করেন।

আদর্শ শিক্ষকের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জানো' *(আম্বিয়া ২১/৭)*। তোমাদের জানা না থাকলে জ্ঞানীদের নিকটে তোমরা জিজ্ঞেস করবে। সুতরাং একজন আদর্শ শিক্ষককে সর্ববিদ্যাবিশারদ কিংবা তার বিষয়ে তাকে খুব জানাশোনা হ'তে হবে এমন নয়। তবে তাকে জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখতে হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে শিক্ষক জ্ঞানের বিষয় যত চর্চা করেন, পড়ার পরিধি যত বাড়িয়ে দেন তার জ্ঞান তত

৪. *তিরমিযী হা/২০০২; ছহীহাহ হা/৮৭৬; মিশকাত হা/৫০৮১।*
৫. *আবূদাঊদ হা/৪৬৮২; তিরমিযী হা/১১৬২; মিশকাত হা/৩২৬৪, সনদ ছহীহ।*
৬. *আবূদাঊদ হা/৪৮০১; মিশকাত হা/৫০৮০।*
৭. *মুসলিম হা/২৫৫৩; মিশকাত হা/৫০৭৩।*

তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে একজন দুর্বল শিক্ষকও এভাবে তার দুর্বলতা কাটিয়ে ভাল শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন। আবার যে শিক্ষক অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন চর্চার অভাবে তার বিদ্যা লোপ পেতে থাকে। শিক্ষক যে যে শ্রেণীতে যে যে বিষয় পাঠদান করেন সেই সেই বিষয়ে তার এতখানি পড়া জানা থাকতে হয় যে, তার পাঠদানে শ্রেণীর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত হয়। আর যারা মধ্য ও স্বল্প মেধার তারাও পাঠ ভালোভাবে বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারে। তাদের সকলের মধ্যে জানার কৌতূহল তৈরি হয়। জ্ঞাতব্য বিষয় তারা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে এবং যা প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক তা তারা তার মাধ্যমে হাতে কলমে বা কার্যকরভাবে শিখতে পারে। কোন জিজ্ঞাসার তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে না পারলে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন না, কিংবা নিজের অক্ষমতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা চালান না। বরং যারা আরও বেশী জানেন তাদের থেকে জেনে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। নিজের বিষয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তিনি নতুন ও পুরাতন লেখকদের বই অধ্যয়ন করেন।

আধুনিক কালে ইন্টারনেট ও ইউটিউবে প্রচুর বই-পুস্তক ও লেকচার পাওয়া যায়। একজন উত্তম শিক্ষক এগুলো ব্যবহারের কলাকৌশল জেনে তার মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করেন। অনেক ভাল শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতিও অনুসরণ করেন। শিক্ষক শিক্ষালয়ের পাঠাগার তো ব্যবহার করেনই, উপরন্তু তার নিজেরও একটা সমৃদ্ধ লাইব্রেরী থাকে। শিক্ষাদান পদ্ধতির মানোন্নয়নে তার পক্ষে যেসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্ভব তা তিনি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেন। আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষায় পাঠ্য বইয়ের শিক্ষকদের স্ব স্ব ভাষার ব্যাকরণ জানা থাকা আবশ্যক। পাঠদান ও পাঠগ্রহণও উক্ত ভাষাতে হওয়া দরকার, যাতে শিক্ষার্থীরা শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মাধ্যমে উক্ত ভাষাগুলো সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষার কারিকুলাম, সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি, নম্বর বণ্টন ইত্যাদি সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান থাকে। শিক্ষার্থীদের তিনি তা অবহিত করেন এবং তার আলোকে পাঠদান করেন। তার পাঠদান ফলপ্রসূ হচ্ছে কি-না তা তিনি চূড়ান্ত মূল্যায়নের আগে অনেকবার গাঠনিকভাবে মূল্যায়ন করেন। তার পাঠদানকালে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় থাকে না, বরং তিনি তাদের সক্রিয় করে তোলেন। অন্যান্য সহকর্মীদের সাথেও তিনি পাঠ্য বিষয় আলোচনা করেন। তিনি সময়ের খুব দাম দেন। সময়ের কাজ সময়ে করা তার অভ্যাস। তিনি অলস সময় নষ্ট করেন না। প্রকাশ ক্ষমতাও শিক্ষকের অন্যতম গুণ। অনেক শিক্ষক ভাল জানেন বটে, কিন্তু উপস্থাপনার দোষে শিক্ষার্থীরা তার পাঠদানে অতৃপ্তি বোধ করে। আসলে শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদানে নয়, বরং শিক্ষার্থীদের পাঠ আয়ত্ত করতে সক্ষম করার মধ্যে।

আদর্শ শিক্ষকের ভাষা :

আদর্শ শিক্ষক প্রমিত বা আদর্শ উচ্চারণে কথা বলেন। ঘরোয়া পরিবেশে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও জনসমক্ষে তিনি শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন। বিশেষত পাঠদান কালে তিনি শুদ্ধ ভাষার বাইরে যান না। মার্জিত ও শুদ্ধ উচ্চারণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বললে যথাসম্ভব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন।

শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মানস গঠনে শিক্ষক :

শিক্ষার্থীরা মাতা-পিতা ও পরিবারের আদর্শ যতখানি না অনুসরণ করে তার থেকেও বেশী অনুসরণ করে শিক্ষককে। অবচেতন মনেই তাদের মাঝে এ মানসিকতা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক কোন কিছু না বললেও শিক্ষার্থীদের মাঝে তার চারিত্রিক ও ব্যবহারিক প্রভাব সঞ্চারিত হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক গুণাবলী ও আচার-আচরণ লক্ষ্য রাখলে এবং প্রয়োজনীয় হেদায়াত দিলে শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও মনমানসিকতা আরও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। তিনি তাদের দ্বীনী আক্বীদা সংশোধন, ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহ ও মানুষের সাথে মেলামেশায় পারদর্শী করে তোলেন। যারাই আত্মজীবনী লিখেছেন তারাই কমবেশী এমন প্রভাবক শিক্ষকের কথা তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েক তার শিক্ষক উস্তাদ আহমাদ দিদাতের নাম তার অনেক লেকচারে বলে থাকেন। একজন আহমাদ দিদাত না থাকলে হয়তো একজন ডাঃ জাকির নায়েকের দেখা মিলত না। তাই ইসলামী তরীকায় রাসূলের আদর্শে জীবনধারা গড়তে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা এখানে বিশেষভাবে কাম্য।

আজকের সমাজে অতিরিক্ত যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগে ব্যভিচার, ধর্ষণ বেড়ে চলছে। লোভ-লালসা ও দীর্ঘ আশায় লাগাম দেওয়ার মত নীতি-নৈতিকতার চর্চা না থাকায় সূদ, ঘুষ, জুয়া, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ, কালোবাজারি, মজুদদারী, বিদেশে অর্থপাচার বেড়ে যাচ্ছে। একশ্রেণীর মানুষ চাইছে যে কোন কৌশলে রাতারাতি ধনী হ'তে। অসহিষ্ণুতা, ক্ষমাহীনতা, যে কোন উপায়ে শত্রুকে পদানত করা, পরাজিত শত্রুর দুর্দশায় খুশীতে আত্মহারা হওয়া, বিরোধী পক্ষকে হয়রানি করা, নিজেদের মধ্যে দলাদলি করা, শাসক দলের পদলেহন করা, তাদের স্তাবকতা করে নিজের আখের গোছানো, তাদের বেআইনি ও দ্বীন বিরোধী কাজের জন্য তাদের কোনভাবে কিছু না বলা ইত্যাদি নেতিবাচক দিকগুলোর চর্চা সমাজে ঐক্যের বদলে অনৈক্য ডেকে আনছে। একজন আদর্শ শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের এসব নেতিবাচক আচরণ পরিহার করে সমাজ ও জনগণের কল্যাণে ইতিবাচক চিন্তা গ্রহণে ভূমিকা রাখেন।

শ্রেণীকক্ষে আদর্শ পাঠদান :

যারা শিক্ষাগ্রহণ করে তারা শিক্ষার্থী বা ছাত্র। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা চলমান। যে কোন নতুন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতে খাপ খাওয়ানোর কাজে শিক্ষা সাহায্য করে। আর মানুষকে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে হয়। কাজেই শিক্ষা তার

প্রতিদিনই দরকার। একজন শ্রেণীশিক্ষক তার ছাত্রকে সেই নতুন পরিস্থিতি মুকাবেলার যোগ্য করে গড়ে তোলেন। শিক্ষক পড়ানোর জন্য একটা ডায়েরী রাখেন। তাতে তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণীভিত্তিক যে পড়া দেন তা লেখা থাকে। পরবর্তী ক্লাসের পাঠদানে তিনি ডায়েরীর সহায়তা নেন। বইয়ের কতদূর তিনি পড়িয়েছেন তা তার জানা থাকে। ফলে তিনি সময় মতো পাঠদান ও পাঠ্য বই শেষ করতে পারেন। ডায়েরীতে তিনি পাঠপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের কথা লিখে রাখেন। পাঠদানে তিনি কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে তৎপর থাকেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতি হচ্ছে কি-না তা যাচাই করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

তাদের বাড়ির কাজ দেওয়া ও পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি আগামী দিন যা পড়াবেন আগের দিন নিজে তার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেন, নোট নেন, প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগাড় করেন এবং শিক্ষার্থীদেরও আগের দিন তা বাড়ি থেকে ভালোভাবে পড়ে আসতে বলেন। এর ফলে শিক্ষার্থী কোন জায়গায় পড়া বুঝতে পারছে না তা চিহ্নিত করতে পারে এবং শিক্ষকের পড়ানোর সময় মনোযোগ দিয়ে তা বুঝে নিতে পারে। তিনি একার মত একা বক্তৃতা দিচ্ছেন আর শিক্ষার্থীরা যার যার মত কথা বলছে কিংবা ভিন্ন কিছু ভাবছে এমনটা তার ক্লাসে হয় না। বরং তার পাঠদানে এমন কারিশ্মেটিক ভাব থাকে যা শিক্ষার্থীদের তার সঙ্গে পাঠে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। পাঠদান শেষে তিনি শিক্ষার্থীদের গ্রুপ স্টাডি, তাকরার বা পুনরালোচনা করতে বলেন এবং তা মনিটরিং করেন। এর ফলে সবল-দুর্বল সকল শিক্ষার্থীই তার পাঠে উপকৃত হয়। তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণীপরীক্ষা ও বাড়ির কাজের মূল্যায়নে নম্বর প্রদান করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের মান বুঝতে পারে এবং উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টা করে।

শ্রেণীপাঠদান কালে ভাল, খুব ভাল, চেষ্টা চালিয়ে যাও, ভাল ফল করবে ইত্যাদি বলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। মোটকথা, তিনি ইখলাছ বা সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পঠন-পাঠনের কাজ করেন এবং নিজের কর্তব্যে ফাঁকি দেন না। শিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়াও বটে। অনেকে তাই বলেন যে, শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় শিক্ষা অর্জন করে। শিক্ষক এক্ষেত্রে একজন সহযোগিতাকারী মাত্র।

একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীকে দ্বীনের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তার মন ও আত্মাকে সক্রিয় করতে পারেন, তার মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা জাগিয়ে তুলতে পারেন, জানার প্রতি তাকে আগ্রহী ও কৌতূহলী করতে পারেন, জ্ঞান আহরণে কোথায় কী করতে হবে, কার কাছে যেতে হবে, কী কী ধরনের বই পড়তে হবে, কোন কোন উৎস থেকে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যাবে তার সন্ধান দিতে পারেন, কোন জ্ঞান উপকারী এবং কোন জ্ঞান অপকারী তা বলতে পারেন, তার মেধা, মনন ও পারঙ্গমতা যাচাই করে তার জন্য উপযোগী বিদ্যা নির্দেশ করতে পারেন, অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের বাস্তব ও ব্যবহারিক কলাকৌশল দেখাতে পারেন। তার ভিতরে যে কর্মশক্তি ও কর্মস্পৃহা লুকিয়ে আছে পরিচর্যা করে তা ফুটিয়ে তুলতে পারেন। একজন দক্ষ পেশাজীবী হওয়ার পথও তিনি দেখাতে পারেন। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের এসব নির্দেশনা মেনে নিজের অভিরুচিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে। সে নিজেকে ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে এবং নিজের কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, একজন আদর্শ শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের যতখানি অর্থ উপার্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলেন তার থেকেও বেশী তাকে দ্বীন-ধর্ম পালন, মানব কল্যাণ, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

আমাদের পাঠে সমস্যা :

শ্রেণীকক্ষে কিংবা বাইরে পঠন-পাঠনে আমাদের কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। ভাষা শিক্ষা, কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বাহর বিধান হাতে কলমে তথা ব্যবহারিকভাবে করে দেখানো, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কম্পিউটারের ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা ও উদাসীনতা চোখে পড়ার মত। আরবী ইংরেজী ভাষার পারদর্শিতা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে।

শিক্ষাকর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা শিক্ষাকে জেনারেল শিক্ষার সমান করার মানসে আরবী ভাষাকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছে। যদিও প্রতি ক্লাসে আরবী বই আছে কিন্তু আরবী বলা, পড়া, লেখা ও বুঝার মত শিক্ষার্থী খুব কমই তৈরি হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বাহ-এর বই-পুস্তক সরাসরি আরবী থেকে পড়া ও পড়ানোর যোগ্যতা তৈরি হচ্ছে না। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বাহ-এর যে ব্যবহারিক শিক্ষা আছে এবং শিক্ষার্থীদের তা শেখানো প্রয়োজন আমরা মনে হয় তা ভুলেই গেছি।

আমরা আরবী পাঠ বা লেখা পড়ে তার তর্জমা করেই খালাস। কেউ একটু বুঝিয়েও দেন। কিন্তু তাতে যে শিক্ষার্থীরা সঠিক আমলের দিশা পায় না তা আমাদের সামাজিক আমল লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى، 'আমাকে যেভাবে তোমরা ছালাত আদায় করতে দেখ, সেভাবে তোমরা ছালাত আদায় করো'।[৮] কিন্তু ক'টি মাদ্রাসায় শিক্ষকগণ ছাত্রদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত শিক্ষা দেন? তারা এর ওর দেখাদেখি ছালাত শেখে। ফলে মসজিদে দেখা যায় কি সাধারণ লোক, কি মাদ্রাসা শিক্ষিত, কি ইমাম, কি মুওয়াযযিন প্রায় সকলেই খুশূ'-খুযূর ধার ধারছেন না, ইতমিনান বা ধীর-স্থিরতার সাথে সময় নিয়ে রুকূ' করা, রুকূ' থেকে উঠে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, দু'টি সিজদা ধীর-স্থিরভাবে আদায় করা এবং দুই সিজদার মাঝে স্থিরভাবে

৮. *বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩।*

বসার গুরুত্ব আমরা দেখি না। তাড়াহুড়া করে কত দ্রুত ছালাত শেষ করা যায়, তাই আমাদের লক্ষ্য। ইমামের আগে তো নয়ই এমনকি সাথে সাথেও রুকূ‘-সিজদায় যাওয়া এবং মাথা উঠানো উচিত নয়। হাদীছে স্পষ্টভাবে বলা আছে, ইমাম তোমাদের আগে রুকূ‘ করবে এবং তোমাদের আগে মাথা তুলবে।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ. ‘ইমাম কেবল এজন্যই যে, তার অনুসরণ করতে হয়। সুতরাং সে যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তখন তাকবীর বলবে। তার তাকবীর না বলা পর্যন্ত তোমরা তাকবীর বলবে না। আর সে যখন রুকূ‘ করবে তোমরাও তখন রুকূ‘ করবে। তার রুকূ‘ না করা পর্যন্ত তোমরা রুকূ‘ করবে না। ইমাম ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বললে তোমরা বলবে, ‘আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ’। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, ‘ওয়া লাকাল হামদ’। আর ইমাম যখন সিজদা করবে তোমরাও তখন সিজদা করবে। তার সিজদা না করা পর্যন্ত তোমরা সিজদা করবে না’।[১০]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ، ‘হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা আমার আগে চলে যেও না, না রুকূ‘তে, না সিজদায়, না ওঠায়, না বসায়, না সালাম ফিরানোতে’।[১১]

বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন, كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. ‘আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাতে দাঁড়াতাম। তিনি যখন দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সিজদার জন্য ঝুঁকতেন তখন তাঁর কপাল যমীনে না রাখা পর্যন্ত আমাদের একজনও তার পিঠ নোয়াত না’।[১২] দুই সিজদার মাঝের দো‘আ অধিকাংশ ইমাম-মুক্তাদী পড়েন না। পড়লে যারা পড়েন তাদের পড়তে সমস্যা হ’ত না। সালামও তারা ইমামের সাথেই ফিরান, অথচ ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাদের সালাম ফিরানোর কথা। সূরা, দো‘আ-দরূদ বলতে গেলে অধিকাংশ মুছল্লীর শুদ্ধ হয় না। মাদ্রাসায় যদি ছালাতের নিয়মিত তা‘লীম-তারবিয়াতের ব্যবস্থা থাকত আর ইমামগণ মুছল্লীদের তা শিখাতেন তাহ’লে ছালাতের এহেন দুর্দশা হ’ত না।

জানাযার ছালাতে মাইকিং করে লোক যোগাড় করা হয়। অথচ উক্ত ছালাতের নিয়ম ও দো‘আ কালাম জানা লোক শতকরা পাঁচজন হবে কি-না সন্দেহ। মুরদাকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি জানা, কাফনের কাপড় কাটতে পারা, আপনজনের জানাযায় ইমামতি করতে পারার মত লোক পাওয়া এখন খুব দুষ্কর। অথচ পড়ানোর সময় শিক্ষক এগুলো ডামি (dummy) আকারে করে দেখাতে পারেন। এলাকায় কেউ মারা গেলে ছাত্রদের সেখানে নিয়ে গিয়ে সরেজমিনে দেখাতে পারেন।

আমাদের কবর খননও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হয় না। যারা কবর খনন করে তারা সমাজ থেকে শিখেছে, আলেমদের থেকে নয়, ফলে ভুল হয়। লাহাদ বা বুগলী কবর হ’লে অন্তত ৫/৬ ফুট খোঁড়ার পর পশ্চিম পাশে সাধারণত দেড় হাত উঁচু ও এক হাত চওড়া একটি গর্ত করতে হয়। এই গর্তের মধ্যে লাশ পুরোটাই ডান কাতে শুইয়ে দিতে হয়। আর শাক্ব বা সিন্দুক কবর হ’লে অন্তত ৪/৫ ফুট খোঁড়ার পর সিন্দুকের মাঝ বরাবর দেড়-দুই হাত গর্ত করতে হয় এবং পূব দিক একটু চড়াই বা উঁচু রাখতে হয়। এক্ষেত্রেও উক্ত গর্তের মধ্যে লাশ পুরোটাই ডান কাতে শুইয়ে দিতে হয়। তারপর লাশের উপর কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।[১৩] অতঃপর ৪-৬ ফুট যে পরিমাণ গর্ত খোঁড়া হোক না কেন, তা পুরোই মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। কবর সমতল থেকে আধ হাতের বেশী উঁচু হয় না। এটি বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ে না এবং মুরদাখোর জানোয়ার লাশ তুলতে পারে না।

কিন্তু আমাদের কবরগুলোর খনন কালে চারিদিকে সচরাচর আধ হাত একটা থাক রাখা হয়। তারপর ৫/৬ ফুট গর্ত করে তার মাঝে লাশ চিৎ করে শোয়ানো হয় এবং মাথা কিব্লামুখী করার চেষ্টা করা হয়। তারপর উক্ত থাকের উপর বাঁশ-চাটাই দিয়ে তার উপর পুরো গর্তের মাটি চাপানো হয়। হাদীছে কবর আধ হাতের বেশী উঁচু করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কবর এক হাতের মতো উঁচু হয়। ভেতরে পুরোটাই ফাঁকা থাকায় মুরদাখোর জানোয়ারে লাশ সহজেই তুলতে পারে এবং কবর অতি বর্ষণে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে সম্মানের সাথে লাশ হেফাযতের উদ্দেশ্যই এ ধরনের কবরে ব্যাহত হয়।

মৃত ব্যক্তির পরকালীন মুক্তির জন্য তার ঈমান ও আমলে ছালেহ হ’ল মূল। জীবিতরাও তার জন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো‘আ-ইস্তিগফার, দান-ছাদাক্বা ইত্যাদি কাজ করতে পারে। কিন্তু মৃতের জন্য মীলাদ, কুলখানি, মউতেখানা বা

৯. *মুসলিম হা/৪০৪; আবূদাঊদ হা/৯৭২; মিশকাত হা/৮২৬।*
১০. *আহমাদ, আবূদাঊদ হা/৬০৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৫।*
১১. *মুসলিম হা/৪২৬; নাসাঈ হা/১৩৬৩; মিশকাত হা/১১৩৭।*
১২. *বুখারী হা/৮১১; মিশকাত হা/১১৩৬।*
১৩. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/৩৭২, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৪৫।*

শ্রাদ্ধাদি করার কথা মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ের কোন একটির পৃষ্ঠাতেও পাওয়া যাবে না। তারপরও সমাজে কেউ মারা গেলে তার জন্য মীলাদ, কুলখানি, মউতেখানা বা শ্রাদ্ধাদি হবে না তা ভাবাই যায় না। মাদ্রাসা শিক্ষিতরাই সচরাচর এগুলো পরিচালনা করেন। ইল্লা মাশাআল্লাহ। তাহ'লে আমরা মৃতের জন্য করণীয় পড়লাম কি, আর সমাজে হচ্ছেটা কি?

বিবাহ ও তালাকও আমাদের মাদ্রাসার পাঠ্য। বিবাহ একটি শারঈ চুক্তি এবং তালাক তার অবসান। কিন্তু আমরা কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বাহতে বিবাহ সম্পাদন ও তালাক প্রদানের যে নিয়ম লিপিবদ্ধ পাই তদনুসারে কোনটাই করা হয় না। শারঈ নিয়মে বিবাহের ঈজাব ও কবুলের শব্দ হবে অতীতকাল বাচক। অথবা যে কোন একটি আদেশবাচক। যেমন কনের অভিভাবক বলবে, আমি তোমার নিকটে এত মহরের বিনিময়ে আমার কন্যা/ভাতিজীকে বিবাহ দিলাম। বর বলবে, আমি কবুল করলাম। ওলীর পক্ষ থেকে অন্য কেউ বিবাহ পড়ালে বলবে, আমি অমুক নামের মেয়েকে এত মহরের বিনিময়ে তোমার/আপনার সাথে বিবাহ দিলাম। ছেলে বলবে 'আমি বিবাহের এ প্রস্তাব কবুল করলাম'। ঈজাব-কবুলের আগে বিবাহের জন্য খুৎবা পড়া মুস্তাহাব। খুৎবা না পড়লেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। ঈজাব-কবুলের কথা মেয়ের ওলী মেয়ের অনুমতিক্রমে অথবা উভয় পক্ষের উকিল মক্কেলের অনুমতিক্রমে বলতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে মেয়ের ওখানে একবার ঈজাব-কবুল করা হয়, আবার ছেলের মজলিসে গিয়ে আরেকবার ঈজাব-কবুল করা হয়। মেয়ের পিতা কিংবা অন্য ওলী উপস্থিত থাকার পরও তারা উকিল নিয়োগ করবেই। এসব উকিলের অধিকাংশেরই কিন্তু বিবাহ পড়ানোর যোগ্যতা ও ভাষাজ্ঞান নেই। বিবাহ পড়ানো মাওলানা ছাহেব আগে আগে বলেন, আর তিনি তা পিছে পিছে আওড়ান। তাদের সে ঈজাব-কবুলে অতীতকাল কিংবা আদেশবাচক শব্দের হদীছ পাওয়া দুষ্কর।

তারা সাধারণত প্রথমে মেয়ের কাছে গিয়ে বলে, 'অমুক গ্রাম নিবাসী অমুকের ছেলে অমুক তোমাকে এত টাকা দেনমহর এওয়াজে বিবাহ করতে এসেছে, নগদ এত, বাকী এত, এ শর্তে তুমি বল কবুল'। মেয়ে বলে, কবুল। এই একই কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করে এবং সাক্ষীরা তা স্বকর্ণে শোনে। তারপর ছেলের কাছে গিয়ে বলে, 'অমুক গ্রাম নিবাসী অমুকের মেয়ে অমুককে আমি উকিল হয়ে তোমার সাথে এত টাকা দেনমহর ধার্য করে নগদ এত, বাকী এত, বিবাহ দিচ্ছি তুমি বল কবুল'। ছেলে বলে, কবুল। মেয়ের মতই এই একই কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করে এবং সাক্ষীরা তা স্বকর্ণে শোনে। এরপর ইমাম ছাহেব বিবাহের খুৎবা পড়েন এবং দো'আ-মুনাজাত করে বিবাহ পর্ব শেষ করেন। কিন্তু মাদ্রাসায় বিবাহ অধ্যায় পড়ানোর সময় সঠিক নিয়ম বারবার বললে এবং সমাজে তা চর্চার আদেশ দিলে বিবাহ পড়ানোর ভুল রসম সমাজে থাকত কি?

সমাজে তালাক প্রদানের প্রচলিত রীতি যে কত জঘন্য তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। আমরা মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তালাক পড়াচ্ছি-পড়ছি। আমরা খুব ভাল করে জানি, এক তুহুর বা পবিত্রতার মাঝে এক সাথে তিন তালাক দেওয়া হারাম। তালাক দিতে চাইলে বুঝে-শুনে পবিত্রকালে মেলামেশা না করে এক তালাক দিতে হয়। তারপর স্ত্রী স্বামীর আশ্রয়ে তিন মাসিক পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। এসময়ে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে। ফিরিয়ে নিলে তালাকের নাম হবে 'রাজঈ তালাক'। ইদ্দত কালে ফিরিয়ে না নিলে তখন এক 'তালাক বায়েন' বা বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী এক তালাক হবে।

এখন স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে এবং প্রয়োজন হ'লে পুনরায় একই নিয়মে এক তালাক দিতে পারবে এবং ইদ্দতকালে ফিরিয়ে নিতে পারবে। ফিরিয়ে নিলে দ্বিতীয় রাজঈ তালাক হবে, না ফিরিয়ে নিলে দ্বিতীয় বায়েন তালাক হবে। এবারও স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীকে পুনর্বিবাহ করতে পারবে। তৃতীয়বার বিবাহের পর আবার তালাক দিলে তৃতীয় তালাক হয়ে যাবে, যা মুগাল্লাযা বা চূড়ান্ত তালাক নামে আখ্যায়িত। এবার আর স্বামী তাকে ফেরত নিতে পারবে না। ইদ্দত শেষে তার অন্যত্র বিবাহ হ'তে হবে। তারপর যদি সে স্বামী মারা যায় কিংবা স্বাভাবিক নিয়মে তালাক দেয়, তাহ'লেই আবার প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারবে।

এক সাথে তিন তালাক দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি তাহলীল বা হিল্লা বিয়েও হারাম। সহজ পথ থাকতে কেন আমরা হারাম পথে যাব? অথচ দেখুন, এদেশে যত তালাক দেওয়া হয়, তার প্রায় নিরানব্বই ভাগ এক সাথে তিন তালাক এবং তালাকের পর স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হওয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে ওঠে। তখন হিল্লা বিয়ের মাধ্যমে তার সমাধান দেওয়া হয়, যা হারাম। এত মাদ্রাসা, এত তা'লীম-তারবিয়াত, এত জুম'আর বয়ান, এত রাতে ওয়ায! অথচ তালাককে তার সঠিক পদ্ধতির উপর আনতে আমরা ব্যর্থ। এ নিয়ে কারও দুঃখ-বেদনা কিংবা মাথাব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। মাদ্রাসায় পড়ানো কালে শিক্ষকগণ যদি শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়িত্বগুলো বুঝিয়ে দিতেন আর তারা ভেতরে-বাইরে এসব নিয়ে কাজ করত, তাহ'লে জনগণ সচেতন হ'ত এবং অবস্থা এত খারাপ হ'ত না। মোটকথা, মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক সামাজিক, প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিক রয়েছে। কিন্তু আমাদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় তা একরকম উপেক্ষিতই থেকে যায়।

শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষক :

মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। শিক্ষকও মানুষ। কাজেই তাকে সমাজের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়। একজন ভাল শিক্ষক প্রথমেই তার পরিবারের কথা ভাবেন। পরিবারের সদস্যদের দ্বীন শেখানো, দ্বীনের উপর চালানো, আদব-কায়দা ও ভদ্রতা শেখানো, সামাজিক নিয়ম-নীতি

সম্পর্কে বুঝানোর বিষয়ে তিনি সদাই সজাগ থাকেন। সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার অধ্যয়ন থাকে। তিনি সমাজে ভাল কাজের প্রসার এবং মন্দ কাজের নিষেধে সচেষ্ট থাকেন। সমাজের নানা প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, মৃত্যু-জানাযা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদির সাথে জড়িত থাকেন। নানা সামাজিক কাজে তিনি নিজ থেকে এগিয়ে যান কিংবা ডাকলেই তাকে পাওয়া যায়। সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজন পড়লে সেখানে তার ভূমিকা থাকে। জামা'আতবদ্ধ যিন্দেগী যাপন ও সমাজের মানুষগুলোর দ্বীনী চেতনা তৈরিতে তিনি শ্রম ব্যয় করেন। তিনি সমাজের অসহায়, ইয়াতীম, বিধবা, অসুস্থ ও দুস্থ মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবা-যত্ন করেন।

শেষকথা :

আদর্শ শিক্ষক বিষয়টি মূলতঃ আপেক্ষিক। আমরা আদর্শ শিক্ষকের যে গুণাবলী এবং দায়িত্ব-কর্তব্য বলেছি তাও চূড়ান্ত কিছু নয়। অনেক শিক্ষকের মধ্যে এর থেকেও অনেক বেশী গুণ থাকতে পারে। আবার অনেকের মধ্যে এসব গুণ কম মাত্রায়ও থাকতে পারে। মোটকথা সাধ্যমত দ্বীনদারী ও সততার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষককে একজন আদর্শ শিক্ষক বলা যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। ওয়া ছল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম

রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।

দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে দক্ষতা ও সুনামের সাথে আপনাদের পাশে

এম এন টেইলার্স

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট (২য় তলা), রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭৫৭৭৫

তাবলীগী ইজতেমা'২০ সফল হোক

'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

শ্রাবণ ইলেক্ট্রনিক্স

আস্থার প্রতীক

মুহাম্মাদ চারু

স্বত্বাধিকারী

মোবা: ০১৭১২-৪৯৮২১৪

সার্ভিস সেন্টার

কম্পিউটার, মনিটর, টিভি, প্রিন্টার, টোনার রিফিল, স্পিকার, ফ্যাক্স ইত্যাদি।

৮১, নিউ মার্কেট, রাজশাহী

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

কেজি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল প্রকার ইসলামী বই সমূহ ও কুরআন মাজীদ পাওয়া যায়।

মোবাইল : ০১৬৭০-৬১৯৯০৬, ০১১৯৭-১১৭৯২৮, ০১৭৪৫-০০৩৩৩১।

সমবায় মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

শাকিল বই বিতান

কাশিয়া ডাঙ্গা রোড, রাজশাহী

রাজা রেফ্রিজারেশন

প্রোঃ মুহাম্মাদ রাজা

এখানে সর্বপ্রকার ফ্রীজ, এসি, ফ্যান ও বৈদ্যুতিক মটর অতি যত্ন সহকারে মেরামত করা হয়

যোগাযোগ

শিরোইল মোল্লা মিল, সাগরপাড়া রোড, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৯-৮৬৬৮৬৮

মোঃ শফিকুল ইসলাম

প্রোপ্রাইটর

বিউটি বুক বাইন্ডার্স

এখানে অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ক্যালেন্ডার ফিটিং, স্পাইরাল ক্যালেন্ডার স্পাইরাল প্যাড, বই-খাতা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি ভাজ ও গাম বাঁধাই করা হয়।

তুলাপট্টি, গণকপাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৯৯৩৪১৭, ০১৯২৬-৪৩৯১১২, ০১৮৪৩-৮২৯২৩৩

ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত

*-কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। তাই সামাজিক জীবনে পরস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সমাজকল্যাণমূলক ধর্ম। মানব কল্যাণ ও সমাজকল্যাণ ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলাম ও সমাজকল্যাণ একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজকল্যাণ বলতে মানুষের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বুঝায়। আর ইসলাম মানুষকে অন্যের কল্যাণে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، ‘(অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন, (অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন, (অন্যের) কল্যাণকামিতাই দ্বীন’।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ‘আমি এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়‘আত গ্রহণ করেছি যে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করব, যাকাত প্রদান করব এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করব’।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ، ‘আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে’।[৩] এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে ইসলামে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইয়াতীম প্রতিপালন :

সমাজের সবচেয়ে অসহায় অবহেলিত, নিঃস্ব, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নিরাপত্তাহীনভাবে দীনাতিপাত করে একজন ইয়াতীম শিশু। তাই সমাজকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বরে রয়েছে ইয়াতীম শিশু। মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে ইয়াতীম শিশু প্রতিপালন, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, নিরাপত্তা দান, তাদের সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা ও সদাচরণের বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করে এটিকে অত্যন্ত নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، ‘(ইবাদত কালে) পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের উপর এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ، ‘তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، ‘লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হ’তে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর’ *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি অংশ ইয়াতীমদের জন্য নির্ধারিত করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، ‘আর তোমরা জেনে নাও যে, যুদ্ধে তোমরা যে সকল বস্তু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তার এক পঞ্চমাংশ হ’ল আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য’ *(আনফাল ৮/৪১)*।

ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا، ‘ইয়াতীমদেরকে তাদের মালামাল বুঝিয়ে দাও এবং মন্দকে ভালো দ্বারা বদল করো না। আর তোমাদের মালের সাথে তাদের মাল ভক্ষণ করো না।

---

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১. *নাসাঈ হা/৪২১০; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৫, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৭৬।*
২. *বুখারী হা/৫৭, ৫২৪, ১৪০১; মুসলিম হা/৫৬; তিরমিযী হা/১৯২৫।*
৩. *মুসলিম হা/২৬৯৯; তিরমিযী হা/২৯৪৫; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৬; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৫৭৭।*

নিশ্চয়ই এটি গুরুতর পাপ' *(নিসা ৪/২)*। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ আরো কঠোর হুঁশিয়ার করে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে কেবল আগুনই ভর্তি করে। সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*।

জান্নাতী লোকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوْرًا، 'তারা আল্লাহ্র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে। (তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*।

ইয়াতীম প্রতিপালনকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. 'আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এ বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিছুটা ফাঁকা করলেন'।[৪] প্রায় অনুরূপ হাদীছ এসেছে ছহীহ মুসলিম[৫] ও সুনানে আবূদাঊদে।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, مَنْ ضَمَّ يَتِيماً بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِىَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ، 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা মারা যাওয়া কোন মুসলিম ইয়াতীমকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত নিজ পানাহারে শামিল করে, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[৭]

বিধবাকে সহায়তা দান :

সমাজের আরেক অসহায় শ্রেণীর নাম হচ্ছে বিধবা। বিশেষ করে দরিদ্র, নিঃস্ব, অবহেলিত বিধবা নারী। এমন বিধবাকে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবাদত তুল্য নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ، يَشُكُّ الْقَعْنَبِىُّ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ، 'যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনের সমস্যা সমাধানের জন্য ছুটোছুটি করে সে যেন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথাও বলেছেন, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত ছালাত আদায় করে এবং সারা বছরই ছিয়াম পালন করে'।[৮]

নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান :

নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকীদ দিয়েছেন। জান্নাতের প্রবেশের ঘাঁটির সন্ধান দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ، 'অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা, ইয়াতীম নিকটাত্মীয়কে অথবা ভূলুণ্ঠিত অভাবগ্রস্তকে' *(বালাদ ১৪-১৬)*।

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিঃস্ব-দরিদ্র, ইয়াতীম ও কারাবন্দীদেরকে খাদ্য দান করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوْرًا، 'তারা আল্লাহ্র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে। (তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*। কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হ'ল- অভাবীদেরকে খাদ্য দান না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ، فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে? সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়, এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না' *(মাঊন ১০৭/১-৩)*। অভাবীদেরকে খাদ্য দান না করা জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্যও বটে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، 'কোন বস্তু তোমাদেরকে 'সাকারে' প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪২-৪৪)*।

যারা অভাবীদেরকে খাদ্য দান করে না হাশরের দিনে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিবেন তাদের গলায় রশি লাগিয়ে টেনে হিছড়ে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে। আল্লাহ বলেন, خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ

---

৪. *বুখারী হা/৫৩০৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৬০; গায়াতুল মারাম হা/২৬৫; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/১০১; মিশকাত হা/৪৯৫২।*
৫. *মুসলিম হা/২৯৮৩।*
৬. *আবূদাঊদ হা/১১০।*
৭. *আহমাদ হা/১৯০৫; ছহীহাহ ৬/৮৯৪ পৃঃ; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৪৩, ১৮৯৫।*
৮. *বুখারী হা/৫৩৫৩, ৬০০৬, ৬০০৭; মুসলিম হা/২৯৮২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪২৪৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১৯৬৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; ছহীহ নাসাঈ হা/২৫৭৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৪৬।*

ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، (তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) শক্তভাবে ধরো ওকে। অতঃপর (হাত সহ) গলায় বেড়ীবদ্ধ করো ওকে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করাও ওকে। অতঃপর সত্তর হাত লম্বা শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধো ওকে। সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না। সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করত না' *(হা-ক্বাহ ৬৯/৩০-৩৪)*।

অভাবগ্রস্ত, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান না করলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই শাস্তি স্বরূপ তাদের সম্পদ কমিয়ে দেন অথবা ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ، وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ، أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّوْنَ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ، قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ، قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُوْنَ، قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ-

'আমরা তাদের পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগান মালিকদের। যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে অবশ্যই বাগানের ফল পেড়ে নিবে। কিন্তু তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে ঐ বাগিচার উপর এক আসমানী গযব আপতিত হ'ল, যখন তারা নিদ্রামগ্ন ছিল। ফলে তা পুড়ে কালো ভস্মের ন্যায় হয়ে গেল। অতঃপর তারা প্রত্যুষে উঠে পরস্পরকে ডেকে বলল, যদি তোমরা ফল পাড়তে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চল। অতঃপর তারা চলল চুপিসারে কথা বলতে বলতে, যেন আজ বাগিচায় তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত প্রবেশ না করে। অতঃপর তারা দ্রুতপায়ে খুব ভোরে যাত্রা করল। কিন্তু যখন তারা বাগানের চেহারা দেখল, তখন বলল আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি। বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি। তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি, যদি না তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করতে (অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলতে)! তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমরা নিশ্চিতভাবে সীমালংঘনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা অবাধ্য ছিলাম' *(ক্বালাম ৬৮/১৭-৩১)*।

নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ানো ইসলামের উত্তম আমল। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ،

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, 'তুমি (অভাবীকে) খাদ্য খাওয়াবে'।[৯] প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেটপুরে খাওয়া কোন মুমিনের কাজ নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، 'সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে উদরপূর্তি করে খায় অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[১০]

উল্লিখিত আয়াত সমূহ ও হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিঃস্ব, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা ইসলামের অন্যতম সমাজ কল্যাণমূলক কাজ, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রোগীর সেবা করা ও দেখতে যাওয়া :

রোগীর সেবা করা বা রোগীকে দেখতে যাওয়া ইসলামের অন্যতম সমাজকল্যাণমূলক ও পুণ্যময় কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে এক মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের হক্ব বা অধিকার বলে অভিহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ. 'একজন মুমিনের ওপর অপর মুমিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যথা- ১. যখন কোন মুমিনের রোগ-ব্যাধি হয়, তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করা ২. কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযাহ ও দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া ৩. কেউ দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করা অথবা কারো ডাকে সাড়া দেয়া ৪. সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা ৫. হাঁচি দিলে জবাব দেয়া এবং ৬. উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মুমিনের কল্যাণ কামনা করা'।[১১]

রোগীকে দেখতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ 'ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ 'অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে

৯. *বুখারী হা/১২, ২৮, ৬২৩৬; মুসলিম হা/৪২; আহমাদ হা/৬৭৬৫।*
১০. *ছহীহুল জামে' হা/৫৩৮২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৬১; বায়হাক্বী হা/২০১৬০; মিশকাত হা/৪৯৯১।*
১১. *তিরমিযী হা/২৭৩৭; নাসাঈ হা/১৯৩৮; ছহীহাহ হা/৮৩২; ছহীহুল জামে' হা/৫১৮৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২১৫৭; মিশকাত হা/৪৬৩০।*
১২. *বুখারী হা/৫৩৭৩, ৫৬৪৯; আবূদাঊদ হা/৩১০৫; আহমাদ হা/১৯৫১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩২৪; মিশকাত হা/১৫২৩।*

যাবে, জানাযায় অনুসরণ করবে, তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[১৩]

অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা না করলে বা দেখতে না গেলে এর জন্য হাশরের দিন আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ، 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কি করে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বৈধ ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হ'লে তিনি বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ، 'তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে'।[১৫]

যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করে বা দেখতে যায় তার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا– 'কোন ব্যক্তি যখন রোগীকে সেবা করে বা দেখতে যায়, তখন সে জান্নাতের উদ্যানে ফল আহরণ করতে থাকে। বলা হ'ল, হে রাসূল (ছাঃ)! 'খুরফা' কি? তিনি বললেন, জান্নাতের ফল'।[১৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاضَ فِـــي الرَّحْمَةِ إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا 'যে ব্যক্তি কোন রোগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন সে তো রীতিমতো রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ، 'এমন কোন মুসলমান নেই যে সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, অথচ তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে যায়, সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়'।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ فِى الْجَنَّةِ مَنْزِلاً 'যখন কোন মুসলিম তার কোন ভাইয়ের রোগ দেখতে যায় অথবা সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার জীবন সুখের হ'ল, তোমার চলন উত্তম হ'ল এবং তুমি জান্নাতে একটি ইমারত বানিয়ে নিলে'।[১৯]

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা :

প্রতিবেশী হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে নিকটজন, যিনি তার খবরা-খবর সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশী জানেন। সুখ-দুঃখ, বিপদাপদে প্রতিবেশীই সবার আগে এগিয়ে আসে। তাই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা, তাদের বিপদাপদে এগিয়ে যাওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা সুখী-সমৃদ্ধশালী, সুশৃংখল, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের বিকল্প নেই। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৪/৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، 'জিবরীল (আঃ) সদা-সর্বদা

---

১৩. *আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; ছহীহাহ হা/১৯৮১।*
১৪. *মুসলিম হা/২৫৬৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৯৪৪; ছহীহ আল জামে' আছ-ছগীর হা/১৯১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৫২।*
১৫. *মুসলিম হা/২১৯৯; আহমাদ হা/১৪৩৮২; ছহীহুল জামে' হা/৬০১৬৯; ছহীহাহ হা/৪৮২; মিশকাত হা/৪৫২৯।*
১৬. *মুসলিম হা/২৫৬৮; তিরমিযী হা/৯৬৮; আহমাদ হা/২২৪২২; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৮৯।*
১৭. *আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২; বায়হাক্বী হা/৬৮২২; আহমাদ হা/১৪২৬০; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/১০৯৩৯; আত-তারগীব ৪/২৪৯ পৃঃ।*
১৮. *তিরমিযী হা/৯৬৯; আবূদাঊদ হা/৩০৯৮; ইবনু মাজাহ হা/১৪৪২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯০০।*
১৯. *তিরমিযী হা/২০০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৭৮; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/২৬২; আহমাদ হা/৮৫৩৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৬১; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৮৭।*

আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার উপদেশ দিতেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন'।[২০] প্রতিবেশীর সাথে অসদাচরণ করলে সে কখনো পূর্ণাঙ্গ মুমিন হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيْلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'আল্লাহ্‌র ক্বসম সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহ্‌র ক্বসম সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহ্‌র ক্বসম সে ঈমানদার হবে না। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়'।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়'।[২২] অন্য বর্ণনায় এসেছে,مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'।[২৩]

প্রতিবেশী অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে খাদ্য না দিয়ে যে ব্যক্তি পেটপুরে খায় সেও প্রকৃত মুমিন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، 'ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে খায়, অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[২৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ، 'তোমরা যখন তরকারী রান্না করবে, তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করবে।[২৫]

কর্যে হাসানাহ :

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্যে হাসানাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। চির অভিশপ্ত সূদী কারবারকে প্রতিহত করতে হ'লে কর্যে হাসানার বিকল্প নেই। সামাজিক দৈন্য, পারিবারিক কলহ সহ নানা অসংগতি দূরীকরণে কর্যে হাসানাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়করণ, দারিদ্রবিমোচন, ধনী-দরিদ্রের বিভেদ সহজেই দূর করা সম্ভব।

কর্যে হাসানাহ প্রদান সাধারণ দান-ছাদাক্বার ন্যায় নেকআমল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً، 'যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে দু'বার ঋণ দান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার ছাদাক্বা করার ন্যায় হবে'।[২৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِى مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ 'নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থ দান ছাদাক্বার অর্ধেক'।[২৭] তিনি আরো বলেন, كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক কর্যে ছাদাক্বার ছাওয়াব রয়েছে'।[২৮]

ক্ষেত্র বিশেষে দান-ছাদাক্বার চেয়েও কর্যে হাসানার ছওয়াব বেশী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ 'জনৈক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার দরজায় লিখিত দেখতে পেল যে, ছাদাক্বায় দশগুণ (ছওয়াব) এবং ঋণদানে আঠারগুণ (ছওয়াব রয়েছে)'।[২৯]

অসচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধে সহজ ব্যবস্থা করে দিলে বা ক্ষমা করে দিলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ، 'যে ব্যক্তি এটা চায় যে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিক সে যেন ঋণগ্রস্ত অক্ষম লোককে সহজ ব্যবস্থা করে দেয় কিংবা ঋণ মওকূফ করে দেয়'।[৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، 'যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অভাবী লোককে সুযোগ দিবে অথবা (সম্পূর্ণ বা কিছুটা ঋণ) মওকূফ করে দিবে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না'।[৩১] তিনি আরো বলেন,مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি

২০. *বুখারী হা/৫৬৬৯; মুসলিম হা/২৬২৪; তিরমিযী হা/১৯৪৩; আবূদাঊদ হা/৫১৫২; ছহীহুল জামে' হা/১০৫৬৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪।*
২১. *বুখারী হা/৬০১৬; মুসলিম হা/৪৬; আহমাদ হা/৭৮৭৮; ছহীহুল জামে' হা/৭১০২; ছহীহুল হা/৩০০০।*
২২. *মুসলিম হা/৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৭৫; ছহীহাহ হা/২৭৫; আহমাদ হা/৮৮৫৫।*
২৩. *বুখারী হা/৫৬৭২; আবূদাঊদ হা/৫১৫৬।*
২৪. *ছহীহুল জামে' হা/৫৩৮২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৬১; বায়হাক্বী হা/২০১৬০; মিশকাত হা/৪৯৯১।*
২৫. *মুসলিম হা/২৬২৫; দারিমী হা/২১২৪; শু'আবুল ঈমান হা/৯০৯২; মিশকাত হা/১৯৩৭।*
২৬. *ইবনু মাজাহ হা/২৪৩০; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫০১৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৬৯; বায়হাক্বী ৫/৩৫৩।*
২৭. *আহমাদ হা/৩৯১১; ছহীহাহ হা/১৫৫৩; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪০।*
২৮. *তাবারানী ১/১৪৩ পৃঃ; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৯৯।*
২৯. *ত্বাবারাণী কাবীর; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭।*
৩০. *মুসলিম হা/১৫৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯০৩।*
৩১. *তিরমিযী হা/১৩০৬; মুসলিম হা/৩০০৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯০৯।*

সহজ করবেন'।[৩২]

ঋণগ্রস্ত অক্ষম ব্যক্তিকে পরিশোধের জন্য সময় দিলে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ছওয়াব পাওয়া যায়। বুরায়দা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ. قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. قُلْتُ سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ. ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. قَالَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. 'যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে সমপরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। এরপর তাকে বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে দ্বিগুণ পরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। আমি বললাম, আপনাকে বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে সমপরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। এরপর বলতে শুনলাম, যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয় তার জন্য প্রতিদিনের বিনিময়ে দ্বিগুণ পরিমাণ ছাদাক্বাহ রয়েছে। তখন তিনি বললেন, কেউ যদি কোন দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কিছু সময় দেয় তাহ'লে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ একবার ছাদাক্বা করার ছওয়াব পাবে যতক্ষণ না ঋণ আদায়ের সে নির্ধারিত দিন এসে যায়। উক্ত নির্ধারিত দিন এসে যাওয়ার পর যদি সে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো আরো কিছু সময় বাড়িয়ে দেয় তাহ'লে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ দু'বার ছাদাক্বা করার ছাওয়াব পাবে'।[৩৩]

ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللهُ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ، 'পূর্ব যুগের জনৈক লোক মানুষকে ঋণ দান করত। আর সে তার চাকরকে (কর্মচারীকে) বলত, অভাবী ঋণগ্রস্ত কোন লোকের কাছে (ঋণের অর্থ আদায় করতে) গেলে তাকে ক্ষমা করে দিও। আশা করা যায় আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এরপর মৃত্যুবরণ করে সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করল। তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন'।[৩৪]

ত্রাণ বিতরণ :

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষ দুর্যোগে নিপতিত হয়ে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে নিঃস্ব হ'তে পারে। যেমন- ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, বন্যা, নদী ভাঙ্গাসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যেকোন সংকটময় অবস্থায় অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার বিপদ সমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের বিপদসমূহের মধ্য হ'তে একটি (কঠিন) বিপদ দূর করে দিবেন।[৩৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন'।[৩৬] পৃথিবীর অধিবাসীদের বিপদাপদে, সংকটময় মুহূর্তে সাহায্যে এগিয়ে আসলে আসমানের অধিবাসী আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ، 'তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহ'লে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।[৩৭]

শরণার্থীদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য দান :

শরণার্থীর ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল Refugee তথা উদ্বাস্তু। Convention related to the status of Refugee এর অনুচ্ছেদ-১ এ বলা হয়েছে: 'শরণার্থী হ'ল এমন ব্যক্তি যারা ধর্ম, বর্ণ ভাষা, গোষ্ঠী বা জাতীয়তা বা সমাজের কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে, অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার সুনিশ্চিত ভয় থেকে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সুরক্ষা করার জন্য দেশত্যাগ করে বা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে অন্য কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐ ব্যক্তি যে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন সেটা তার সাধারণ বাসস্থান যেটা সাধারণ অবস্থার পরিপন্থী'।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শরণার্থীর বিষয়টি নতুন কোন বিষয় নয়। অতীতকাল থেকেই মানুষ নিজ জন্মভূমিতে বিভিন্ন কারণে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, বিতাড়িত হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ মক্কার কাফির-মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত হয়ে প্রথমে

৩২. *মুসলিম হা/২৬৯৯, ২৭০০; তিরমিযী হা/১৪২৫; ইবনু মাজাহ হা/২৪১৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৭৭।*
৩৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৩০৯৬; ছহীহাহ হা/৮৬; ইরওয়া হা/১৪৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯০৭।*
৩৪. *বুখারী হা/২০৭৮; মুসলিম হা/১৫৬২।*
৩৫. *বুখারী হা/২৪৪২, ৬৯৫১; মুসলিম হা/২৫৮০, ২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।*
৩৬. *মুসলিম হা/২৬৯৯; তিরমিযী হা/১৯৩০; আবূদাঊদ হা/১৪০০, ৪৯৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৫।*
৩৭. *তিরমিযী হা/১৯২৪; আবূদাঊদ হা/৪৯৪১; আহমাদ হা/৬৪৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৫২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৫৬ হাদীছ হাসান ছহীহ।*

আবিসিনিয়ায় এবং পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ মদীনায় হিজরত করেন।

আল্লাহপাক ঈমানের বরকতে আনছাগণের মধ্যে এমন মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, মুহাজিরগণকে ভাই হিসাবে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে উদ্গ্রীব ছিলেন। যদিও তাদের মধ্যে সচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু তারা ছিলেন ঈমানী প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। সবাই মুহাজিরগণকে স্ব স্ব পরিবারে পেতে চান। ফলে মুহাজিরগণকে আনছারদের সাথে ভাই ভাই হিসাবে ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা তাদের জমি, ব্যবসা ও বাড়ীতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করে নেন। এমনকি যাদের দু'জন স্ত্রী ছিল, তারা একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইকে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুহাজিরগণের প্রতি এরূপ অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁরা ইতিহাসে 'আনছার' নামে অভিহিত হয়েছেন।[৩৮]

মুহাজিরদের আশ্রয়দানকারী আনছারদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।

কোন মানুষ নিজ মাতৃভূমিতে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিলে তাদেরকে কিভাবে আশ্রয় দিতে হয়, সাহায্য করতে হয় এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয় তার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মদীনার আনছারগণ। এমন বদান্যতার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম দেশ তথা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, বসনিয়া, আফগানিস্তান এবং সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের শরণার্থী সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করেছে। তাই এ সকল শরণার্থীদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيهِ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে'।[৩৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি দয়া করেন না'।[৪০]

রক্তদান :

রক্তদান হ'ল কোন প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৬০) সুস্থ মানুষের স্বেচ্ছায় রক্ত দেয়ার প্রক্রিয়া। এই দান করা রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয় অথবা অংশীকরণের মাধ্যমে ঔষধে পরিণত করা হয়। রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। রক্তদান করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে অবস্থিত অস্থিমজ্জা (Bon Marrow) নতুন রক্ত কণিকা তৈরীর জন্য উদ্দীপ্ত হয় এবং রক্তদান করার দুই/তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্ত কণিকার জন্ম হয়ে ঘাটতি পূরণ করে। অজ্ঞতার কারণে অনেকেই রক্তদানকে ক্ষতিকর মনে করে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। বছরে ৩ বার রক্তদান করলে শরীরে লোহিত কণিকাগুলো প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে তোলার সাথে সাথে নতুন রক্তকণিকা তৈরীর হার বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, রক্তদান করার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দেহে রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে যায়। নিয়মিত রক্তদান করলে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা বছরে দুইবার রক্ত দেয়। অন্যদের তুলনায় তাদের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। বিশেষ করে ফুসফুস, লিবার, কোলন, পাকস্থলী ও গলার ক্যান্সারের ঝুঁকি নিয়মিত রক্তদাতাদের ক্ষেত্রে অনেক কম পরিলক্ষিত হয়। নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্ত দানের মাধ্যমে নিজের শরীরে বড় কোন রোগ আছে কিনা তা বিনা খরচেই জানা যায়। যেমন- হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, এইচআইভি ইত্যাদি।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের নিয়মিত রক্তদান করে রক্ত সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলা উচিত। জনৈক কবি বলেছেন,

'সময় তুমি হার মেনেছ রক্তদানের কাছে
দশটি মিনিট করলে খরচ একটি জীবন বাঁচে'।

উল্লিখিত পঙতি দু'টিতে কবি যথার্থ কথাই বলেছেন। রক্ত দান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, অনেক সময় এমন পরিস্থিতির ক্লু সৃষ্টি হয় মাত্র ১/২ ব্যাগ রক্ত হ'লেই আল্লাহ্‌র রহমতে রোগী বেঁচে যেতে পারে। কেননা রক্তের বিকল্প আজও কোন কিছু আবিস্কৃত হয়নি। থ্যালাসেমিয়া রোগী, অপারেশনের রোগী, এ্যাক্সিডেন্টে রক্ত শূন্য হয়ে মৃত্যু পথযাত্রীসহ এমন সংকটময় মুহূর্তে মাত্র এক ব্যাগ রক্তের বিনিময়ে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বাঁচতে পারে একটি প্রাণ। আর এ প্রাণ বাঁচানো এমনই পুণ্যময় কাজ যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একজন লোককে বাঁচানোকে সমগ্র মানব

৩৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ ১৪৩৭ হিঃ/২০১৬ইং) ২৪৩ পৃঃ।

৩৯. মুসলিম হা/২৬৯৯; ছহীহ তিরমিযী হা/২৯৪৫; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৭৭।

৪০. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯; তিরমিযী হা/১৯২২; মিশকাত হা/৪৯৪৭।

জাতিকে বাঁচানোর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا 'আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ، 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে'।[৪১]

সাংগঠনিকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা :

সমাজ কল্যাণমূলক কাজগুলো এককভাবে ও সাংগঠনিকভাবে এ দু'প্রক্রিয়ায় করা যায়। তবে এককভাবে এগুলো করার চেয়ে সাংগঠনিকভাবে করলে এর সহজতা, উপকারিতা ও ফলাফল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'রক্তদান' কর্মসূচী। কোন সাংগঠনিক প্রচার-প্রচারণা, কার্যক্রম না থাকলে অনেকেই রক্ত দানের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে পারে না বিধায় রক্তদানে উৎসাহী হয় না; এমনকি নিজের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কেও অনেকেই জানে না এবং রক্ত গ্রহীতাগণও সংকটময় মুহূর্তে জানতে পারে না কোথায় যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে নিরাপদ রক্ত পাওয়া যাবে। আবার এমন কিছু দুর্লভ গ্রুপের রক্ত রয়েছে যা সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই তারা বাধ্য হয় 'ব্লাড ব্যাংক' থেকে উচ্চমূল্যে বাসী ও মাদকাসক্তদের রক্ত সংগ্রহ করতে। ব্লাড ব্যাংকে যারা রক্ত বিক্রি করে তাদের ৯০% মাদকাসক্ত। কারণ মাদকাসক্তরা মাদক কেনার মত টাকা-পয়সা না থাকলে রক্ত বিক্রি করে হ'লেও তারা মাদক ক্রয় করে। আর একজন মাদকাসক্তের রক্ত মানেই বিভিন্ন রোগ জীবানুতে ভরপুর। এ ধরনের রক্ত শরীরে গ্রহণ করা মানেই রোগকে আমন্ত্রণ জানানো। পক্ষান্তরে সাংগঠনিকভাবে 'রক্তদান' মানেই সহজলভ্য বিনামূল্যে নিরাপদ ও তাজা রক্ত। উদাহরণ স্বরূপ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অধীনে পরিচালিত 'আল-আওন' নিরাপদ রক্তদান কর্মসূচী। এটি এমন একটি 'রক্তদান' কার্যক্রম দেশের প্রায় প্রতিটি যেলা-উপযেলায় এর সদস্য রয়েছে।

এর প্রতিটি সদস্য দ্বীনদার, পরহেযগার বিধায় এদের রক্ত সম্পূর্ণই মাদকমুক্ত ও নিরাপদ। দেশব্যাপী রয়েছে এদের সদস্যের নেটওয়ার্ক। দেশের যেকোন প্রান্তেরই সংকটময় মুহূর্তে উক্ত সংগঠনের যেকোন দায়িত্বশীল বা কর্মীর সাথে যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে নিরাপদ রক্ত পাওয়া যায়। রক্তদাতা স্রেফ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রক্তদান করে থাকেন। উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে কুরআন-হাদীছ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে রক্তদানের গুরুত্ব, তাৎপর্য, উপকারিতা ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে জনসচেনতা সৃষ্টি করা হয়।

অনুরূপভাবে ইয়াতীম প্রতিপালন, বিধবাকে সহায়তা দান, নিঃস্ব, দরিদ্রকে খাদ্য-অর্থদান, কর্যে হাসানাহ, ত্রাণ বিতরণ, শরণার্থীদের আশ্রয় ও সাহায্য করা ইত্যাদি ব্যক্তিগতভাবে করার চেয়ে সাংগঠনিকভাবে করলে এর উপকারিতা ও ফলাফল সুদূর প্রসারী।

উপসংহার :

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মানব কল্যাণকামী ধর্ম। তাই ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলোকে ইবাদততুল্য কর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এতে রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি। তাই প্রত্যেকটি মুসলিমের উচিত এ সকল সমাজকল্যাণ মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জান্নাত লাভের পথকে সুগম করা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এ মহান কাজে ব্রতী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী প্রণীত বইসমূহ

১. বিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনকারীদের ভ্রান্তিবিলাস
২. জামা'আতবদ্ধ তারাবীহ সুন্নাত না বিদ'আত?
৩. শিরক-বিদ'আতের অভয়ারণ্য বাংলাদেশ ১ম খণ্ড (শিরক পর্ব)
৪. শিরক-বিদ'আতের অভয়ারণ্য বাংলাদেশ ২য় খণ্ড (বিদ'আত পর্ব)
৫. কামিল স্নাতকোত্তর টিউটরিয়াল *(কুতুবে সিত্তাহ ও তার সংকলকগণ সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যবহুল আলোচনা)*।

প্রাপ্তিস্থান

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
০১৭৭০৮০০৯০০।
২. হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০, বংশাল, ঢাকা-১১০০।
০১৮৩৫৪২৩৪১১।
৩. ওয়াহিদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাণী বাজার, রাজশাহী।
এছাড়াও দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

মৌমিসি প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড লেমিনেশন

আধুনিক ছাপাখানা

প্রেস ইনচার্জ : বাবলু ০১৭১১-৫৭৩৯৫২

লেমিনেশন ইনচার্জ : আব্দুল মতিন ০১৭১৬-১৫৫৭৩৫

যোগাযোগ : কাদিরগঞ্জ, ষষ্ঠিতলা (উপহার সিনেমা হলের সামনে) বোয়ালিয়া, রাজশাহী
E-mail : bablu.rajshahi@gmail.com

৪১. মুসলিম হা/২৬৯৯; তিরমিযী হা/২৯৪৫; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৬; মিশকাত হা/২০৪।

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিধান

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা : মানুষ সামাজিক জীব। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। আর এই সামাজিকতার এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা হচ্ছে কোন মানুষ একা সবসময় নিজের সব প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয় না। এজন্যই পরস্পরকে বিভিন্ন উপায় বা লেনদেনের মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে। এরকমই একটি বড় উপায় হচ্ছে ঋণ। মানব জীবনের পথচলায় ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইসলাম এ বিষয়ে মানুষকে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ঋণ গ্রহণ করার যেমন অনুমতি দিয়েছেন, তেমনি যথাসময়ে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। যাপিত জীবনের বাঁকে-বাঁকে যেহেতু আমরা ঋণের সাথে জড়িত থাকি, সেহেতু ঋণের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতের দিক-নির্দেশনা ও বিধি-বিধান সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া ঋণের ভয়াবহতার ব্যাপারে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে আমরা ঋণকে হালকা চোখে দেখি। যা পরকালীন জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ঋণের পরিচয় : ঋণের আরবী প্রতিশব্দ قَرْض, যা বাংলা ভাষায় 'কর্য' নামে পরিচিত। এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে দেনা, ধার, হাওলাত ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ، অর্থাৎ 'ঋণ হ'ল সহযোগিতার জন্য অপরকে মাল-পণ্য প্রদান করা, যেন গ্রহীতা এর মাধ্যমে উপকৃত হয়, অতঃপর দাতাকে সেই মাল কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দেওয়া'।[১] ইসলামী পরিভাষায় একে 'কর্যে হাসানা' বলা হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায়, ছওয়াবের নিয়তে বিনা শর্তে কাউকে কোন কিছু ঋণ দিলে তাকে 'কর্যে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলা হয়। এতে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হয় এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ও সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কর্যে হাসানার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ 'নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী। আর তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১৮)*। এখানে আল্লাহকে ঋণ দেওয়া অর্থ আল্লাহ্র পথে দান করা এবং আল্লাহ্র বান্দাকে কর্য দেওয়া উভয় মর্ম বহন করে। কেননা হাদীছে কুদসীতে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي। 'আমি আমার বান্দার কাছে ঋণ চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে ঋণ দেয়নি'।[২] এতে বুঝা যায় যে, ইসলাম মানুষের নৈতিক ও অর্থনৈতিক দু'দিকেরই উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ দেখিয়েছে।

ঋণ গ্রহণের বিধান : ইসলামে ঋণ আদান-প্রদান করা বৈধ। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। কেননা রাসূল (ছাঃ) ঋণ গ্রহণ করেছিলেন,[৩] ঋণ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চেয়েছেন[৪] এবং তার উম্মতকে ঋণ মুক্তির দো'আ শিখিয়েছেন[৫]। এমনকি রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমের কাছ থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইসলাম মুসলমানদেরকে বিপদে-আপদে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে অপরের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সঠিক সময়ে তা পরিশোধ করার প্রতি কঠোর নির্দেশও দিয়েছে।

ঋণ দান ব্যবসা নয়, সহযোগিতা : ইসলামে ঋণের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ও তাদের প্রতি দয়া করা। কিন্তু এই সহযোগিতার আড়ালে ব্যবসায়িক বা অন্য কোন সুবিধা অর্জন উদ্দেশ্য নয়। একজন মুমিনের জীবনে ঋণ দানের উদ্দেশ্য আর্থিক প্রবৃদ্ধি নয়; বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। সেকারণ ঋণ গ্রহীতা ঋণ ফেরত দেয়ার সময় যা নিয়েছে তা কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দিতে আদিষ্ট, এর অতিরিক্ত নয়। ঋণ দাতা এর অতিরিক্ত নিলে তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে। আমরা সমাজিক জীবনে ঋণের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সূদের সাথে জড়িয়ে পড়ি। যেমন- চাকরী বা অন্য কোন সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কাউকে ঋণ দেওয়া অথবা কোন হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বা দোকান-ঘর ভাড়া পাওয়ার জন্য ঋণ প্রদান প্রভৃতি সহযোগিতা সূদের পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপভাবে জমি বন্ধক প্রথাও একপ্রকার সূদ। কারণ এভাবে জমি নিলে চাষের খরচ ব্যতীত বাকী শস্য জমির মালিককে ফেরত দিতে হবে। কেননা এটা একটা কর্য। আর কর্যের লাভ ভোগ করা যায় না। ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময় লাভ করা হয়, তা সূদ।[৬]

আজকাল বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিওগুলো গ্রামে-গঞ্জে, নগর-বন্দরে সহযোগিতার নামে সূদী ঋণের কারবারী করছে এবং

* শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. হাশিয়া ইবনিল আবিদীন ৪/১৭১; গৃহীত: আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৩৩/১১১।

২. মুসনাদে আহমাদ হা/১০৫৭৮, ৭৯৮৮, সনদ হাসান।
৩. বুখারী হা/২৩০৬,২৩৯৪; মিশকাত হা/২৯০৬, ২৯২৬।
৪. বুখারী হা/৬৩৬৯।
৫. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; সনদ হাসান।
৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১০৭১৫; ইরওয়া হা/১৩৯৭, সনদ ছহীহ।

সূদী লেনদেনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র গযবের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেউ আবার সূদে ঋণ দানকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ঋণ কখনো ব্যবসা হ'তে পারে না। কারণ যে ঋণের মাধ্যমে ব্যবসা করা হয়, তা মূলত সূদী ব্যবসা।

ঋণ গ্রহণে সতর্কতা : জান্নাত পিয়াসী মুমিন বান্দাকে ঋণের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা যরূরী। ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الكِبْرِ، وَالغُلُولِ، وَالدَّيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তির মৃত্যু হবে অহংকার, খিয়ানত এবং ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৭] অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত ব্যক্তির সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের পূর্বে মৃতের ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে জোর তাকীদ দিয়েছেন।[৮] কারণ আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়া ব্যক্তিও তার ঋণের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৯] যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা হয়। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، 'আমার কাছে যদি ওহোদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহ'লে আমার পসন্দ নয় যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমার কাছে তার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকুক। তবে সেই পরিমাণ ব্যতীত, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেই'।[১০]

ঋণের কারণে মানুষ সামাজে লাঞ্ছিত হয়। তাই প্রয়োজন ছাড়া ঋণ গ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। অপরদিকে পরিশোধ না করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা আত্মসাতের শামিল, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঋণ দানের ফযীলত :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ঋণ বলতে 'কর্যে হাসানাহ' বুঝানো হয়েছে। আর কর্যে হাসানাহ প্রদানে রয়েছে অশেষ ফযীলত।

(ক) ঋণ দান ছাদক্বাহর ন্যায় ফযীলতপূর্ণ : কাউকে নেকীর আশায় বা সহযোগিতার জন্য কর্যে হাসানা প্রদান করা আল্লাহ্র পথে দান-ছাদাক্বাহ করার সমতুল্য। এমনকি ঋণ দানকে দান-ছাদাক্বার চেয়েও বেশী মর্যাদাপূর্ণ বলা হয়েছে। আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, دخل رجل الجنة، فرأى مكتوباً على بابها: الصدقةُ بعشرِ أمثالها، والقرضُ بثمانية عشر 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার দরজায় একটি লেখা দেখতে পেল যে, ছাদাক্বার নেকী দশ গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং ঋণ দানের নেকী আঠারো গুণ বৃদ্ধি করা হয়'।[১১]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক ঋণই ছাদক্বাহ'।[১২] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً 'কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমকে দুইবার ঋণ দিলে সে একবার ছাদক্বাহ করার নেকী পাবে'।[১৩]

(খ) দাস মুক্তির নেকী : কর্যে হাসানা বা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দাস মুক্ত করে দেওয়ার নেকী লাভ করা যায়। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ 'যে ব্যক্তি একবার দোহন করা দুধ দান করে অথবা টাকা-পয়সা ধার দেয় অথবা পথহারা লোককে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করার সমপরিমান ছওয়াব'।[১৪]

(গ) ফেরেশতাদের দো'আ লাভের সৌভাগ্য : যারা আল্লাহ্র কোন বান্দাকে সহযোগিতার জন্য ঋণ দেয়, আকাশের ফেরেশতা তার জন্য বরকতের দো'আ করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন'।[১৫] সুতরাং ঋণ দান এমন একটি ছাদাক্বাহ, যার মাধ্যমে ফেরেশতাদের দো'আ লাভে ধন্য হওয়া যায়। আল্লাহ্র নিষ্পাপ ফেরেশতাদের দো'আ লাভ করা কতইনা সৌভাগ্যের ব্যাপার!

(ঘ) বিপদ থেকে মুক্তি ও আল্লাহ্র সাহায্য লাভ : যখন কোন মুমিন বান্দা নিঃস্বার্থভাবে কারো দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তখন আল্লাহ এত খুশি হন যে, তিনি স্বয়ং সেই বান্দার সাহায্যকারী হয়ে যান এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে

---

৭. *তিরমিযী হা/১৫৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৪১২; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৯২; মিশকাত হা/২৯২১, সনদ ছহীহ।*
৮. *আহমাদ হা/১৭২২৭; মিশকাত হা/২৯২৮, সনদ ছহীহ।*
৯. *আহমাদ হা/২২৪৯৩; মুস্তাদরাক হাকেম হা/২২১২; ছহীহুত তারগীব হা/১৮০৪; মিশকাত হা/২৯২৯, সনদ ছহীহ।*
১০. *বুখারী হা/২৩৮৯; মুসলিম হা/৯৯১।*
১১. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭; ছহীহুত তারগীব হা/৯০০, সনদ হাসান।*
১২. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩২৮৫; তাবারাণী, আওসাত্ব হা/৩৪৯৮, হাদীছ হাসান।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৪৩০; ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩০।*
১৪. *তিরমিযী হা/১৯৫৭; আহমাদ হা/১৮৫১৬; মিশকাত হা/১৯১৭, সনদ ছহীহ।*
১৫. *বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০।*

দিবে, আল্লাহ তার আখেরাতের বিপদসমূহের মধ্য হ'তে একটি (কঠিন) বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব (সাহায্যের মাধ্যমে) সহজ করে দিবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে সহজতা দান করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[১৬] আর নিঃসন্দেহে ঋণ একটি সহযোগিতা, যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার বিপদাপদে তার পাশে দাঁড়ানো হয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কর্যে হাসানা বা নিঃস্বার্থ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত ফযীলতগুলো হাছিল করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

ঋণ দানের আদব :

কাউকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ঋণ দান করা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর ঋণ দানের ক্ষেত্র ইসলাম কতিপয় শিষ্টাচার ও নীতিমালা বর্ণনা করেছে। যেমন-

(ক) ঘুষ গ্রহণ না করা : ঋণ দানের ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে কোন উপকার হাছিল করা হারাম। ইবনু কুদামা বলেন,

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رِبًّا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.

'যে সকল ঋণে অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করার শর্তারোপ করা হয়, তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। ইবনুল মুনযির বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার উপর কোন অতিরিক্ত লাভ বা উপঢৌকনের শর্তারোপ করে এবং ঋণী ব্যক্তি যদি সেটা তাকে প্রদান করে, তাহ'লে সেই অতিরিক্ত কিছু সূদ হিসাবে গণ্য হবে। উবাই ইবনে কা'ব, ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে এমনটাই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ঋণে লাভ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন'।[১৭] আজকের বিশ্ব এই সূদী ঋণের জাতাকলে পিষ্ট হয়ে অশান্তির দাবানলে পরিণত হয়েছে। আমাদের সামাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সূদী ব্যাংকগুলো সহযোগিতার ফাঁকা বুলি কপচিয়ে মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। সূদী ঋণের আগ্রাসী ছোবলে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তির মূল কারণ হ'ল এই সূদ ভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা। তাই দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি পেতে হ'লে সার্বিক জীবনে সূদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক। কারণ সূদী ঋণ দান সহযোগিতা নয়; বরং মহাপাপ।

(খ) উপঢৌকন গ্রহণ না করা : ঋণ দানের অন্যতম আদব হ'ল ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ না করা। কারণ ঋণের বিনিময়ে হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করা হারাম। আবূ বুরদাহ ইবনে আবূ মূসা (রহঃ) বলেন, একবার আমি মদীনায় এসে আব্দুল্লাহ বিন সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন,

إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيْهَا الرِّبَا فَاش إِذا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ أَو حِملَ شعيرٍ أَو حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا.

'তুমি এমন এলাকায় বসবাস করছ, যেখানে সূদের প্রচলন অত্যধিক। অতএব কারো কাছে যদি তোমার কোন পাওনা থাকে, আর সে যদি তোমাকে হাদিয়া বা উপহার হিসাবে এক বোঝা খড় অথবা এক বোঝা যব অথবা এক আঁটি ঘাসও দেয়; তুমি তা গ্রহণ করবে না। কারণ এটা সূদ হিসাবে গণ্য হবে'।[১৮] এই আছারের মর্মার্থ অন্যান্য ছাহবীদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন,

وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِهِمْ كَأُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ نَهَوْا الْمُقْرِضَ عَنْ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَرِضِ، وَجَعَلُوا قَبُولَهَا رِبًا.

'উবাই বিন কা'ব, ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম, ইবনে ওমর এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মত উল্লেখযোগ্য ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা এই উপহার গ্রহণকে সূদ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন'।[১৯]

আল্লামা শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, 'যদি কর্যের কারণে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মাঝে হাদিয়া বা উপঢৌকন আদান-প্রদান হ'লে এটা সূদ বা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে। যা স্পষ্ট হারাম। তবে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মাঝে যদি আগে থেকেই হাদিয়া আদান-প্রদানের অভ্যাস থাকে তাহ'লে সেই উপহার প্রদান বা গ্রহণ করাতে কোন সমস্যা নেই'।[২০] যেমন একবার ইবনে ওমর (রাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে দশ হাযার দিরহাম ঋণ দিলেন। অতঃপর উবাই বিন কা'ব তাকে জমির কিছু ফল হাদিয়া দিলেন। কিন্তু ইবনু ওমর সেই ফল গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিলেন। তখন উবাই (রাঃ) বললেন, মাদীনাবসীরা জানে যে আমি উৎকৃষ্ট ফল-মূল আবাদ করি। তাহ'লে আপনি এই ফল-মূল নিচ্ছেন না কেন? এরপর তিনি আবার অনুরোধ জানালে ইবনু ওমার সেই হাদিয়া গ্রহণ করলেন। ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, ইবনু ওমর প্রথমে মনে করেছিলেন, ঋণদানের কারণেই হয়তো এই হাদিয়া তাকে দেওয়া হচ্ছে, সেকারণ তিনি প্রথমে তা গ্রহণ

১৬. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।
১৭. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৪/২৪০।
১৮. বুখারী হা/৩৮১৪; মিশকাত হা/২৮৩৩।
১৯. ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন ৩/১৩৭।
২০. নায়লুল আওত্বার ৫/২৫৭।

করেননি। কিন্তু যখন তিনি নিশ্চিত হ'লেন যে, এই হাদিয়া তার ঋণ দানের কারণে নয়, তখন সেটা গ্রহণ করলেন'।[২১]

(গ) অক্ষম ঋণগ্রহীতার প্রতি কঠোর না হওয়া : ঋণী ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হ'লে তার উপর কঠোর হওয়া উচিৎ নয়। মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ، 'কোন ব্যক্তি পাওনা আদায়ের তাগাদা দিলে, যেন বিনীতভাবেই তাগাদা দেয়। এতে তার ঋণ আদায় হোক বা না হোক'।[২২] আল্লাহ্র রাসূলের এই হাদীছের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের মহানুভবতা ফুটে ওঠে। সুতরাং প্রকৃত অক্ষম ও দরিদ্র ঋণীদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত।

অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে ছাড় প্রদানের ফযীলত :

সমাজে যেমন কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ঋণ শোধ করতে ঢিলেমি করে, তেমন সত্যিকারে এমন লোকও রয়েছে যারা নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম। এ রকম ব্যক্তিকে ইসলাম অতিরিক্ত সময় দিতে উদ্বুদ্ধ করে। যারা অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দেয় বা তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের মহা পুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، 'আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবী হয়, তাহ'লে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও, তাহ'লে সেটা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে' *(বাক্বারাহ ২/২৮০)*।

(ক) দানের ছওয়াব অর্জন : ঋণদাতা যদি অক্ষম ঋণীকে দেনা পরিশোধে ছাড় দেন, তাহ'লে তিনি এর মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে দান-ছাদাক্বাহ করার নেকী অর্জন করেন। বুরাইদা আল-আসলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. 'যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবী ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, সে দান-খয়রাত করার ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সময় বাড়িয়ে দিবে, সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার নেকী লাভ করবে'।[২৩]

(খ) আল্লাহ্র রাসূলের দো'আ লাভ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই পাওনাদার ব্যক্তির জন্য রহমতের দো'আ করেছেন, যে অভাবী কর্যগ্রহীতার প্রতি সহনশীল হয়। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، 'আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যে বান্দা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উদারচিত্ত হয় এবং (ঋণের) পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয়'।[২৪] ঋণীর প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ লাভ করা যায়, তাহ'লে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হ'তে পারে!

(গ) আরশের নিচে ছায়া লাভের সৌভাগ্য : যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য অক্ষম ঋণী লোকের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ 'যে ব্যক্তি কোন অভাবী ঋণগ্রস্তকে সুযোগ প্রদান করে অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন। যেদিন তার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না'।[২৫]

(ঘ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ : ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করার অন্যতম উপায় হ'ল অভাবী ও দরিদ্র ঋণগ্রস্তদের ঋণ মাফ করে দেওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার সৎ আমল পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে মানুষের সাথে লেন-দেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। তাই দরিদ্র লোকদের মাফ করে দেওয়ার জন্য সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ (ফেরেশতাদেরকে) বললেন, 'এ ব্যাপারে (অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করার ব্যাপারে) আমি তার চেয়ে অধিক যোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও'।[২৬] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ 'যে ব্যক্তি এটা চায় যে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিক, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত লোকের সহজ ব্যবস্থা করে কিংবা ঋণ মওকূফ করে দেয়'।[২৭]

(চলবে)

---

২১. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৩৩/১৩১-১৩২।
২২. ইবনু মাজাহ হা/২৪২১; ইবনু হিব্বান হা/৫০৮০; সনদ ছহীহ।
২৩. ইবনু মাজাহ হা/২৪১৮, সনদ ছহীহ।
২৪. ইবনু মাজাহ হা/২২০৩, সনদ ছহীহ।
২৫. তিরমিযী হা/১৩০৬; সুনানে দারেমী হা/২৬৩০; আহমাদ হা/৪৭১১ সনদ ছহীহ।
২৬. মুসলিম হা/১৫৬১; তিরমিযী হা/১৩০৭।
২৭. মুসলিম হা/১৫৬৩; মিশকাত হা/২৯০২

দি বিশাল কনফেকশনারী জোন

★ মোঃ আবু বাক্কার ★

মোবাইল : ০১৮৬৬-৯৮২৩৭৩, ০১৯২৯-৬১৪৬১৪।

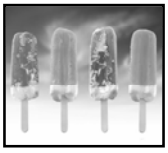

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ সফল হৌক

হযরত শাহ্ মুখদুম (রহঃ) মার্কেট, জিরো পয়েন্ট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।-৬১০০

নিউ মুক্তা ওয়াচ এন্ড ইলেকট্রনিক্স

ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ও ঘড়ির যাবতীয় পার্টস, চেইন বেল্ট, ব্যাটারী ও কেচ পাইকারী বিক্রেতা

প্রোঃ মোঃ রেজাউল হক (বুলবুল)

০১৭১১-৯৬৮৯৪৫
০১৯৮৯-৫৩৫৪০০
০১৬১১-৯৬৮৯৪৫

১০ নং করিম সুপার মার্কেট (দক্ষিণ ব্লক), সাহেব বাজার, রাজশাহী

আলো ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপট্টির সন্নিকটে) রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

এম হোমিও কিওর

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, যৌন রোগ সহ সকল জটিল ও কঠিন রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।

সাক্ষাতের সময় : সকাল ৯-টা হতে দুপুর ১২-টা
বিকাল ৫-টা হতে রাত্রি ৮-টা
শুক্রবার বন্ধ

যোগাযোগ :
ডাঃ মোঃ মুনজুরুল হক
ডি.এইচ.এম.এস
জনতা ব্যাংকের নিচে, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাঃ ০১৯১৬-৭৭৭৬৬৩, ০১৮৫৪-৮১৯৬৮৬।

মোঃ সুকতার হোসেন

প্রোপ্রাইটার

মোবাইলঃ ০১৯২৭-২৭৫৩২৪

মেসার্স সুকতার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা গ্রীল, জানালা, দরজা, কলাপসিবল গেট, সার্টার গেট, স্টীল আলমারী, ফাইল কেবিনেট, লোহার সিন্দুক, স্টীল শোকেস, স্টীল খাট, ইত্যাদি প্রস্তুত, মেরামত ও সরবরাহ করা হয়।

বিমান বন্দর রোড, নওদাপাড়া (ব্যাংক এশিয়ার সামনে), সপুরা, রাজশাহী।

জিয়ারুল পেপার হাউজ

প্রোপাইটর : মোঃ জিয়ারুল ইসলাম

এখানে সকল প্রকার বোর্ড, সাদা কাগজ, অফিস স্টেশনারী, টোনার, স্পাইরাল কভার, লেমেনেটিং পাউস, শপিং ব্যাগের কাগজ ও বাইন্ডিং সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

তহমিনা সুপার মার্কেট, মালোপাড়া রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৩-৭২৬৭৩৮; ০১৯১১-৫৮০৬৫৮
ফোন : ০৭২১-৭৭০৫২৮

বিশ্বময় ভাইরাস আতঙ্ক : প্রয়োজন সতর্কতা

ভাইরাস আতঙ্কে চীনসহ সমগ্র বিশ্বতটস্থ। মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যে ১ হাযার ছাড়িয়েছে। সারা পৃথিবীতে রেড অ্যালার্ট জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাইরাস মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার করোনা ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তার প্রমাণ আমরা দেখছি। চলমান ভাইরাস আতঙ্কে মৃত্যুর মিছিল কত বড় দীর্ঘ হয় সেজন্য আমাদের অপেক্ষা ছাড়া তেমন কিছু করণীয় নেই বললেই চলে। পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম ভাইরাস আক্রমণের একটি চিত্র উপস্থাপন করা হ'ল।-

১. এবোলা ভাইরাস :

এবোলা ভাইরাস মূলত ফিলোভিরিডি পরিবারের সদস্য এবং এটি খুব মারাত্মক। এবোলা ভাইরাসে সংক্রমিত হ'লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যু অবধারিত। এ অসুখের ওষুধ বা টিকা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সরাসরি শারীরিক সংযোগে এর সংক্রমণ ঘটে থাকে। অসুস্থ বা মৃত জন্তুর সংস্পর্শে এলেও সংক্রমণ হ'তে পারে। মাইক্রোস্কোপে এই ভাইরাসকে লম্বা ও পাতলা সুতার মতো মনে হয়। এগুলোর অনেক প্রজাতি রয়েছে। বিশেষ কয়েকটি মানুষকে অসুস্থ করতে পারে। আর এ রকম হ'লে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু হয়। প্রথম ১৯৭৬ সালে কঙ্গোর ইবোলা নদীর কাছে এটির প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ধারণা করা হয় এটিও প্রথম বাদুড় থেকেই এসেছে। আবার মানুষ থেকে মানুষেও এটি ছড়াতে পারে। ভয়াবহ এই রোগে মৃত্যু হার ৫০ শতাংশের মতো। ২০১৪ ও ২০১৬ সালে মধ্য আফ্রিকায় বড় প্রাদুর্ভাবে অন্তত ১১ হাযার মানুষ মারা গেছে। গিনি ও লাইবেরিয়া এই ভাইরাসের কবলে পড়ে। ২০১২ সালে উগান্ডা ও কঙ্গো এবোলার শিকার হয়েছিল। মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে কঙ্গো, সুদান, গাবন ও আইভরিকোস্টে এই ভাইরাসের প্রকোপ বেশী।

২. বার্ডফ্লু ভাইরাস :

এটি ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক রোগ। ১৯৯৭ সালে হংকংয়ে প্রথম মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ২০০৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে এটি হাঁস-মুরগীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে লক্ষ্য করা যায় যে, অসুস্থ মুরগীর সংস্পর্শে আসা মানুষও আক্রান্ত হচ্ছে। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার আশপাশে এই রোগের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞানীদের মতে, এটি মিক্সো ভাইরাস পরিবারের অন্ত র্গত অর্থোমিক্স উপ-পরিবারের সদস্য। প্রাথমিক বিভাজনে এদেরকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বলা হয়।

সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হ'ল, এই ভাইরাসটি প্রতি মুহূর্তেই নিজেকে বদলে নিতে পারে। ফলে কোন সুনির্দিষ্ট টিকা এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়ে উঠে না। বিজ্ঞানীদের মতে, মহামারী সৃষ্টি করার জন্য একটি ভাইরাসের তিনটি গুণ থাকা অতি যরূরী। প্রথমটি হ'ল কার্যকরভাবে মানবদেহে সংক্রমণ ঘটানো। দ্বিতীয়টি হ'ল মানবদেহে টিকে থাকার ক্ষমতা এবং তৃতীয়টি হ'ল মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হবার যোগ্যতা অর্জন।

৩. ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস :

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস অর্থোমিক্সোভিরিডি ফ্যামিলির একটি ভাইরাস, যা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জন্য দায়ী। বিভিন্ন সময়ে এটা লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫ কোটি মানুষ মারা যায়। ভয়াবহ এই মহামারীকে তখন নাম দেওয়া হয় 'স্প্যানিশ ফ্লু'। এটি দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিক নামেও পরিচিত। গ্রিক বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস প্রথম ২৪০০ বছর আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। এরপর বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা ঘটিত নানা মহামারী ঘটার প্রমাণ রয়েছে। মাত্র এক বছরেই ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিক কেড়ে নেয় কোটির বেশী মানুষের প্রাণ! সে সময় দেশে দেশে সরকার সাধারণ মানুষকে মাস্ক পরিধানের জন্য আইন পাস করে, দীর্ঘদিনের জন্য বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়।

শীতকালে এ রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এটি সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে আলাদা। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়। শরীরে জীবাণু ঢোকার এক থেকে চার দিনের মধ্যেই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্য ভাইরাসগুলোর তুলনায় ইনফ্লুয়েঞ্জা তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যে অসংখ্য লোককে আঘাত করতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি, খুসখুসে কাশি, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি, দুর্বলতা ইত্যাদি। সাধারণ সর্দি-কাশির চেয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলো গুরুতর। বয়স্ক ও শিশুদের সংক্রমণের হার বেশী। এটি থেকে সাইনোসাইটিস, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদিও হ'তে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসা উপসর্গভিত্তিক। হাঁচি-কাশির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন এবং জ্বর ও শরীর ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল দেওয়া হয়ে থাকে। সেকেন্ডারী ইনফেকশন হয়ে সাইনোসাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হ'লে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন পড়ে। সঙ্গে প্রচুর পানি বা তরল খাবার গ্রহণ করা আবশ্যক। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু রোগের একটি টিকার কার্যপ্রণালী আবিষ্কার করেছেন যুক্তরাজ্যের একদল বিজ্ঞানী। তাঁদের দাবী, এই যুগান্তকারী সাফল্যের ফলে টিকাটি ব্যবহার করে যেকোন ধরনের ফ্লু বা নতুন কোন ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

৪. মাচুপো ভাইরাস :

বলিভিয়ার হেমোরহেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাচুপো ভাইরাস। এটি ব্লাক টাইপুস হিসাবেও পরিচিত। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হ'লে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর হয়, সঙ্গে শুরু হয় মারাত্মক রক্তপাত। জুনিন ভাইরাসের মতো এটির বৃদ্ধি ঘটে। মানুষ থেকে মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

৫. নিপাহ ভাইরাস :

নিপাহ রোগ বলতে মূলত নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণে সৃষ্ট লক্ষণসমূহকে বুঝায়। লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, প্রলাপ বকা, খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এ রোগে মৃত্যু হার অনেক বেশী। নিপাহ ভাইরাস একটি Emerging Zoonotic ভাইরাস, যা পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়ায়। ভাইরাসটি মস্তিষ্ক বা শ্বসনতন্ত্রে প্রদাহ তৈরির মাধ্যমে মারাত্মক অসুস্থতার সৃষ্টি করে। এটি Henipavirus জেনাসের অন্তর্গত একটি ভাইরাস। নিপাহ ভাইরাসে এনসেফালাইটিস নামক মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত রোগ হয়।

১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ায় সর্বপ্রথম নিপাহ ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। ভাইরাসটি মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে শূকরের খামারে কাজ করা চাষীদের মাধ্যমে প্রথম ছড়িয়েছিল। আক্রান্ত শূকরের স্পর্শ, তাদের লালা ও সংক্রমিত গোশতের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটে। পরে রোগটি মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০০১ সালে মেহেরপুর যেলায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশে নিপাহ ভাইরাস ছড়ায় মূলত বাদুড়ের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। এ সময়টাতে খেজুরের রস সংগ্রহ করা হয়। আর বাদুড় গাছে বাঁধা হাঁড়ি থেকে রস খাওয়ার চেষ্টা করে এবং রসের হাড়িতে প্রস্রাব করে বলে ঐ রসের সঙ্গে তাদের লালা ও মূত্র মিশে যায়। সেই বাদুড় নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে এবং সেই কাঁচা রস খেলে মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এ ভাইরাস। আক্রান্ত মানুষ থেকে মানুষেও ছড়াতে পারে এ রোগ। সরাসরি নিপাহ ভাইরাস নিরাময়ে কোন ওষুধ বা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

৬. এইচআইভি :

হিউম্যান ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচআইভি) দ্বারা সংক্রমিত এইডস রোগের সূচনা ঘটে মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রাইমেটদের মধ্যে। অবশ্য এই ভাইরাসের সহ-দলীয় অন্যান্য ভাইরাস বিভিন্ন সময় মানুষকে আক্রমণ করেছে। এটা থেকেই ১৯২০ সালে কঙ্গোর কিনশাসায় বৈশ্বিক মহামারীর রূপ নেয়। এইচআইভি দুই ধরনের হয়ে থাকে। এইচআইভি-১ ও এইচআইভি-২। এর মধ্যে এইচআইভি-১ তুলনামূলক অধিক তীব্র এবং সহজেই সংক্রামিত হয়। এই ভাইরাসটিই বৈশ্বিকভাবে অধিকাংশ এইচআইভি সংক্রামণর কারণ। পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো এইচআইভি-১ এর সাথে সম্পর্ক পাওয়া গেছে শিম্পাঞ্জির এক প্রজাতির মধ্যে। এই প্রজাতির শিম্পাঞ্জির বসতি মধ্য আফ্রিকার দেশগুলো ক্যামেরুন, বিষুবীয় গিনি, গ্যাবন, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের দেশগুলোতে। এইচআইভি-২ অপেক্ষাকৃত কম সংক্রামক এবং পশ্চিম আফ্রিকায় বিস্তৃত। এই ভাইরাসটি আবার দক্ষিণ সেনেগাল, গিনি-বিসাউ, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া এবং আইভরি কোস্টের পশ্চিমে বসতি স্থাপন করা পুরনো বিশ্বের বানরের মাঝে প্রাপ্ত এক ভাইরাসের (Cercocebus atys atys) সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত।

৭. ডেঙ্গু ভাইরাস :

ডেঙ্গু জ্বরের উৎপত্তি ডেঙ্গু ভাইরাসের মাধ্যমে এবং এই ভাইরাসবাহিত এডিস মশার কামড়ে হয়ে থাকে। ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশা কোন ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। এরপর এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে সেই মশাটি ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এভাবে একজন থেকে অন্যজনে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়িয়ে থাকে।

৮. চিকুনগুনিয়া :

চিকনগুনিয়া ভাইরাস হচ্ছে টোগা ভাইরাস গোত্রের ভাইরাস। মশাবাহিত হওয়ার কারণে একে আরবো ভাইরাসও বলা হয়ে থাকে। ডেঙ্গু ও জিকা ভাইরাস একই মশার মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। প্রথম জ্বর দিয়ে শুরু হয়। ধীরে ধীরে জ্বরের তীব্রতা বাড়ে। অধিকাংশ সময় তিন থেকে চারদিনের মধ্যে জ্বর সেরে যায়। তবে হাড়ের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা নাছোড়বান্দায় রূপ নেয়। ব্যথার তীব্রতাও থাকে প্রচণ্ড। ফলে রোগীর স্বাভাবিক হাঁটাচলা, হাত দিয়ে কিছু ধরা এমনকি হাত মুঠ করতেও বেশ কষ্ট হয়। আর শরীর প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক সময় হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায়।

টানা ৩ থেকে ৪ দিন জ্বর থাকলে এবং শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হ'লে চিকনগুনিয়া হিসাবে বিবেচিত হবে। এই রোগে বিশেষ কোন ওষুধ বা টিকা নেই। প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা পর কিংবা তিনবেলা প্যারাসিটামল খেতে হবে। তবে কোন ওষুধই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়। অ্যান্টিবায়োটিক সেবনে কোন উপকার নেই। বরং অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে পানি পান করার পাশাপাশি ডাবের পানি, স্যালাইন, লেবুর সরবত ইত্যাদি পান করতে হবে। তবে একবার চিকুনগুনিয়া হ'লে দ্বিতীয়বার সেই রোগীর এই রোগ আর হয় না। অনেক চিকুনগুনিয়া রোগী এমনও পাওয়া যায় যাদের জ্বর তিন চার দিন সেরে গেলেও ব্যথা থেকে মুক্তি মেলে না আজীবনেও।

প্রাথমিকভাবে চিকনগুনিয়া ভাইরাসে আক্রান্ত এডিস ইজিপ্টাই অথবা এডিস অ্যালবুপিক্টাস মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। এ ধরনের মশা সাধারণত দিনের বেলা (ভোর বেলা অথবা সন্ধ্যার সময়) কামড়ায়। এছাড়া চিকুনগুনিয়া ভাইরাস আক্রান্ত রক্তদাতার রক্ত গ্রহণ করলে এবং ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার সময়ে অসাবধানতায় এ রোগ ছড়াতে পারে।

মশার জন্মস্থান ধ্বংস করা, আবাসস্থল ও এর আশপাশে মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে। বাসার আশপাশে ফেলে রাখা মাটির পাত্র, কলসী, বালতি, ড্রাম, ডাবের খোলা ইত্যাদি যেসব জায়গায় পানি জমতে পারে, সেখানে এডিস মশা প্রজনন করতে পারে। এসব স্থানে যেন পানি জমতে না পারে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা এবং নিয়মিত বাড়ির আশপাশে পরিষ্কার করা।

৯. লাসা ভাইরাস :

নাইজেরিয়ার একজন সেবিকা প্রথম লাসা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশী। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

১০. মারবুর্গ ভাইরাস :

পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাসের নাম মারবুর্গ ভাইরাস। জার্মানীর লান নদীর পাশের শহর মারবুর্গের নামে ভাইরাসটির নামকরণ করা হয়েছে। তবে ভাইরাসটির সাথে এই শহরের কোন সম্পর্ক নেই। হেমোরেজিক জ্বর সৃষ্টিকারী এই ভাইরাসের লক্ষণ অনেকটা এবোলার মতোই। ভয়ানক এই ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা ৯০ শতাংশ।

১১. সার্স :

সার্স অর্থাৎ সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরি ভাইরাসের উৎপত্তি চীনে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, খাটাশ জাতীয় বিড়াল থেকে ভাইরাসটি এসেছে। তবে এটিও বাদুড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে দু'বার এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আট হাযারের বেশী আক্রান্তের মধ্যে ৭৭৪ জনের মৃত্যু হয়। ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হ'লে ভয়াবহ শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তবে ২০০৪ সালের পর থেকে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

১২. মার্স :

এটি সার্সের একই গোত্রীয় একটি ভাইরাস। ২০১২ সালে প্রথম সঊদী আরবে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় এবং সেখানে আক্রান্তদের ৩৫ শতাংশ মারা যায়। এই রোগের নাম দেওয়া হয় মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা সংক্ষেপে মার্স। করোনা ভাইরাস গোত্রীয় বলে ভাইরাসটির নাম মার্স করোনা ভাইরাস। সঊদী আরব ছাড়াও এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে ওমান, আরব আমিরাত, মিসর ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের বেশ ক'টি দেশে। ধারণা করা হচ্ছে, মানবদেহে এই ভাইরাস এসেছে উট থেকে। কাতার, ওমান, সঊদী আরব ও মিসরে উটের রক্তেও মার্স ভাইরাসের অস্তিত্ব পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়া সঊদী আরবে বাদুড়ের রক্তেও পাওয়া গেছে এই ভাইরাস। মানুষ থেকে মানুষে ভাইরাস ছড়িয়েছে হাঁচি, কাশি, নিকট অবস্থান ইত্যাদি মাধ্যমে।

১৩. জিকা ভাইরাস :

জিকা ভাইরাস হচ্ছে ফ্ল্যাভিভাইরিডি পরিবারের ফ্ল্যাভি ভাইরাসের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারের অন্যান্য ভাইরাসের মতো এটি আবরণযুক্ত ও আইকসাহেড্রাল আকৃতির একসূত্রক আরএনএ ভাইরাস। এটি প্রথম ১৯৪৭ সালে উগান্ডার জিকা ফরেস্ট এলাকায় রেসাস ম্যাকাক বানরের দেহে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে উগান্ডা ও তানজানিয়াতে মানবদেহে প্রথমবারের মতো শনাক্ত করা হয়। এই ভাইরাস যে রোগ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে ডেঙ্গু জ্বরের কিছুটা মিল রয়েছে। বিশ্রাম নেওয়া হ'ল প্রধান চিকিৎসা। এখনো এর কোন ওষুধ বা টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। যেসব নারীরা জিকা জ্বরে আক্রান্ত তাদের গর্ভের সন্তান মাইক্রোসেফালি বা ছোট আকৃতির মাথা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এছাড়া বড়দের ক্ষেত্রে গিলেন বারে সিনড্রোম করতে পারে। ১৯৫০ সাল থেকে এই ভাইরাস আফ্রিকা থেকে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

মশার মাধ্যমে দ্রুত এ ভাইরাসটি ছড়ায়। ভাইরাসটির সংক্রমণ ঘটেছে এমন কোন রোগীকে এডিস মশা কামড়ানোর মধ্য দিয়ে এর স্থানান্তর হয়। পরে ঐ মশাটি অন্য ব্যক্তিদের কামড় দিলে তা ছড়াতে থাকে। এরপর ঐ ব্যক্তিদের মাধ্যমেই ভাইরাসটির বিস্তার ঘটতে থাকে। তবে যৌন সংসর্গের মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে। জিকা ভাইরাস আক্রান্ত এলাকায় ভ্রমণের বিষয়ে গর্ভবতী মায়েদের সতর্ক করা হয়।

১৪. গুটিবসন্ত :

গুটিবসন্ত বা স্মল পক্স ভ্যারিওলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় এবং এটি অত্যন্ত মারাত্মক এক ব্যাধি ছিল। মানবদেহে প্রথমে এক ধরনের গুটি বের হয় যা পরবর্তী সময়ে তিল বা দাগ, কুড়ি, ফোস্কা, পুঁজবটিকা এবং খোসা বা আবরণ ইত্যাদি পর্যায়ের মাধ্যমে দেহে লক্ষণ প্রকাশ করে। গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৭৯৬ সালে। অথচ টিকা আবিষ্কারের প্রায় ২০০ বছর পরও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাযার হাযার মানুষ মৃত্যুবরণ করে ভারতে। ১৯৭০ সালে লক্ষাধিক মানুষ রাতারাতি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী কয়েক বছরে ভারত সরকার এবং জাতিসংঘের সহায়তায় গঠিত একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালেই ভারতকে গুটিবসন্ত মুক্ত ঘোষণা করা সম্ভব হয়।

১৫. পোলিও :

পোলিওমাইলিটিজ এক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। সচরাচর এটি পোলিও নামেই সর্বাধিক পরিচিত। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি এ ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় ও তার অঙ্গ অবশ বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ১৯১৬ সালে পোলিও রোগ প্রথম মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সে বছর নিউইয়র্কে ৯ হাযার মানুষ পোলিওতে আক্রান্ত হয়, যার মধ্যে ৬ হাযার মানুষই মৃত্যুবরণ করে! নিউইয়র্ক শহর থেকে ক্রমে পোলিওর প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বছর বিশ্বে কত শত মানুষ পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তার কোন সঠিক তথ্যও পাওয়া যায় না। অবশেষে ১৯৫০ সালে জোনাস সাল্ক পোলিও টিকা আবিষ্কার করেন।

১৬. ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস সাধারণত কাকজাতীয় পাখির শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই ভাইরাসে সংক্রমিত মশা কামড়ালে মানুষ এতে আক্রান্ত হয়। ভাইরাসের কারণে স্নায়ুতন্ত্রের রোগে মানুষের মৃত্যু হ'তে

পারে। আক্রান্ত মানুষের ৮০ শতাংশের রোগের কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ১৯৩৭ সালে আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডার ওয়েস্ট নাইল অঞ্চলে একজন নারীর শরীরে প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত হয়। ১৯৫৩ সালে নীল বা নাইল নদ উপত্যকার পাখির (কাকজাতীয়) শরীরে এই ভাইরাস চিহ্নিত হয়। গত ৫০ বছরে বিশ্বের অনেক দেশে এই ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় গ্রীস, ইসরাঈল, রুমানিয়া, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে। প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে এমন এলাকাগুলো পরিযায়ী পাখির বড় কোন চলাচলের পথ নয়। আফ্রিকা, ইউরোপের কিছু অংশ, মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় এই রোগের সংক্রমণ দেখা দেয়।

এ ভাইরাসে সংক্রমিত মশা কামড়ালে মানুষ আক্রান্ত হয়। আক্রান্তদের ৮০ শতাংশের রোগের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এই ভাইরাস আসে ইসরাঈল ও তিউনিসিয়া থেকে এবং দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে এর প্রকোপ চলতে থাকে ২০১০ সাল পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের রোগনিয়ন্ত্রণ ও রোগ প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে মশাবাহিত রোগের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস। এই ভাইরাস প্রতিরোধে কোন টিকা নেই এবং আক্রান্ত মানুষের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত প্রতি পাঁচজনের একজনের জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। আক্রান্ত ১৫০ জনের মধ্যে একজনের পরিস্থিতি তীব্র হয়, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে।

এর লক্ষণ হচ্ছে জ্বর, মাথাব্যথা, পরিশ্রান্তভাব, শরীরে ব্যথা, বমিভাব, মাঝে-মধ্যে শরীরে র‍্যাশ দেখা দেয়। ওয়েস্ট নাইল জ্বর মারাত্মক হ'লে মাথাব্যথা, তীব্র জ্বর, ঘাড় শক্ত হওয়া এসব উপসর্গ দেখা দেওয়ার পাশাপাশি মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিও আছে।

১৭. অ্যাডিনো ভাইরাস :

অ্যাডিনো ভাইরাস কলকাতায় ছড়ায়। মূলত শিশু ও প্রবীণরাই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। রোগের উপসর্গ সর্দি, কাশি, চোখ জ্বালা করা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, জ্বর ও ডায়েরিয়া, ফুসফুস এবং কানে সংক্রমণ, শ্বাসকষ্ট ও বমি। চিকিৎসকদের মতে, অ্যাডিনো ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গগুলির সঙ্গে সোয়াইন ফ্লুর উপসর্গের মিল রয়েছে। সোয়াইন ফ্লুর ওষুধ থাকলেও, অ্যাডিনো ভাইরাসের কোনও ওষুধ বা টিকা নেই। এখন অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ অনেক সময় জটিল আকার ধারণ করে। কখনও কখনও মৃত্যুও হচ্ছে।

চিকিৎসকদের পরামর্শ, না ধুয়ে চোখ, নাক ও মুখে হাত দেওয়া ঠিক নয়। খাওয়ার সময় ভাল করে হাত ধুতে হবে। কারও শরীরে রোগের লক্ষণ দেখলে, তাঁর কাছকাছি না যাওয়াই ভাল। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। শৌচাগার ব্যবহারের পর ভাল করে হাত ধুতে হবে।

১৮. করোনা ভাইরাস আতঙ্ক :

চীন থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস ঘিরে ক্রমেই ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। করোনা ভাইরাসের থাবায় লাফিয়ে লাফিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে চীনে। ইতিমধ্যেই এই ভাইরাস থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, নেপাল, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স ও আমেরিকায় পাওয়া গেছে। যে গতিতে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে চীনে, তা সামাল দিতে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে চীনা সরকারকে। ফলে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর আগে করোনা ভাইরাসে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করে মার্কিন গবেষণা সংস্থা। ভাইরাসটিকে পরীক্ষা করে মনে করা হচ্ছে, করোনা ভাইরাসের উৎস হ'তে পারে বাদুড় ও সাপ। বেইজিংয়ের চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্স এমনই মনে করছে। আক্রান্ত দের জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা ফুলে যাওয়া কিংবা সর্দির মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে সার্স আক্রান্তদের মতোই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই অসুখের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা সব হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

লক্ষণ :

এ ভাইরাসে আক্রান্ত হ'লে শুরুতে জ্বর ও শুষ্ক কাশি হ'তে পারে। এর সপ্তাহখানেক পর শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়। অনেক সময় নিউমোনিয়াও হ'তে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা বেশী খারাপ হওয়ায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হয়। তবে এসব লক্ষণ মূলত রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই জানা গেছে। সেক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার একদম প্রাথমিক লক্ষণ কী বা আদৌ তা বোঝা যায় কি-না তা এখনো অজানা। যে প্রাণীর শরীরে বাসা বাঁধার পর ভাইরাস ছড়াচ্ছে তা নির্ণয় করা গেলে সমস্যার সমাধান অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। নতুন করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এর উৎস হচ্ছে উহান শহরে সামুদ্রিক খাবারের পাইকারী বাযার। ধারণা করা হচ্ছে, বেলুগা তিমির মতো সমুদ্রগামী কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী এই ভাইরাস বয়ে এনেছে। তবে বাযারে অহরহ বিচরণ করা মুরগি, বাদুড়, খরগোশ ও সাপের মতো প্রাণীগুলোও সন্দেহের বাইরে নয়। চীনের জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যধিক এবং পশুপাখির সহজ সাহচর্যের কারণে দেশটিতে করোনা ভাইরাস সহজেই ছড়াচ্ছে।

ভাইরাসটির এখনও কোন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। এ কারণে বিস্তৃতি থামানোর আপাতত একমাত্র উপায় হচ্ছে, আক্রান্তদের আবদ্ধ জায়গায় রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরীক্ষা করা। ভবিষ্যতে হয়তো মানুষ সহ বিভিন্ন পশু-পাখি ভাইরাসের মুখোমুখি হবে। এমনও হ'তে পারে একটি ছোট ভাইরাস ধ্বংস করে দিতে পারে একটি জাতি, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, এমনকি সমগ্র পৃথিবীকে।

** মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়াঁ*
মাগুরাপাড়া, ডাকবাংলা বাযার, ঝিনাইদহ।

সনি এন্টারপ্রাইজ

এখাপ্পন রড, এপ্পঙ্গল, বার, সীট সহ যাবতীয় ষ্টীল সামগ্রী ও সিপ্পমন্সট পাইকারী ও খুচরা সুলভ মূপ্পল্ল পাওয়া যায়

Sony Enterprise

প্রোঃ মোঃ সাইম আলী (সনি)
মোবাইল : ০১৭১২-০১৫৩৭০

এখাপ্পন জমি ও প্লট সহজ ও সুদ বিহীন কিস্তি–প্পত ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

নওদাপাড়া আমচত্তর থপ্পক ১০০ গজ পশ্চিপ্পম, পারিবারিক স্বাস্থ্য কিওস্ক (তিপ্পল্লামা)-এর পাপ্পর্শ্ব, পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী।
মোবাইল (ম্যাপ্পনজার) : ০১৯২৬-৩৫৭৩৩৫, ০১৯১০-৭২৪৬৬৬।

সাক্ষাৎকার

মাওলানা ওযায়ের শামস

*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান**

[মাওলানা ওযায়ের শামস (জন্ম : ১৯৫৭) মুসলিম বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত মুহাক্কিক। তিনি জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস থেকে ফারেগ হওয়ার পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কায় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর গ্রন্থাবলী ও পাণ্ডুলিপিসমূহ তাহকীকে নিয়োজিত আছেন। তাঁর রচিত ও তাহকীককৃত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু (আরবী ও উর্দূ), শামসুল হক আযীমাবাদী, বুহূছ ওয়া তাহকীকাত লিল মায়মানী, আল-জামে' লি-সীরাতি শায়খিল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ খিলালা সাব'আতি কুরূন (যৌথভাবে), জামেউল মাসায়েল লি ইবনে তায়মিয়াহ (৫ খণ্ড), রাওয়াই'উত তুরাছ (বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি দুর্লভ রিসালাহ), আর-রিসালাহ আত-তাবূকিইয়াহ লি ইবনিল ক্বাইয়িম। এমনকি তিনি ইবনু তায়মিয়াহ বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিদ্বান মহলে সুপরিচিত। তিনি আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত থিসিসের উর্দূ অনুবাদ সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। বিগত কয়েক বছর পূর্বে তিনি জামে'আ সালাফিইয়া বানারাসে আগমন করলে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি উর্দূ মাসিক পত্রিকা 'মুহাদ্দিছ'-এর মে ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় উক্ত সাক্ষাৎকারটি 'আত-তাহরীক'-এর পাঠকদের জন্য অনূদিত হ'ল।]

প্রশ্ন : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে জানতে চাই।

ওযায়ের শামস : ১৯৬৬ সালে ফায়যে 'আম মাদ্রাসা, মৌ-য়ে আমার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর এক বছর যাবৎ ফার্সীর প্রাথমিক বইপত্র পড়াশোনা করি। এরপর দারভাঙ্গায় অবস্থিত 'দারুল উলূম আহমাদিয়া সালাফিইয়া'য় জামা'আতে উলায় ভর্তি হই এবং সেখানে আরবী শিক্ষা শুরু করি। পরের বছর আমার পিতা ইস্তফা দিয়ে এখান থেকে মুর্শিদাবাদ চলে যাওয়ার কারণে সেখানকার দারুল হাদীছ মাদ্রাসায় দোসরী জামা'আত শেষ করি। জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারসের শায়খুল হাদীছ যখন মাওলানা আযাদ রহমানী মারফত আমার পিতাকে বেনারসে ডেকে পাঠান তখন ১৯৬৯ সালে জামে'আ রহমানিয়া, বেনারসে তেসরী জামা'আত থেকে শিক্ষা অর্জন করি। চৌথী জামা'আতের পর 'আলামিয়াতের চার বছর ও ফাযীলাতের দুই বছর জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারসে সম্পন্ন করে ১৯৭৬ সালে ফারেগ হই। অতঃপর ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা অনুষদে ভর্তি হই। ১৯৮১ সালে অনার্স (লিসান্স) শেষ করে উম্মুল কুরা ও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় উভয়টিতেই মাস্টার্সে চান্স পাই। আমি উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্বাচন করি এবং ১৯৮৫ সালে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করি। মাস্টার্সে থিসিসের বিষয় ছিল التأثير العربي في شعر حالى ونقده 'হালীর কবিতায় আরবীয় প্রভাব ও তার সমালোচনা'। আমি এ থিসিসে হালীর 'মুসাদ্দাস' (ছয় পংক্তির কবিতা)-এর আরবীতে অনুবাদ করি। পিএইচ.ডি-তে আমার গবেষণার বিষয় ছিল الشعر العربي في الهند: دراسة نقدية 'ভারতে আরবী কবিতা : একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা'। ১৯৯০ সালে আমি যখন অভিসন্দর্ভ জমা দিতে চাইলাম, তখন সুপারভাইজারের সাথে আমার মতভেদ সৃষ্টি হয়। সেকারণ আমার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে আমি ডক্টরেট ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত হই। আমার শিক্ষা জীবন এ পর্যন্তই।

প্রশ্ন : আপনি কোন কোন শিক্ষক দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন?

ওযায়ের শামস : যখন আরবীর পহেলী জামা'আতে আহমাদিয়া সালাফিইয়া মাদ্রাসায় ছিলাম, তখন মাওলানা নূর আযীম নাদভীর কাছে প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েছিলাম। তিনি আমাদের আরবী বলা ও লেখার অনুশীলন করাতেন এবং 'ইমলা' বা শ্রুতলিখন সংশোধন করে দিতেন। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি যে, তিনি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মেহনত করেছিলেন। মরহুম চাচা মাওলানা আইনুল হক সালাফীর কাছে নাহু-ছরফের প্রাথমিক গ্রন্থগুলি পড়ি। সে সময় নাহু-ছরফের সমস্ত কায়েদা-কানূন মুখস্থ হয়ে যায়। যার ফল আজও পাচ্ছি। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারাও প্রভাবিত হই। মাওলানা মুহাম্মাদ রাঈস আহমাদ নাদভী ছাহেবের রিজাল শাস্ত্রের দক্ষতা ও মাওলানা আব্দুল মতীন ছাহেবের মা'কূলাতের পাণ্ডিত্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হই।

প্রশ্ন : আপনি যখন জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারসে ছাত্র ছিলেন তখন জামে'আ বিভিন্ন দিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। সে সময়ের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলুন!

ওযায়ের শামস : ঐ সময় জামে'আর শিক্ষা পরিবেশ কয়েকটি দিক থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। প্রথমতঃ সেখানে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকগণ মওজুদ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তখনকার পাঠ্যক্রম অত্যন্ত মানসম্পন্ন ছিল। মা'কূলাত, দ্বীনিয়াত এবং ভাষা ও সাহিত্য এই তিনটি বিষয়ের উপর পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। এর ফলে ছাত্ররা আরবী বলতে ও লিখতে অনুপ্রাণিত হ'ত। তৃতীয়তঃ তখন ছাত্র সংখ্যা কম ছিল। ছয়টি ক্লাসে সর্বসাকুল্যে প্রায় ১০০ জন ছাত্র ছিল। নতুন শিক্ষানীতিতেও আপনি দেখবেন যে, একটি শ্রেণীতে ২৫-এর অধিক ছাত্র রাখা হয় না। আমাদের ক্লাসেও ছাত্রের সংখ্যা ১৫-১৬ জন ছিল। ছাত্র কম হওয়ার কারণে শিক্ষকদের পূর্ণ মনোযোগ তাদের প্রতি নিবিষ্ট থাকত। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ছাত্রদের মাঝে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহের পারদ সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। আমরা পাঁচজন সহপাঠী বিশেষ করে মাওলানা ছালাহুদ্দীন, বদরুয্যামান নেপালী, রফী আহমাদ ও শিহাবুল্লাহ যা কিছু পড়তাম সে বিষয়ে পরস্পরে মতবিনিময় করতাম। تاريخ الدعوة الاسلامية 'ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাস' বইটির জন্য পালা নির্ধারিত ছিল। একজন ছাত্র পড়া শেষ করলে দ্বিতীয়জনের পালা

* শিক্ষক, বাউটিয়া দাখিল মাদ্রাসা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আসত। একজন কোন পত্রিকা পড়লে অন্যজন আরেকটি পত্রিকা পড়ত। একজন আহমাদ আমীনের বই পড়লে আরেকজন ত্বহা হুসাইন-এর বইপত্র পড়ত। আবার অন্যজন আক্কাদ-এর সাহিত্য পড়ত। মোটকথা প্রতিযোগিতার এক অদম্য আগ্রহ ছিল। যা তাদেরকে সামনে অগ্রসর হ'তে প্রেরণা যোগাতো। সে সময় ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। আমরা এখান থেকে বের হয়ে কখনো হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে, কখনো রামনগরে, কখনো সারনাথে চলে যেতাম। আবার কখনো গোদোউলিয়া চার্চে যেতাম। কখনো গুরুদুয়ারায় চলে যেতাম। সেখানে শিখদের পবিত্র গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছি। অর্থাৎ স্রেফ পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বরং ভ্রমণ ও আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমেও জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করি।

মোদ্দাকথা হ'ল, সে সময় জামে'আয় বড় বড় আলেম-ওলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের আগমন বেশী ঘটত। তাদের কাছ থেকে অনেক ইলমী ফায়েদা হাছিলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ক্বারী তৈয়ব ছাহেব দেওবন্দ থেকে এখানে আসেন। মাওলানা আবুল হাসান মিঞা আলী নদভী, প্রফেসর মুখতারুদ্দীন আরযু ছাড়াও আরব শায়খগণের আসা-যাওয়া চলতে থাকত। তাঁদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশের স্পৃহা সৃষ্টি হ'ত।

প্রশ্ন : বলা হয়ে থাকে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্ররা সমকালীন চাহিদা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করতে পারে না। যদি এটা সঠিক হয়, তাহ'লে আপনার দৃষ্টিতে এর সংস্কার কিভাবে সম্ভব?

ওযায়ের শামস : আমার মতে, আমরা যখন মাদ্রাসায় থাকি তখন সে সময় পৃথিবীতে কি ঘটছে এবং মুসলিম উম্মাহ্র সামনে কোন সমস্যা রয়েছে প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা বেশীর বেশী পত্র-পত্রিকা পড়ে জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু বাস্তবে আমরা সরাসরি সেসব সমস্যার মুখোমুখি হই না। আমার প্রস্তাব হ'ল, মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্তকারী প্রত্যেক ছাত্রকে আধুনিক কোন ইউনিভার্সিটির অধীনে এক বা দুই বছরের কোন কোর্স হতে পারে ডিপ্লোমা কোর্স অবশ্যই করা উচিত। সেখানে ছাত্ররা বিভিন্ন চিন্তাধারার মানুষের মুখোমুখি হবে, যার মাধ্যমে তাদের সাথে আলোচনা, বিতর্ক, সংলাপ প্রভৃতির নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে। মাদ্রাসা শিক্ষায় ততক্ষণ পর্যন্ত উদার মনোভাব সৃষ্টি হয় না যতক্ষণ না সেখানকার পরিবেশ থেকে বের হয়ে নানামুখী চিন্তাধারা মানুষের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা হয়। যুগের চাহিদার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্তকারীদেরকে সরাসরি জ্ঞানার্জনের মানসে নিজের সময়কে উক্ত পরিবেশে অতিবাহিত করতে হবে এবং বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার লোকদের মুখোমুখি হ'তে হবে।

প্রশ্ন : এক শ্রেণীর মানুষ মাদ্রাসার ছাত্রদের সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা অর্জন করার বিরোধী। তাদের ধারণা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়ার পরে মাদ্রাসা ছাত্রদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তারা তাদের দ্বীনী ও ইলমী পুঁজিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। এর কারণ কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ওযায়ের শামস : সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্রদের চিন্তা-ভাবনায় দৃশ্যমান পরিবর্তন এজন্য হয় যে, এখানে ছাত্ররা মৌলিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারে না। আমার দৃষ্টিতে এটা শিক্ষার ত্রুটি, ছাত্রের নয়। মাদ্রাসায় যেসব বিষয় তাদের মাথায় ঢুকানো হয় তাতে তাদের ভিতরে মযবূতী সৃষ্টি হয় না। যদি আপনি মাদ্রাসার অভ্যন্তরে এমন যোগ্যতা তৈরী করতে পারেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার মোকাবিলা করতে পারবেন, তাহ'লে আপনি বিজয়ী থাকবেন। অন্যথা পরাজিত হবেন। চিন্তাগতভাবে এর জন্য প্রয়োজন হ'ল, মন-মানসিকতায় উদার হওয়া। বিশেষ করে ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েলে বেশী কঠোরতা পরিহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ আমি এ আহ্বান জানাই যে, মাযহাবী মতভেদ সমূহে খুব বেশী গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এসব ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে অধিক থেকে অধিকতর বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম তদন্তের পর এর ফল এটা আসবে যে, এটা প্রাধান্যযোগ্য মত। কোন জিনিসকে আপনি বিদ'আত বলতে পারবেন না (ফিক্বহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে, আক্বীদার ক্ষেত্রে নয়)। এজন্য অনেক মানুষ এসব মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে ব্যস্ত থেকে জীবনপাত করে এবং বিরোধী মাযহাবকে নিজের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে। এমন মানসিকতা পরিবর্তন করা দরকার। এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করা উচিত নয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা হবে ইসলামী। যা অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনার মুকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে। আসলে আমরা যেসব মাসআলা নিয়ে আলোচনা করি তার ৯০ শতাংশ সেসব সমস্যা নয়, যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সমাজ, দেশ বা জাতি।

প্রশ্ন : বর্তমানে ইসলামী মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। দিন দিন মাদ্রাসার সাথে মানুষের সম্পর্ক দুর্বল হচ্ছে এবং অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় পাঠানোর ব্যাপারে আগ্রহ হারাচ্ছেন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের কার্যকরী পদক্ষেপ কি হ'তে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ওযায়ের শামস : জী হ্যাঁ। বর্তমান চিত্র অবর্ণনীয়। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের অবস্থা তো আরো খারাপ। হায়দরাবাদের মাদ্রাসাগুলোতে স্থানীয় ছাত্রদের কোন নাম-গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আরবী শ্রেণীগুলোতে তো মোটেও নেই। সুখের কথা হ'ল এ অবস্থা উত্তর প্রদেশের মাদ্রাসাগুলোতে নেই। তবে ধীরে ধীরে এ রোগ তীব্র আকার ধারণ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মাদ্রাসার কারিকুলাম এমন যুগোপযোগী না করবেন যে, অভিভাবকরা বুঝতে পারবেন যার ফলে এই ছাত্ররা ফারেগ হওয়ার পর কতটা উপকারী সাব্যস্ত হবে? ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হবে না। মাদ্রাসার ভিতরে যদি কোন ধরনের আকর্ষণী শক্তি না থাকে তাহ'লে মানুষ মনে করবে যে, এখানে পঠন-পাঠন সময় নষ্ট বৈ কিছুই নয়। মাদ্রাসাগুলোর আত্মসমালোচনা করা দরকার যে, তাদের ভিতরে কোন কোন জিনিসের ঘাটতি রয়েছে? কি কারণে ছাত্ররা মাদ্রাসামুখী হয় না? মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে

হবে এবং সেগুলির মধ্যে এমন নতুনত্ব সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ছাত্ররা এখানে মনের টানে আসে এবং ফারেগ হওয়ার পর কোন না কোন জায়গায় নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। মূলতঃ মাদ্রাসার যে সিলেবাস রয়েছে আদতে তা সিলেবাসই নয়। এখানে শুধু মোটা মোটা কিতাব আছে। এসব মোটা মোটা কিতাব পাঠ্যসূচীভুক্ত হতে পারে না। মাদ্রাসাগুলোতে সিলেবাস সংস্কার বলতে বুঝায় একটি কিতাবের নাম বাদ দিয়ে তদস্থলে অন্য কিতাবের নাম অন্তর্ভুক্ত করা। এটাকে সিলেবাস বা সিলেবাস সংস্কার বলা যায় না।

প্রশ্ন : তাহ'লে আপনি সিলেবাসে নতুনত্ব নিয়ে আসার পক্ষপাতী?

ওযায়ের শামস : জী হ্যাঁ! আপনারা মাদ্রাসায় ঐসব বিষয়ই পড়াবেন যা এখন পড়াচ্ছেন। কিন্তু সমকালীন চাহিদা অনুযায়ী পড়াবেন। কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, তাফসীর সবকিছুই পড়াবেন। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে। বর্তমানে আহলেহাদীছ মাদ্রাসাগুলোতে এ প্রবণতা আছে যে, তারা হানাফী ফিক্বহ পড়ান না। যে পরিবেশে একজন ছাত্র থাকে এবং যেখানে যে ফিক্বহের প্রচলন আছে, তা অধ্যয়ন করা যরূরী। এর পাশাপাশি অন্যান্য যেসব মাযহাব ও মাসলাক আছে তার পাঠদান করাও যরূরী। একজন শিক্ষার্থী যখন এ সমস্ত বিষয় না দেখবে তখন সে ফারেগ হওয়ার পর কি করবে? মানুষকে কিভাবে বুঝাবে? আপনারা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বা সিলেবাসের ত্রুটি এ বিষয়টা থেকে অনুমান করতে পারেন যে, যারা মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন তারা তাদের সন্তানদেরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও আধুনিক কলেজে পড়ান। এটা কেন? এর অর্থ হ'ল আপনাদের সিলেবাস ত্রুটিপূর্ণ। আপনারা যখন নিজেদের সন্তানদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি অনুধাবন করছেন, তাহ'লে জাতির সন্তানদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করার জন্য কেন উঠেপড়ে লেগেছেন?

প্রশ্ন : তাহকীক আপনার পসন্দের বিষয়। বিশেষত পাণ্ডুলিপির ময়দানে আপনি বিশাল খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাহকীক সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন!

ওযায়ের শামস : পাণ্ডুলিপির প্রতি আমার মনের টান শুরু থেকেই ছিল। (পাটনার) খোদাবখ্শ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সূচীপত্র তৈরী করার কাজে কিছুদিন নিয়োজিত ছিলাম। অতঃপর মদীনা ইউনিভার্সিটিতেও সূচীপত্র তৈরির কাজ করেছি। পাণ্ডুলিপির ময়দানে এমন বহু কিতাব আমার চোখে পড়েছে যা শত শত বছর যাবৎ ধরে অমুদ্রিত ছিল। সম্পাদনা করে সেগুলো প্রকাশ করা, সেগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা ও গবেষণা করা এবং প্রবন্ধ লেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। একটা সময় ছিল যখন অনেক কষ্টে পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হ'ত। কিন্তু এখন তো একাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিস্তৃত। এতে তাখাছ্ছুছ বা বিশেষ যোগ্যতা হাছিলের প্রয়োজন রয়েছে। আরবীর যোগ্যতা, আরবী লিপিকলা সম্পর্কে জ্ঞান, পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জানাশোনা থাকা যরূরী। আসলে খুব কম লোকই এদিকে মনোনিবেশ করে। তবে যার মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায় সে এটা ছেড়ে অন্য কোন দিকে যেতে চায় না। আমি ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) রচিত কিতাবগুলোর একটি তালিকা তৈরী করি যে, তাঁর কোন কোন কিতাব প্রকাশ হয়েছে এবং সেগুলি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে? আমি পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরীর তালিকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে বুঝতে পেরেছি যে, বহু বই অপ্রকাশিত রয়েছে। সঊদী আরবের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বহু পাণ্ডুলিপির ফটোকপি মওজুদ ছিল। তন্মধ্যে যেগুলো অপ্রকাশিত ছিল সেগুলি জমা করতে শুরু করি এবং এক এক খণ্ড করে ছাপতে থাকি।

আমি ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর ঐ সকল ফৎওয়া, রাসায়েল-মাসায়েল প্রভৃতি যা কোথাও ছাপা হয়নি সেগুলি একত্রিত করলাম, যা দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য আমি পৃথিবীর ৮০ থেকে ৮২টি লাইব্রেরীর প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ খণ্ডের তালিকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি। চাই তা আরবী, উর্দূ, ইংরেজী, ফার্সী, জার্মানী, ফরাসী যে ভাষাতেই হোক। অনুরূপভাবে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর কিতাবের উপরেও গবেষণা করেছি যে, পৃথিবীতে কোথায় কোথায় তাঁর কিতাবের হস্তলিখিত কপি পাওয়া যায়? আপনি ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর কোন কিতাব সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করুন! আমি বলে দিব যে, সেটার কোন কোন হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি কোথায় মওজুদ আছে? এভাবে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কি লিখেছে? তাঁর উপরে লিখিত প্রবন্ধ সমূহ, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কোন কিতাবে তাঁর উপর এক একটি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ বা বিশ্বকোষে তাঁর উপর যা কিছু লেখা হয়েছে তাও বলতে পারব। মোটকথা এসব বিষয় গবেষণা করার চেষ্টা করেছি। দু'টি Bibliography তৈরী করেছি। একটি তাঁর জীবনী সম্পর্কে এবং অন্যটি তার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে। ইনশাআল্লাহ দ্রুত তা প্রকাশ পাবে।

প্রশ্ন : মাদ্রাসার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন!

ওযায়ের শামস : মেহনত করুন! এখন থেকে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করুন যে, আমি কি হ'তে চাই? কোন ব্যক্তিকে নিজের আদর্শ হিসাবে নির্ধারণ করুন যে, তার মতো কাজ করব বা তার চেয়ে ভাল কাজ করব। অথবা যে ক্ষেত্রে শূন্যতা রয়েছে তা পূরণ করব। একথা জেনে নিন যে, প্রত্যেক মানুষ সব ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না। অথবা সকল বিষয়ে সমান যোগ্যতা হাছিল করতে পারে না। যে ব্যক্তি এরূপ দাবী করবে, সে নির্বোধ। যে বিষয়ে আকর্ষণ রয়েছে সেটা বেছে নেয়া উচিত। পঠন-পাঠন, দাওয়াত ও তাবলীগ, রচনা ও গবেষণা, অনুবাদ, সাংবাদিকতা, রাজনীতি যেটাই আপনার পসন্দ হবে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন! এজন্য আদর্শ ব্যক্তি নির্ধারণ করুন এবং নিজে মেহনত করুন। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সফলতা আসবে।

M.M Brand Shop

Your complate solution

Mauen Uddin Shah
01719-792738
Nasir : 01731-450728

oppo
vivo Smart Phone

এখানে সব ধরনের মোবাইল ফোন ও মোবাইল এক্সেসরিজ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

১ম শাখা : এন আরবি ব্যাংকের সামনে, অলোকার মোড় রাজশাহী
২য় শাখা : থিম ওমর প্লাজা, ৫ম তলা এস্কিলেটর সিড়ির সামনে, VIVO শো রুম

HOTEL MUKTA
INTERNATIONAL (RESIDENTIAL)

(A trusted home with a family touch)

Ganakpara, Shaheb Bazar (In front of T&T), Rajshahi-6100.
Phone : 880-721-771100, 771200
Mobile : 01711-302322.
Email: admin@hotelmukta.com.bd
website: hotelmukta.com.bd

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ সফল হৌক

মা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ

এখানে জানালা, দরজা, গ্রীল, ষ্টীলের খাট, কেচিগেট, জমাট গেট, সার্টার গেট ইত্যাদি তৈরী ও বিক্রয় করা হয়।

প্রোপাইটর মোঃ রানা
উত্তর নওদাপাড়া, আমচত্বর এর পশ্চিম পার্শ্বে, বাইপাস রোড, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২৫-৪৩২৯১১; ০১৮২৬-৬০২৪৪৭।

শওকত ইলেকট্রিক এণ্ড হার্ডওয়ার

হার্ডওয়ার, ইলেকট্রিক, সেনেটারী এবং সাইকেল ও রিক্সার যাবতীয় পার্টস বিক্রেতা।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ সফল হোক

নওদাপাড়া, টেক্সটাইল মোড় (ফাতেমা মার্কেট) রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৪৩-৮৭০৯৩৫।

গোলাপ ডেকোরেটর

এখানে বিভিন্ন সম্মেলন, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল, বিবাহ, ওয়ালীমা সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ সফল হোক

প্রোঃ মুহাম্মাদ গোলাপ হোসেন
নাড়ুয়ামালা, উপযেলা-গাবতলী, বগুড়া,
মোবাইল : ০১৭১৮-৬৫৮০৭৪।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)

HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)

0721-773721, 01712-439021

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা

তাবলীগী ইজতেমা'২০ সফল হোক।

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

আখিরাতের মনযিল সমূহ

*মুহাম্মাদ নাজমুল আহমাদ**

ভূমিকা :

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়াবী জীবনের নির্ধারিত সময় তথা হায়াত শেষ হ'লে মৃত্যুর মাধ্যমে পরকালে পাড়ি জমাতে হবে। পার্থিব জীবনের স্বল্প সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু ওমর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ 'তুমি পৃথিবীতে এমনভাবে দিন যাপন কর যেন একজন আগন্তুক অথবা একজন মুসাফির'।[১] কারণ আমরা ছিলাম রূহের জগতে। অতঃপর মাতৃগর্ভে এবং সেখানে থেকে এ দুনিয়ায়। প্রতিটি স্তরে আল্লাহ্র হুকুমে আমাদের আগমন ও প্রত্যাগমন হয়েছে এবং হবে। ইচ্ছা করে আমরা কোন একটি মনযিলে নির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা দ্রুত করতে পারি না, বিলম্বও করতে পারি না *(নাহল ১৬/৬১)*। আমাদের বর্তমান অবস্থান স্থল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মনযিলে, যেটা পরকালীন সকল মনযিলের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ের একমাত্র ক্ষেত্র। অথচ এখানকার সময়সীমা সম্পর্কে কারো কিছু জানা নেই। কাজেই আমাদের উচিৎ মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে গণীমত স্বরূপ গ্রহণ করা।[২] পরকালীন জীবনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। সাথে সাথে আখেরাতের মনযিল সমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া। আলোচ্য নিবন্ধে আখেরাতের মনযিল সমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

১. কবর :

কবর পরকালীন জীবনের প্রথম মনযিল। এখান থেকেই মানুষের পার্থিব জীবনের আমলের প্রতিদান স্বরূপ পুরস্কার অথবা তিরস্কার প্রাপ্তি আরম্ভ হয়। এখানে মুক্তি পেলে পরবর্তী সকল স্তর সহজ হয়ে যায়। ওছমান (রাঃ)-এর মুক্ত দাস হানী বলেন যে, ওছমান (রাঃ) কোন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করা হ'লে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ এই কবর দর্শনে আপনি এত বেশী কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، 'আখেরাতের মনযিল সমূহের মধ্যে কবর হ'ল প্রথম মনযিল। এখান হ'তে কেউ মুক্তি পেয়ে গেলে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। আর এখান থেকে কেউ মুক্তি না পেলে পরবর্তী মনযিলগুলো তার জন্য আরোও কঠিন হবে'।[৩] মৃত্যুর পর এই কবর আমাদের বাড়ী *(ছোয়াদ ৩৮/৪৬)*। যেখানে থাকতে হবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। আর ক্বিয়ামত কবে হবে, তা কারো জানা নেই। কাজেই এই দীর্ঘ বারযাখী জীবন কিভাবে সুখময় করা যায়, সেই বিষয়ে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান।[৪] যেমনটা ছিলেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আঃ) *(ছোয়াদ ৩৮/৪৫)*।

২. হাশর :

প্রথম শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হ'লে সব প্রাণী মারা যাবে। অতঃপর আবার ফুৎকার দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে, তবে যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর শিঙ্গায় আরেকটি ফুঁক দেওয়া হবে। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে' *(যুমার ৩৯/৬৮)*।

অত্র আয়াতে দু'বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার কথা এসেছে। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির ব্যবধান কতটুকু, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ 'দুই ফুঁকের মধ্যবর্তী সময় কাল হ'ল চল্লিশ'। লোকেরা বলল, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি বলতে পারব না। তারা বলল, চল্লিশ বছর? তিনি একই জবাব দিলেন। লোকেরা বলল, চল্লিশ মাস? তিনি বলতে অস্বীকার করলেন। আর এই সময়ের মধ্যে মানুষের দেহের সবকিছু পচে-গলে যাবে, তার মেরুদণ্ডের নিম্নাংশটুকু ব্যতীত। যা থেকেই তার দেহ গঠন করা হবে'।[৫] তবে ইবনু কাছীর (রহঃ) তিনটি ফুঁকের কথা বলেছেন, ১. ভীত-কম্পিত হওয়ার ফুঁক[৬], ২. মৃত্যুর ফুঁক এবং ৩. বেঁচে ওঠার ফুঁক।[৭] তবে দু'টি ফুঁকই অগ্রগণ্য।

অতঃপর কবর উন্মোচিত করা হবে *(ইনফিতার ৮২/৪)*। সকলকেই একত্র করা হবে *(কাহাফ ১৮/৯৯)*। এই সমবেতকরণ মহান আল্লাহ্র জন্য অতিশয় সহজ *(ক্বফ ৫০/৪৪)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তাহ'লে পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের দিকে তাকাবে। তিনি বললেন, এরকম ইচ্ছা করার চেয়ে তখনকার অবস্থা হবে অতীব সংকটময়'।[৮] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، 'প্রত্যেক বান্দা ক্বিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করল'।[৯]

মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে সকলে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী স্থান পাবে। বিচার দিবসের ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানা যায়

---

* *বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

১. *বুখারী হা/৬৪১৬; তিরমিযী হা/২৩৩৩।*
২. *তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/৫১৭৪।*
৩. *তিরমিযী হা/২৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/৪৫৬৭; ছহীহুল জামে' হা/১৬৮৪।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯।*
৫. *বুখারী হা/৪৮১৪; মুসলিম হা/২৯৫৫; মিশকাত হা/৫৫২১।*
৬. *সূরা নমল ৮৭ আয়াত এবং ছহীহ মুসলিম হা/২৯৪০।*
৭. *সূরা ইয়াসীন ৩৬/৪৯-৫০; যুমার ৩৯/৬৮; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নমল ৮৭ আয়াত।*
৮. *বুখারী হা/৬৫২৭; মুসলিম হা/২৮৫৯; মিশকাত হা/৫৫৩৬।*
৯. *মুসলিম হা/২৮৭৮; মিশকাত হা/৫৩৪৫।*

যে, দুনিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান হবে এক দিন। فَيَرَى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ 'তারপর সে (প্রত্যেক বান্দা) তার পথ দেখতে পাবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে'।[১০]

কাজেই প্রত্যেক আদম সন্তানের উচিৎ সেই ৫০ হাযার বছর দীর্ঘ দিবসের ভয় করা। পার্থিব জীবন সেই তুলনায় কত নগণ্য তা চিন্তা করা। আর হাশরের মাঠ আখেরাতের মনযিল সমূহের অন্যতম মনযিল। ঠিক যেন দুনিয়ার উল্টা পিঠ। এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যেমন অন্য নতুন এক পৃথিবী হবে।[১১] সেখানে মানুষের কৃত আমলের হিসাব হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আজ (পৃথিবী) আমলের জন্য আর কাল (পরকাল) হিসাবের জন্য'।[১২]

৩. পুলছিরাত :

বিচারকার্য পরিসমাপ্তির পর বান্দা যখন জান্নাত অথবা জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে তখনও জান্নাতের পথ কন্টকাকীর্ণ থাকবে। নতুন আরেকটি মনযিলের সম্মুখীন হবে হাশরবাসী। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا، 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত, অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের মুক্তি দিব এবং সীমালংঘনকারীদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব' *(মারইয়াম ১৯/৭১-৭২)*। অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে, পাপ প্রায়শ্চিত্তের পর নাজাত পাবে। পক্ষান্তরে মুত্তাকী ব্যক্তি সহজে জাহান্নামের উপরিস্থিত সেতু অতিক্রম করার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।[১৩] এ পুল জাহান্নামের উপরে স্থাপিত, যা বান্দার আমল অনুসারে সহজ অথবা কঠিন হবে।[১৪] রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا، 'এরপর জাহান্নামের উপর পুল কায়িম করা হবে। যারা পুল পার হবে, আমি এবং আমার উম্মত তাদের মধ্যে প্রথম থাকব'।[১৫]

৩. ক্বানত্বারাহ :

অর্থাৎ পুলছিরাত পার হবার পর পুনরায় যে স্থানে মানুষ আটকে যাবে তা ঠিক আ'রাফের উপর স্থাপিত অভার ব্রিজ স্বরূপ।[১৬] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا، 'মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের উপর তাদের দাঁড় করানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল এখানে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করানো হবে'।[১৭]

৪. আ'রাফ :

আল্লাহ বলেন, 'উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি পর্দা থাকবে। আর আ'রাফের উপর অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার (উজ্জ্বল ও মলিন) চিহ্ন দেখে চিনে নিবে। তারা তখন জান্নাতীদের ডেকে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর যখন জাহান্নামবাসীদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা) বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথী করো না। আ'রাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দেখে চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের জনবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজে আসল না। (জাহান্নামের উদ্ধত নেতারা দুর্বল আ'রাফবাসীদের প্রতি ইশারা করে বলবে) এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন না (কেননা আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে সচ্ছলতা দেননি। আখেরাতে কেন দিবেন?)। তখন আল্লাহ (আ'রাফবাসীদের উদ্দেশ্যে) বলবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তান্বিত হবে না' *(আ'রাফ ৭/৪৬-৪৯)*।

৫. জাহান্নাম :

আখেরাতের মনযিল সমূহের মধ্য সর্বাধিক ভয়াবহ মনযিল হ'ল জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا 'নিশ্চয়ই ওটি অত্যন্ত মন্দ, আশ্রয়স্থল ও বসবাসের স্থান হিসাবে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৬)*। তিনি আরো বলেন, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 'আর তোমরা জাহান্নাম থেকে ভীত হও। যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৩১)*। জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ، 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে থাকবে' *(যুখরুফ ৪৩/৭৪)*।

কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদেরকে এই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সেখানে তারা নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করবে। যারা জাহান্নামী হবে, সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَلأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ '(ক্বিয়ামতের দিন)

---

১০. বুখারী হা/১৪০২।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৭৯; সূরা ইব্রাহীম ১৪/৪৮।
১২. বুখারী, মিশকাত হা/৫২১৫।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৪২৮০।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৮১।
১৫. বুখারী হা/৭৪৩৭; মুসলিম হা/১৮২।
১৬. আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে উঁচু প্রাচীর (আ'রাফ ৭/৪৬)। আর কানত্বারাহও উভয়ের মধ্যে আ'রাফের উপরে ওভার ব্রিজ (বুখারী হা/৬৫৩৫)।
১৭. বুখারী হা/৬৫৩৫।

জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে, এ জীবন চিরন্তন, যার কোন মৃত্যু নেই। জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! এ জীবন চিরন্তন, যার কোন মৃত্যু নেই'।[১৮]

৬. জান্নাত :

জান্নাত পরকালীন জীবনে মুমিন-মুত্তাক্বীদের আবাসস্থল। হাশরের ময়দানে বিচারের পর মুত্তাকী বান্দাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ 'নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে জান্নাতে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২২)*। তিনি আরো বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ، 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মাদি সম্পাদন করেছে, তারা হ'ল জান্নাতের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮২)*। জান্নাতের সেই জীবন হবে অনন্তকালের, যার কোন শেষ নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন, তারপর রাব্বুল আলামীন তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলবেন, পৃথিবীতে যে যার অনুসরণ করত, এখন কেন সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে না? অতএব ক্রুশ পূজারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তি পূজারীদের জন্য মূর্তি, অগ্নি উপাসকদের জন্য আগুন উপস্থাপন করা হবে এবং সকলেই নিজ নিজ পূজনীয় মা'বূদদের সাথে চলবে।

আর মুসলমানরা তাদের জায়গাতেই থেকে যাবে। রাব্বুল আলামীন তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা কেন ঐসব মানুষদের অনুসরণ করছ না? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, নাউযুবিল্লাহ মিনকা (আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আল্লাহ তা'আলাই আমাদের প্রভু। আর এটা আমাদের জায়গা। আমরা আমাদের প্রভুর সাক্ষাৎ পাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ স্থান ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিবেন এবং তাদেরকে নিজ জায়গায় অটল রাখবেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা কেন ঐসব মানুষের অনুসরণ করছ না? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, আল্লাহ আমাদের রব এবং এটা আমাদের অবস্থানস্থল। আমরা আমাদের রবের দেখা পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ জায়গা ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে আদেশ দিবেন এবং স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন।

ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমরা কি আমাদের প্রভুর দেখা পাব? তিনি বললেন, তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে অন্যদেরকে কষ্ট দিতে হয়? তারা বললেন, না, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, অনুরূপভাবে সে সময় তোমরা তাঁকে দেখার জন্য তোমাদের কাউকে যন্ত্রণা দিতে হবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আড়ালে চলে যাবেন।

তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে নিজের পরিচয় উপস্থাপন করে বলবেন? আমিই তোমাদের প্রভু। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মুসলমানরা উঠে দাঁড়াবে। চলার পথে পুলছিরাত স্থাপন করা হবে। তারা তা খুব সহজেই দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের মতো অতিক্রম করবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবে, সাল্লিম সাল্লিম (হে আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদ রাখো)।

জাহান্নামীরা অতিক্রম করতে না পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের মধ্য হ'তে একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর জাহান্নামকে প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? আবার আরেকটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? এভাবে সমস্ত জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দয়ালু প্রভু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পা তার উপর রাখবেন এবং এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলবেন, যথেষ্ট হয়েছে তো। জাহান্নাম বলবে, হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন মৃত্যুকে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফা'আত লাভের আশায় আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চেনো? জান্নাতী ও জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা মৃত্যু যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই'।[১৯]

এই নে'মতপূর্ণ জান্নাতের আছে শতাধিক স্তর এবং প্রত্যেক স্তরের মাঝে ব্যবধান আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান। আর ফেরদাউস যার সর্বোচ্চ স্তর। যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী তাদের জন্য নবী করীম (ছাঃ) এরূপ স্থানে একটি গৃহ প্রদানের ব্যাপারে যামিনদার হবেন।[২০]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, আখেরাতের মনযিল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর সেগুলি থেকে সতর্ক-সাবধান হওয়ার জন্য দুনিয়াতে সাধ্যমত আমলে ছালেহ করতে হবে। যাতে করে পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে জান্নাত লাভ করা যায়। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

১৮. বুখারী হা/৬৫৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৮১২০।

১৯. তিরমিযী হা/২৫৫৭; ছহীহুল জামে' হা/৮০২৫।
২০. আবূ দাঊদ হা/৪৭২৫।

সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

১.

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে বেশ কয়েক বছর পর এবার বড় আয়োজনে বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা হ'তে যাচ্ছে জেনে খুশী হলাম। আরো ভাল লাগল যখন জানলাম শায়খ মতীউর রহমান মাদানী (দাম্মাম)-কে সম্মেলনে অতিথি হিসাবে দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে। তবে আমাকেও সেখানে আমন্ত্রণ করা হয়েছে জেনে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিনি। কেননা গত বছর সিঙ্গাপুরের ভিসার আবেদন করেছিলাম। কোন প্রত্যুত্তর আসেনি। তদুপরি গত মাসেই ঘুরে এসেছি পাকিস্তান। সুতরাং সিঙ্গাপুর হাই কমিশন এক পলকেই আবেদন রিজেক্ট করবে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবুও আয়োজক ভাইদের বিশেষ অনুরোধে আবেদন করলাম। অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে ট্রাভেল এজেন্সী থেকে জানাল যে, ই-ভিসা মিলেছে এক মাসের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ। ভিসাপ্রাপ্তিতে নিজে যেমন বিস্ময় বোধ করলাম, তেমনি বিস্মিত হলেন সিঙ্গাপুরের ভাইয়েরাও। ওদিকে শায়খ মতীউর রহমান মাদানীও আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। ফলে কমপক্ষে আমার ভিসা মঞ্জুর হয়েছে জেনে তারা খুব খুশী হলেন।

ইজতেমার পূর্বদিন সকাল ৮.২৫-এ বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে রওয়ানা হলাম ক্ষুদ্র অথচ পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ সিঙ্গাপুরের পথে। জানালার পার্শ্বে বসে নীলাকাশের অপরূপ বৈচিত্র্য আর তলদেশে মায়ানমারের পাহাড়ী ভূখণ্ড দেখতে দেখতে সম্মেলনে বক্তব্যের বিষয় ঠিক করে নেই। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ। ভাবনার রাজ্যে উঁকি-ঝুঁকি দেয় কতকিছু। দীর্ঘ সোয়া চার ঘণ্টার পথ। আকাশপথ কেন যেন শেষ হতে চায় না। গেল বার পাকিস্তান যাওয়ার পথে এক সহযাত্রীর কথা মনে পড়ে। বিমানযাত্রার একঘেয়ে সময়টার কথা বলতে চমৎকার এক প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। এই যে এত বিশাল একটা যান। অথচ বাতাসের বুকে কোন দৃশ্যমান ভর ছাড়াই কেমন তরতর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই বাতাসে কি এমন অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যাতে ভর করে কয়েকশ টনী বিমান এতগুলো যাত্রী নিয়ে পাখির মত ভেসে চলেছে! আসমান-যমীনের যিনি মালিক তার সৃষ্টি কৌশল কতই না বিচিত্র! সূরা নাহল ৭৯ আয়াতে আল্লাহ এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিদের প্রতি? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'। যে কোন সময় আল্লাহ চাইলে এই নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন হ'তে পারে। অথচ মানুষ আমরা কতই না গাফেল? এমন অরক্ষিত অবস্থাতেও ভ্রুক্ষেপহীনভাবে কত লোক টিভি স্ক্রীনে অশালীন মুভিতে বুঁদ হয়ে আছে। মনে হয় না জীবন ও জগত সম্পর্কে তাদের কোন চিন্তা আছে। ক্ষণকালে মৌজ-মাস্তিতেই এরা জীবনের পরমার্থ খোঁজে। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। করুণাময়ের কাছে হেদায়াতের পথে অবিচল থাকার প্রার্থনা করি।

স্থানীয় সময় ২.৪০ মিনিটে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে বিমান ল্যাণ্ড করে। আগেই জেনেছি গত ৭ বছর ধরে এটি বিশ্বের সর্বসেরা এবং অন্যতম ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। সেই হিসাবে যতটা কুলকিনারাহীন হবে ভেবেছিলাম ততটা নয়। সহজেই ইমিগ্রেশনে পৌঁছা গেল। আগে থেকে বার বার সতর্ক করা হয়েছে যে, দাড়ি-টুপি কিংবা পোষাকের কারণে হয়ত বিশেষ চেকিংয়ের শিকার হতে হবে। মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। তবে বিস্ময়কর সৌজন্য দেখিয়ে ইমিগ্রেশনে বসা অফিসার কোন প্রশ্নই তুললেন না। নির্বিবাদে পাসপোর্ট ফেরৎ দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

লাগেজ বেল্টে যাওয়ার পথে চোখ আটকায় ডিউটি ফ্রি শপের দিকে। দেওয়ালে বড় করে টাঙানো বিজ্ঞপ্তি- 'বাই অল দ্যা ওয়াইন ইউ ওয়ান্ট, নো লিমিটস্, নো ট্যাক্স, নো ডিউটিজ্ : ফ্রি হোম ডেলিভারী+ডিউটি ফ্রি এলাউন্স ২ লিটারর্স'। ভাবানুবাদ হ'ল- যত খুশী মদ কেনো, না লাগবে কর, না লাগবে শুল্ক। বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া ফ্রি। আর সাথে থাকছে আরো দুই লিটার শুল্কমুক্ত মদ'। পাশের দোকানে সাজিয়ে রাখা সারি সারি মদ। কলম্বোতে প্রথমবার যখন মোড়ে মোড়ে মদের দোকান দেখি, তখন অচেনা অনুভূতিতে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। আজও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। অপ্রসন্ন চিত্তে ব্যাগেজ হাতে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসি। বাইরে অপেক্ষমাণ ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল হালীম, উপদেষ্টা মুনীরুল ইসলাম ও মোয়াযযম হোসাইন এবং মাহবুবুর রহমান, সামী ইউসুফ, রাকীবুল ইসলাম, কাওছার হোসাইনসহ বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল ভাই। তাঁদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় শেষে মুনীর ভাইয়ের গাড়িতে রওয়ানা হ'লাম শহর অভিমুখে।

চাইনিজ নিউ ইয়ার উপলক্ষ্যে সিঙ্গাপুর সিটিতে এখন ছুটির আমেজ। রাস্তায় যান-বাহনের সংখ্যা বেশ কম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুমসৃণ ক্যানোট ড্রাইভ রোড। চোখ আটকে যায় ফুলের কারুকার্যে ঘেরা পরিপাটি আইল্যাণ্ডে। দু'ধারে ছাতার মত বিশাল বিশাল বক্রাকার শতবর্ষী রেইনট্রির সারি যেন গাড় সবুজে ঘেরা টানেল তৈরী করেছে। ছোট্ট দেশ বলে দৃষ্টিনন্দন স্কাইক্রাপার্সে ঘিরে আছে আকাশ। তবে উন্মুক্ত সবুজ পার্ক, ফুলেল চত্বরেরও অভাব নেই। বাড়ি-ঘরগুলোর গা বেয়ে সবুজ পাতাবাহার কিংবা অর্কিড ঝুলে রয়েছে। সিঙ্গাপুরে প্রবেশমাত্র সবুজের এই প্রাচুর্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে।

মিনিট বিশেকের মধ্যে সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ শপিং মল মোসত্বফা সেন্টারের নিকটস্থ জালান বেসার রোডে হোটেল ক্লাসিকের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। এই হোটেলের ৪০৫ নং কক্ষটি আমার ক্ষণিকের আবাস স্থল। লাগেজ রেখে দুপুরের খাবার খেতে গেলাম হোটেলের অদূরে সিঙ্গাপুরে

বাংলাদেশীদের মিলনস্থল বাংলা স্কয়ারে। ছোট্ট এই দেশে প্রায় লক্ষাধিক বাঙালী রয়েছে। প্রতি রবিবার বাঙালীরা এখানে এসে জড়ো হন। মদীনার সুক বাঙ্গালের মত এই রোডের দোকানগুলোতে বাংলায় সাইনবোর্ড লেখা। বাজারের লোকজন অধিকাংশই বাঙালী। বাড়ীঘরগুলো বেশ পুরনো আমলের। বাঙালীদের কারণেই এলাকাটি আবাদ হয়েছে। দুঃখজনক হ'ল, এখানে রাস্তার কোণে আবর্জনা, পানের পিক আর আধা-পোড়া সিগারেটের অস্তিত্ব পাওয়া গেল, যা সিঙ্গাপুরের অন্য কোথাও বিরল। ডেসকার রোডে সামী ইউসুফ ভাইয়ের এক আত্মীয়ের হোটেল ধানসিঁড়িতে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। আশপাশে আরো বেশ কয়েকটি বড় বাঙালী হোটেল আছে। ভর্তা, ছোট মাছের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে বাঙালী নানা প্রকার খাবার এখানে পাওয়া যায়। বাংলা স্কয়ারের এই এক টুকরো বাংলাদেশ প্রবাস জীবনে দু'দণ্ড প্রাণখুলে কথা বলার উপলক্ষ্য এনে দেয় সিঙ্গাপুরের বাঙ্গালীদের। এক ফাঁকে পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলিয়া মসজিদে যোহর-আছরের ছালাত আদায় করে আসি। তাবলীগ জামা'আতের মারকায হিসাবে মসজিদটি পরিচিত। এই মসজিদের নাম অনেক শুনেছি সংগঠনের ভাইদের মুখে। একসময় তাঁরা এখানে সাড়ম্বর আয়োজনে সাংগঠনিক প্রোগ্রাম করতেন। তবে মসজিদটি পুনর্নির্মাণের পর এখনও অনুমতি পাননি।

আছরের পর হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই। মাগরিবের পূর্বে 'আন্দোলন' সিঙ্গাপুর শাখার উপদেষ্টা যিয়াউল করীম ভাই ও তাঁর স্ত্রী হোটেল রুমে আসলেন। তাঁদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের পর আমরা আঙ্গুলিয়া মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং সেখানে মাগরিবের ছালাত আদায় করি। এসময় 'আন্দোলনে'র সভাপতি শফীকুল ইসলাম ভাইসহ আরও বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল ও শুভাকাঙ্খী এসে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর একসাথে এক ইন্ডিয়ান হোটেলে আমরা চা পান করে সিঙ্গাপুরের অন্যতম প্রাচীন ও জাতীয় মসজিদ সুলতান মসজিদে এশার ছালাত আদায়ের জন্য গেলাম। ১৮২৬ সালে নির্মিত এই মসজিদে একসাথে প্রায় পাঁচ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে। একসময় এই মসজিদে সংগঠনের নিয়মিত প্রোগ্রাম করার অনুমতি ছিল। দোতলার নির্দিষ্ট স্থানে কখনও প্রোগ্রামে পাঁচ শতাধিক লোকেরও উপস্থিতি হ'ত। তবে বর্তমানে নতুন কমিটি আসায় নিরাপত্তার অজুহাতে সে সুযোগ বন্ধ রয়েছে। ছালাত আদায়ের পর মুনাজাত ও উচ্চৈঃস্বরে যিকির-আযকার হ'ল। অতঃপর ইমাম ও মুওয়াযযিন উভয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে দরূদ পাঠ করতে লাগলেন। অপরদিকে কিছু মুছল্লী দাঁড়িয়ে তাঁদের সামনে চক্রাকারে তাওয়াফের ভঙ্গিমা করেন। এমন বিদ'আতী রীতি ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি। সেই সাথে মালয়ী সংস্কৃতি মোতাবেক সালামের পর পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর সাথে মুছাফাহা করার রীতি তো আছেই। আমার মনে হ'ল, যেহেতু ছালাত শেষে উভয় পার্শ্বে সালাম ফিরানো হয়, তাই সালাম শেষে মুছাফাহা করার এই রীতি তারা চালু করেছেন। কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতে মুসলিম সমাজ যে কিভাবে ভরে গেছে, তা দেখলে অবাক হ'তে হয়। এসব থেকে বোঝা যায়, রাসূল (ছাঃ) বিদ'আতের বিরুদ্ধে কেন এত কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

সুলতান মসজিদ পরিদর্শন শেষে মসজিদ চত্বরে আমরা পরবর্তী দিন সম্মেলনের কার্যক্রম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বৈঠক করি। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আমরা আবার ধানসিঁড়ি হোটেলে এসে রাতের খাবার খাই। এসময় সিঙ্গাপুর প্রবাসী আমার মামা শ্বশুর তথা স্ত্রীর ছোট মামা হোটেলে এসে উপস্থিত হন এবং আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর রাত ১১টার দিকে ক্লাসিক হোটেলে ফিরলাম।

২.

সুলতান মসজিদ সংলগ্ন এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত। পার্শ্ববর্তী রোডগুলোর নাম আরব রোড, মাসকাট রোড, বাগদাদ রোড, কান্দাহার রোড ইত্যাদি, যা এখানে মুসলিম ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। সিঙ্গাপুরে মাত্র এই মসজিদেই মাইকে উন্মুক্ত আযান হয়। সাথে একটি আবাসিক মাদরাসা রয়েছে, যদিও শিক্ষার্থীদের দেখা পেলাম না। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রুনেইয়ের মত সিঙ্গাপুরও একটি মুসলিম দেশ ছিল। ১৫০০ থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত এটি মালাক্কা এবং জোহর মুসলিম সালতানাতের অংশ ছিল। অতঃপর দেশটি বৃটিশদের করতলগত হয় এবং শরী'আহ আইন রদ করে দেয়া হয়। এ সময় ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রচুর চায়নিজ এদেশে অভিবাসী হয়ে আসে। এছাড়া থাইল্যাণ্ড, মিয়ানমার থেকেও বৌদ্ধরা আগমন করতে থাকে। ফলে একসময় দেশটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হয়। বর্তমানে মোট ৫৬ লক্ষ জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% বৌদ্ধ। দখলদারিত্ব ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে বৃটিশরা ১৯৬৩ সালে দেশটিকে মালয়েশিয়ার সাথে সংযুক্ত করে দিয়ে যায় কম্যুনিজমের উত্থান ঠেকাতে। পরে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হ'লে ১৯৬৫ সালে মালয়েশিয়া দেশটিকে বহিষ্কার করে এবং সিঙ্গাপুর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন মালয়ী বংশোদ্ভূত মুসলমান ইউসুফ বিন ইসহাক। একই সাথে প্রধানমন্ত্রী হন সিঙ্গাপুরের স্থপতি খ্যাত চাইনিজ বংশোদ্ভূত লি কুয়ান ইউ। যিনি তাঁর ত্রিশ বছরের শাসনকালে মাত্র ৭০০ বর্গকিলোমিটারের এই ক্ষুদ্র দেশটিকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর অর্থনীতির দেশে পরিণত করেন। ব্যাপকভাবে নগরায়িত হওয়ার কারণে এই ক্ষুদ্রতা এখন বোঝার উপায় নেই। প্রতিটি জমিই এখানে কাজে লাগানো হয়েছে। তাছাড়া প্রতিবছরই সমুদ্রে ভরাট ফেলে দেশটির আয়তন অল্প অল্প করে বাড়ানো হচ্ছে।

বহু সংস্কৃতির দেশ সিঙ্গাপুর। একই স্থানে শিখ, হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদের উপাসনালয়ের পাশাপাশি মসজিদ দেখা যায়। রাস্তাঘাটে একই সময়ে নানা বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষের চলাফেরা

দেখে বুঝার উপায় নেই যে, কারা এখানকার মূল বাসিন্দা। তবে প্রধান ভাষা ইংরেজী হওয়ায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না। পথে-ঘাটে সচরাচর চোখে পড়ে সিংহের মূর্তি। প্রাচীন কাহিনী মতে, একবার সামুদ্রিক ঝড় থেকে তাদের বাঁচিয়ে দেয় মারলিন তথা সিংহ-মৎস আকৃতির একটি পৌরাণিক প্রাণী। সেই থেকে এই সিংহ-মৎস্য তাদের গর্বের প্রতীক। এজন্য নগরীর প্রাণকেন্দ্রে মারলিনের একটি মূর্তি তারা বানিয়ে রেখেছে যার মুখ থেকে অবিরাম পানির ফোয়ারা নির্গত হয়। সিঙ্গাপুরের সিঙ্গা শব্দটিরও জন্ম সংস্কৃত শব্দ 'সিংহ' থেকে। অর্থাৎ সিংহদের রাজ্য।

দেশটিতে মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমানে মাত্র ১৫%। তবে সমাজে তাদের উপস্থিতি ও প্রভাব বেশ চোখে পড়ার মত। নেপালের পর সিঙ্গাপুরই একমাত্র অমুসলিম দেশ যেখানে ইসলামের চিহ্ন হিসাবে জাতীয় পতাকায় চাঁদের ব্যবহার রয়েছে। প্রায় ৮০টির মত মসজিদ রয়েছে ছোট্ট এই দেশটিতে এবং সব মসজিদই চমৎকার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। রয়েছে ৬টি বড় মাদরাসাসহ ছোট ছোট অনেক মাদরাসা ও ইসলামিক স্কুল। মজলিস উলামা ইসলাম সিঙ্গাপুর (মুইস) নামে একটি সরকার অনুমোদিত সংস্থা এই মসজিদ ও মাদরাসাগুলো পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করে। সিঙ্গাপুরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট একজন মহিলা ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত মুসলিম হালীমা ইয়াকুব। মুসলমানরা সিংহভাগ শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী হ'লেও হানাফীও রয়েছে, যারা মূলতঃ দক্ষিণ এশীয়। এছাড়া শী'আ, বাহাই, আহমাদিয়াদেরও স্বল্প উপস্থিতি রয়েছে।

৩.

সিঙ্গাপুরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসও বেশ পুরনো। বেশ কয়েকটি সালাফী মসজিদ ও মাদরাসা সেখানে রয়েছে। সালাফীরা এদেশে মুহাম্মাদী নামে পরিচিত। তাদের পরিচালিত দাওয়াতী কার্যক্রম 'মুহাম্মাদিয়া মুভমেন্ট' নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক যুগে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা থেকে রিজাল আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান হারূন এবং আমীর ঈসা নামক তিনজন দাঈ সিঙ্গাপুরে আগমন করেন এবং বিভিন্ন মসজিদ ও মাদরাসায় শিরক ও বিদ'আতবিরোধী দাওয়াত প্রচার শুরু করেন। তারা সমাজে প্রচলিত মীলাদ সহ নানা কুসংস্কার ও তাক্বলীদের বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করতে থাকেন। কিন্তু স্থানীয় শাফেঈ আলেমগণ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক রেওয়াজ সংস্কারের এই দাওয়াতকে ভালভাবে নেননি, বরং তাদেরকে কাদিয়ানী এবং মুসলিম ঐক্য বিনষ্টকারী আখ্যা দিয়ে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। এর প্রেক্ষিতে উপরোক্ত তিনজন দাঈ তাদের অনুসারীদের পরামর্শে ১৯৫৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'পেরসাতুয়ান মুহাম্মাদিয়া সিঙ্গাপুর' বা 'মুহাম্মাদিয়া এসোসিয়েশন সিঙ্গাপুর' নামে একটি সালাফী সংগঠনের জন্ম দেন এবং ১৯৫৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর এটি সরকারী স্বীকৃতি পায়। ১৩ সদস্যের মূল কমিটিসহ মোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তৎকালীন বৃটিশ গোয়েন্দারা এই সংগঠনের কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ করছিল এবং এটিকে সঊদী আরবের ওয়াহহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বলে আখ্যা দিয়েছিল। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতারা ঘোষণা করেন যে, সিঙ্গাপুর দারুল ইসলামও নয়, দারুল হারবও নয়; বরং এটি দারুদ দাওয়াহ তথা দাওয়াত প্রচারের স্থলান। রিজাল আব্দুল্লাহ ছিলেন এই সংগঠনের প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৯৫৮-৫৯খ্রি.)। অতঃপর উছমান তাইয়েব (১৯৫৯-৬০ খ্রি.), হুসাইন তাইয়েব (১৯৬০-৬৩খ্রি.), আব্দুর রহমান হারূন (১৯৬৩-৮৩খ্রি.), শায়খ হুসাইন ইয়াকুব (১৯৮৩-২০০১খ্রি.), আব্দুস সালাম সুলতান প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে এই সংগঠনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁদের নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরে সালাফী আন্দোলন বলিষ্ঠভাবে প্রসার লাভ করে। তাঁরা আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় কুসংস্কারমুক্ত এবং তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী সমাজ উপহার দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, যা সিঙ্গাপুরের সচেতন ও শিক্ষিত মুসলমানদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। এই সংগঠনের যুব শাখাও ছিল যারা 'পেমুদা মুহাম্মাদিয়া' নামে কাজ করত। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরের সাবেক ছাত্র যুলফিকার মুহাম্মাদ এবং আহমাদ খালিছ আব্দুল গণী আশি-নব্বইয়ের দশকে এই যুব সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। সরকারী সংগঠন 'মুইস'-এরও সদস্য হিসাবে এই সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। যদিও সংগঠনটি আভ্যন্তরীণ সংকট এড়াতে পারেনি। ফলে সংগঠনটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন নামে আরও কিছু সালাফী সংগঠন গড়ে উঠেছে। যেমন ১৯৮০ সালে আনছারুস সুন্নাহ, ১৯৯৭ সালে পেরসাতুয়ান ইসলাম সিঙ্গাপুর, ২০০৪ সালে পেরসাতুয়ান আল-কুদওয়াহ প্রভৃতি। তবে এতে মূল সংগঠনের দাওয়াতী কার্যক্রম ব্যাহত হয়নি।

১৯৯৫ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুরে সালাফী আন্দোলন যথেষ্ট জনসমর্থন লাভ করে এবং এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২৫০০০ ছাড়িয়ে যায়। আশির দশকে কামবাঙ্গানে এই সংগঠনের মূল কার্যালয় স্থাপিত হয়। আশি ও নব্বই দশকের এই সময়টি ছিল সিঙ্গাপুরে ইসলামের পুনর্জাগরণকাল এবং বিশেষ করে সালাফী আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। নিয়মিত কনফারেন্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম ব্যাপক গতিশীলতা লাভ করে। এ সময় মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য অনেক ছাত্র পাঠানো হয়, যারা দেশে ফিরে দাওয়াতী কার্যক্রমে যুক্ত হন। এই সংগঠনের অধীনে বেশ কিছু মাদরাসা ও দাতব্য চিকিৎসালয়সহ সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালে মাদরাসাতুল আরাবিয়া আল-ইসলামিয়া নামে একটি মাদরাসা গড়ে তোলা হয়, যেখানে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ানো হয়। অতঃপর ২০০০ সালে গেলাং-এ 'কলেজ ইসলাম মুহাম্মাদিয়া' (KIM) বা মুহাম্মাদিয়া ইসলামিক কলেজ নামে একটি উচ্চতর কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেটি

সরকারীভাবে স্বীকৃত। এখানে ডিপ্লোমাসহ ইসলামী শিক্ষার উপর ৪ বছরের উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বর্তমানে সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মুহাম্মাদ আজরী আজমান।[১]

তবে সমালোচকদের মতে ষাটের দশকে যে আবেদন ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল, বর্তমানে তা অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে যোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বের অভাবে। ফলে সংগঠনটির কার্যক্রম বর্তমানে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, যা এর দাওয়াতী কার্যক্রম অনেকটা শিথিল করে ফেলেছে।

অন্যদিকে সিঙ্গাপুরে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে বেশী দিন হয়নি। ইতিপূর্বে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতী কাজ চললেও ২০০৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ঈদুল ফিৎরের দিন বগুড়ার মোয়াযযম হোসাইন, কুমিল্লার আব্দুল হালীম, পটুয়াখালীর মাযহারুল ইসলাম, কুষ্টিয়ার আব্দুল মুকীত ও টাঙ্গাইলের আব্দুল আযীয প্রমুখের উদ্যোগে সিঙ্গাপুরে সর্বপ্রথম সংগঠনের শাখা গঠিত হয়। অতঃপর নিয়মিতভাবে সাংগঠনিক প্রোগ্রাম শুরু হ'লে বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে। তখন সুলতান মসজিদ ও আজ্গুলিয়া মসজিদে নিয়মিত প্রোগ্রাম হ'ত। বিশেষতঃ আজ্গুলিয়া মসজিদ ছিল মূল কেন্দ্র। এসব প্রোগ্রামে উপস্থিতি কখনও ৫/৬ শতাধিক পর্যন্ত হ'ত এবং প্রতিদিনই শ্রোতাদের কেউ না কেউ আহলেহাদীছ হ'তেন। এমনকি এক অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৪৫ জন পর্যন্ত আহলেহাদীছ হন। বিরোধীরা নানামুখী বাধার সৃষ্টি করলেও সংগঠনের দাওয়াতী কাজ স্তিমিত হয়নি। বরং আল্লাহ্র অশেষ রহমতে এর মাধ্যমে বহু ভাই বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ গ্রহণ করে আহলেহাদীছ হয়ে যান এবং তাদের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও দাওয়াত পৌঁছে যায়। শুধু তাই নয় এর মাধ্যমে অনেক নতুন কর্মী ও দাঈ তৈরী হ'তে থাকে, যারা ময়দানে নেমে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করছিলেন। এর মধ্যে হঠাৎ করেই সংগঠনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয় যখন ২০১৬ সালে কিছু অর্বাচীন বাঙ্গালী যুবক চরমপন্থী চিন্তাধারায় যুক্ত হয়। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে চরম ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়ে দায়িত্বশীলরা প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। ফলে সেই দুর্যোগ মুহূর্ত কেটে উঠা সম্ভব হয় এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পূর্ণোদমে চালু হয়। বর্তমানে সিঙ্গাপুরের উডল্যাণ্ড, চুয়া চুকান, জুরং ইস্ট, গেলাং, কাকি বুকিত, পঙ্গল, তোয়াজ প্রভৃতি স্থানে 'আন্দোলনে'র শাখা রয়েছে এবং প্রতিটি শাখায় নিয়ম মাফিক আলোচনা বৈঠক ও তাবলীগী ইজতেমা হয়ে থাকে। এছাড়া বার্ষিক ছুটির দিন ও রামাযান সহ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বড় ধরনের তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। এভাবে সিঙ্গাপুরে 'আন্দোলনে'র দাওয়াতী কার্যক্রম যথেষ্ট গতিশীলভাবে চলমান রয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

(ক্রমশঃ)

১. *তথ্যসূত্র : www.muhammadiyah.org.sg; Syed Muhd Khairudin Aljunied,* ***The 'other' Muhammadiyah movement: Singapore 1958–2008****, Journal of Southeast Asian Studies, 42(2), pp. 281–302, June 2011 (The National University of Singapore).*

রফিক লেমিনেশন

প্রোঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

ডিলার : বসুন্ধরা ও পার্টেক্স পেপার

পরিবেশক : টোকা ইনক বাংলাদেশ

এখানে সব ধরনের কাগজ, অফসেট প্রেসের কালি, প্লেট, মোজা, ব্ল্যাংকেট এবং যাবতীয় কেমিক্যাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও বইয়ের কভার, ম্যাগাজিন কভার, লেবেল, কার্টুন লেমিনেটিং করা হয়।

যোগাযোগ

৩৮/৩৯, হকার্স মার্কেট, (নিউ মার্কেট), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-০৭৭৭৮৪

তাবলীগী ইজতেমা'২০ সফল হোক

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

আত-তাহরীক-এর বিশেষ সংখ্যা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা

প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দ্বিতীয় শাখা : ১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।

তৃতীয় তলা : ২৭১, ২৭২ আরডিএ মার্কেট, রাজশাহী।

প্রোঃ আব্দুল জব্বার

মোবা : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী ও আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডাঃ জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এখানে আতর, সুর্মা, টুপি ও জায়নামায পাওয়া যায়।

১ম শাখা : মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের উত্তর পার্শ্বে), রাণী বাজার, রাজশাহী। মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫।

২য় শাখা : সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী। মোবাঃ ০১৭৩৭-১৫২০৩৬।

যুলুম হ'ল অন্ধকার

যুলুম-অত্যাচার কোন মানুষের কাম্য নয়। এর ফলাফল দুনিয়াতে যেমন ভাল হয় না, তেমনি পরকালে এর জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। যুলুম পরিহার করার জন্য কুরআন-হাদীছে বিভিন্ন নির্দেশ এসেছে। একে অপরের প্রতি যুলুম না করার নির্দেশ এসেছে নিম্নোক্ত হাদীছে।-

আবূ যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলার নাম করে যেসব হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার একটি হ'ল তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার ওপর যুলম করাকে হারাম করেছি। তাই আমি তোমাদের জন্যও যুলম করা হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলম কর না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই (সেই পথের সন্ধান পায়)। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পথের সন্ধান কামনা কর, তাহ'লে আমি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। কিন্তু আমি যাকে খাবার দেই (সে খাবার পায়)। তাই তোমরা আমার কাছে খাবার চাও।

আমি তোমাদেরকে খাবার দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রহীন। কিন্তু আমি যাকে পোষাক পরাই (সে পোষাক পরে)। তাই তোমরা আমার নিকট পোষাক চাও। আমি তোমাদেরকে (পোষাক) পরাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত-দিন গুনাহ (অপরাধ) করে থাক। আর আমি তোমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা ক্ষতিসাধন করার সাধ্য রাখ না যে, আমার ক্ষতি করবে। এভাবে তোমরা আমার কোন উপকার করারও শক্তি রাখ না যে, আমার কোন উপকার করবে। তাই হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্য হ'তে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির অন্তরের মতো অন্তর নিয়ে পরহেযগার হয়ে যায়, তাতেও আমার সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী-অনাচারী ব্যক্তির অন্তরের মতো অন্তর নিয়ে অত্যাচার-অনাচার করে, তাদের এ কাজও আমার সাম্রাজ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে একসাথে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তাদের চাওয়া জিনিস দান করি তাহ'লে আমার কাছে যা আছে, তার কিছুই কমাতে পারবে না। শুধু এতখানি ছাড়া যতটুকু একটি সূঁই সমুদ্রে ডুবিয়ে আবার উঠিয়ে নেয়া হ'লে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমায়। হে আমার বান্দাগণ! এখন বাকী রইল তোমাদের আমল (কৃতকর্ম), যা আমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করব। অতঃপর এর প্রতিদান আমি পরিপূর্ণভাবে দিব। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন ভাল (ফল) লাভ করে, সে যেন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। আর যে মন্দ (ফল) লাভ করে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্যকে দোষারোপ না করে (কেননা তা তারই কৃতকর্মের ফল)' *(মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬২৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৪৫)*।

মানুষ সাধারণত দুর্বলের উপরে যুলুম করে থাকে, যে ঐ যুলুম মুখ বুজে সহ্য করে। যার প্রতিকারের কোন ক্ষমতা থাকে না। ফলে সে যালেমের বিরুদ্ধে দরবারে এলাহীতে বিচার দায়ের করে। এর প্রতিকারের জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে অশ্রুসিক্ত নয়নে দো'আ করে। সুতরাং আল্লাহ স্বীয় বান্দার নিবিষ্ট মনের একনিষ্ঠ দো'আ কবুল করেন। হয় ইহকালে যালেমকে শাস্তি দেন, নতুবা পরকালে তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন। উপরোক্ত হাদীছে পরকালীন শাস্তির পূর্বে বান্দাকে যুলুম না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর এ নির্দেশ মেনে চলা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী

এখানে কেজি স্কুল, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ভোকেশনাল, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই সহ কুরআন মাজীদ ও ইসলামী বইসমূহ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

সমবায় সুপার মার্কেটের দক্ষিণ দিকে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮২৩-৫৫২০৮৯, ০১৯৪৭-২৬৩১৯৯, ০১৭৯৫-২৮০৫০১।

স্কুল ও মাদরাসার সকল শ্রেণীর সাজেশন, মডেল টেস্ট, হ্যান্ডনোট, বুলেটিন পাওয়া যায়।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০-এ আগত সকল মুছল্লীগণকে **হোটেল স্টার**-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আমাদের হোটেলটি থ্রী স্টার মানসম্পন্ন। আপনারা স্ববান্ধব আমন্ত্রিত। আমরা আপনাদের সার্বিক সেবায় প্রস্তুত।

আমাদের সেবা সমূহ

❑ আবাসিক ❑ রেষ্টুরেন্ট ❑ কনফারেন্স হল

যোগাযোগ ঠিকানা

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল
আম চত্বর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭০৮-৫৮৭৪৩০, ০১৭৮৪-৪০০৬০০।

এক নির্ভীক স্কুল ছাত্রীর গল্প

স্কুল থেকে ফিরে ফারীহার মন ভীষণ খারাপ। মায়াবী দু'চোখ জুড়ে দুশ্চিন্তার ছাপ। পেলবতায় ভরা মুখটাও কেমন যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ফারীহার মা হৃদয়ের দর্পণে মেয়ের চেহারা দেখে নিলেন। তিনি মন খারাপের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ফারীহা বলল, 'আম্মু! তানযীলা ম্যাডাম বোরক্বা পরার কারণে প্রতিদিন আমাকে বকা দেয়, আমাকে বোরক্বা খুলে ক্লাস করতে বলে। আর আজ বলে দিয়েছেন, আগামীকাল থেকে যদি আবার বোরক্বা পরে স্কুলে যাই, তাহ'লে আমাকে স্কুল থেকে বের করে দিবেন।

সব শুনে কিছুটা থমকে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় মা বললেন, 'আম্মু! যে আল্লাহ তোমাকে সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহই তোমার জন্য পর্দা ফরয করেছেন, তোমাকে বোরক্বা পরতে বলেছেন। তাই তুমি তাঁর ইচ্ছাতেই বোরক্বা পরেছ। তোমার ম্যাডামের ইচ্ছাতে নয়। তোমার ম্যাডাম তো তোমার মতই আল্লাহ্র সৃষ্টি, যিনি তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না। এখন তুমিই সিদ্ধান্ত নাও যে, তুমি আল্লাহ্র আনুগত্য করবে নাকি তোমার ম্যাডামের আনুগত্য করবে? ফারীহা নির্ভীকভাবে বলে ওঠে, অবশ্যই আমি আল্লাহ্র আনুগত্য করব মা!

পরের দিন ফজরের আযান শুনে ঘুম ভাঙ্গল ফারীহার। প্রতিদিনের মত আজকেও মায়ের সাথে ফজরের ছালাত শেষে কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করে পড়তে বসল। তারপর পড়াশোনা শেষ করে বোরক্বা পরেই স্কুলে গেল এবং ক্লাস শুরু করল।

নির্দিষ্ট সময়ে তানযীলা ম্যাডাম ক্লাস রুমে প্রবেশ করলেন। আজও দেখলেন বোরক্বা পরিহিত ফারীহাকে। রেগে অগ্নীশর্মা হয়ে গেলেন। বোরক্বাকে ভর্ৎসনা করে এত কঠিন ভাষায় বকা-ঝকা করলেন যে, ফারীহা তা সহ্য করতে পারল না। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। কিছুটা শান্ত হওয়ার পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ম্যাডাম! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাকে ও আপনাকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আপনি আমাকে তা থেকে নিষেধ করছেন! এখন আমাকে বলুন, আমি আল্লাহ্র আনুগত্য করব নাকি আপনার আনুগত্য করব?

ম্যাডাম! শিক্ষিকা ও গুরুজন হিসাবে আপনাকে আমি সম্মান করি। তাই বলে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে আপনি আপনার আদেশ মানতে কি আমাকে বাধ্য করবেন? দয়া করে আমাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করতে বলবেন না। আপনি নির্দেশ দিলে আমি এ স্কুল ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এ ফরয বিধান পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনার প্রতি আমার অনুরোধ- আল্লাহকে ভয় করুন! কেবল আমার জন্য নয়, আল্লাহ আপনার প্রতিও পর্দা ফরয করেছেন। আপনিও বোরক্বা পরে ক্লাসে আসা শুরু করুন। এতে আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ায় আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে চিরস্থায়ী আখেরাতকে ধ্বংস করবেন না।

ক্লাসের সবাই ফারীহার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু নির্ভীক চিত্তে বিরতিহীনভাবে কথাগুলো বলে ফেলল ফারীহা।

সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া মেয়েটির আল্লাহভীরুতা, দ্বীনের প্রতি অবিচলতা ও বলিষ্ঠ বাক্যবাণে তানযীলা ম্যাডাম একদম চুপসে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। কেবল মাথা নীচু করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ফারীহাকে বললেন, আগামীকাল তোমার আম্মুকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে বলবে। তারপর আর কিছু না বলে কপালে ভাবনার ছাপ নিয়ে শ্রেণী কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন।

পরদিন ফারীহার মা মেয়েকে সাথে নিয়ে স্কুলে আসলেন এবং অফিসে গিয়ে তানযীলা ম্যাডামের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ফারীহার মাকে দেখে ম্যাডাম দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, 'গতকাল আপনার মেয়ে আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, এ জীবনে কারও কাছে আমি এমন শিক্ষা পাইনি। আপনি আপনার মেয়েকে কতই না উত্তমরূপে গড়ে তুলেছেন। এই বয়সে আল্লাহ্র বিধান মানার ব্যাপারে তার দৃঢ়তা, অবিচলতা ও নির্ভীকতা দেখে আমি যার পর নেই বিস্মিত হয়েছি। আপনার মেয়ের প্রত্যেকটি কথা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। সে আমাকে এতটাই প্রভাবিত করেছে যে, আমি স্কুল থেকে ফিরে এক মুহূর্তের জন্য স্থির হ'তে পারিনি। নিজের পাপের কথা চিন্তা করে ভীত-কম্পিত হয়েছি। নিজেকে মহা অপরাধী মনে হচ্ছে। ছালাত শেষে আমি তওবা-ইস্তেগফার পাঠ করে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছি। প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি এখন থেকে শরী'আতের সকল বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলব। সাথে সাথে আপনার সন্তানের মত অন্যকেও মেনে চলার পরামর্শ দিব। কথাগুলো বলতে বলতে তানযীলা ম্যাডামের চোখ দু'টো অশ্রুসজল হয়ে গেল। ফারীহার চোখেও আনন্দাশ্রু চিক চিক করতে লাগল।

এরপর থেকে তানযীলা ম্যাডাম যেন ভিন্ন মানুষে পরিণত হ'লেন। নিজে পূর্ণ পর্দার সাথে বোরক্বা পরে স্কুলে আসেন। অন্য ছাত্রীদেরকেও উৎসাহিত করেন। দ্বীনের বিধি-বিধান পালনে সবসময় সবার চেয়ে যেন একধাপ এগিয়ে থাকেন।

শিক্ষা :

১. পরিবারই সন্তানদের সুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় এবং পিতা-মাতা সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাই শৈশব থেকেই সন্তানের মধ্যে তাক্বওয়া ও দ্বীনী জ্ঞানের বীজ বপন করা আবশ্যক। তাহ'লে ভবিষ্যতে সেই বীজের চারা অঙ্কুরোদগম হয়ে এমন বৃক্ষে পরিণত হবে, যার শীতল ছায়ায় পরিবার, দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

২. দ্বীনদার সন্তান গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতাকেও দ্বীনদার হওয়া যরূরী।

৩. দ্বীনের বিধান পালনে সকল বাধাকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে হবে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। জীবনের বাঁক-বাঁকে সবসময় দাওয়াতী মেজায নিয়ে চলতে হবে। দ্বীনের বিধান জানানোর ক্ষেত্রে নির্ভীক হ'তে হবে। সামান্য একটু হেদায়াতের বাণীই হয়তো কারো জান্নাতের পথ সুগম করে দিতে পারে। জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

[সংকলিত]

অমর বাণী

১. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, اِجْلِسُوْا إِلَى التَّوَّابِيْنَ؛ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْءٍ أَفْئِدَةً، ‘তোমরা তওবাকারীদের নিকট উঠা-বসা কর। কেননা তারাই সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের অধিকারী’।[১]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَ تُجَالِسْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقُلُوْبِ، ‘তোমরা প্রবৃত্তিপূঁজারীদের সাথে উঠা-বসা করো না। কেননা তাদের সাথে উঠা-বসা করলে হৃদয়জগৎ রোগাক্রান্ত হয়’।[২]

৩. আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) তাক্বওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, التَّقْوَى هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيْلِ وَالاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْلِ. ‘মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুর দিনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার সমন্বিত নাম হ’ল তাক্বওয়া’।[৩]

৪. আবূদ্দারদা (রাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُوْ بِمَعَاصِي اللهِ فَيُلْقِي اللهُ بُغْضَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، ‘মানুষ যখন নির্জনে আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তখন আল্লাহ তা‘আলা এমনভাবে মুমিনদের অন্তর সমূহে তাঁর প্রতি অপসন্দনীয়তা সৃষ্টি করেন যে, সে বুঝতেই পারে না’।[৪]

৫. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, وَدَعِ الَّذِيْنَ إِذَا أَتَوْكَ تَنَسَّكُوْا .. وَإِذَا خَلَوْا فَهُمْ ذِئَابُ خِرَافِ، ‘তুমি এমন লোকদের সাহচর্য পরিত্যাগ কর, যারা তোমার সামনে এলে ধার্মিক সাজার ভান করে, আর তোমার অগোচরে মেষশাবকের উপর আক্রমণকারী বাঘের মত হয়ে যায়’।[৫]

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, جُمَّاعُ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ هِيَ أَمْرَاضُ الشُّبْهَاتِ وَالشَّهْوَاتِ، وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِلنَّوْعَيْنِ، ‘অন্তরের রোগ সমূহের মধ্যে অন্যতম বড় রোগ হ’ল সন্দেহপ্রবণতা ও প্রবৃত্তিপূঁজা। আর এই দুই রোগের চিকিৎসা হ’ল আল-কুরআন’।[৬]

৭. মায়মূন বিন মেহরান (রহঃ) বলেন, إِنَّ أَعْمَالَكُمْ قَلِيْلَةٌ، فَأَخْلِصُوْا هَذَا الْقَلِيْلَ، এমনিতেই খুব কম। কাজেই এই কম আমলটুকুই বিশুদ্ধভাবে করার চেষ্টা কর’।[৭]

৮. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন,

لاَ يَسْتَقِيْمُ قَوْلٌ إِلاَّ بِعَمَلٍ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلاَّ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ–

‘আমলবিহীন কোন কথা গ্রহণযোগ্য হয় না। নিয়ত ব্যতীত কোন কথা ও আমল সঠিক হয় না। আর কোন কথা, আমল ও নিয়ত বিশুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ না তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হয়’।[৮]

৯. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلاَمَ فَهُوَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَدَرَجَتُهُ بَعْدَ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، ‘যে ব্যক্তি ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে, সে ব্যক্তি ছিদ্দীকূন বা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। নবুঅতের পরেই তার মর্যাদার স্তর নির্ধারিত’।[৯]

১০. আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, اِكْتُمْ حَسَنَاتِكَ أَشَدَّ مِمَّا تَكْتُمُ سَيِّئَاتِكَ ‘তুমি যত সতর্কতার সাথে তোমার মন্দ কাজগুলো গোপন রাখার চেষ্টা কর, তার চেয়েও অধিক সচেতনতার সাথে তোমার নেক আমলগুলোকে গোপন রাখ’।[১০]

১১. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন, إِنَّكَ أَنْ تَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبْعِيْنَ ذَنْباً فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ بِذَنْبٍ وَاحِدٍ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعِبَادِ. ‘বান্দার সাথে সম্পর্কিত একটি পাপ নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত সত্তরটি পাপ নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা তোমার জন্য অধিকতর সহজ’।[১১]

১২. ইমাম আওযা‘ঈ (রহঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَبْدَهُ بَرَكَةَ الْعِلْمِ، أَلْقَى عَلَى لِسَانِهِ الْمَغَالِيْطَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ أَقَلَّ النَّاسِ عِلْمًا، ‘যখন আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত করতে চান, তখন তিনি তার যবানে ভুলের প্রবণতা বাড়িয়ে দেন। আর আমি দেখেছি, এই ধরনের বঞ্চিতদের জ্ঞান হয় সবচেয়ে কম’।[১২]

সংকলনে : আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ
** শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

---

১. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃঃ ৪২।*
২. *ইবনু বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা, ২/৪৩৮।*
৩. *শানক্বীত্বী, লাওয়ামি‘উদ দুরার, পৃঃ ১১০; কাওছারুল মা‘আনী আদ-দারারী, পৃঃ ৪০১; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, পৃঃ ৪২১।*
৪. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃঃ ১৮৬।*
৫. *আবূ নু‘আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৯/১৫৪; তালবীসু ইবলীস ১/২৫৯।*
৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান, ১/৭০।*
৭. *হিলয়াতুল আওলিয়া, ৪/৯২।*
৮. *ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃঃ ১১।*
৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ ১/১১।*
১০. *হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/২৪০।*
১১. *কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ, পৃঃ ৭২৬*
১২. *ইবনু রজব, জামে‘উল ‘উলূম ওয়াল হিকাম ১/২৬১।*

করোনা ভাইরাস : প্রতিরোধে করণীয়

চীনসহ বেশ কয়েকটি দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১১১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪ হাযার ছাড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সতর্কতা জারী করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই ভাইরাসটি কতটা ভয়ংকর এবং কিভাবে ছড়ায়, তা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

করোনা ভাইরাস কি?

'করোনা' (কোভিড ১৯) ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯-এনসিওভি। ভাইরাসটির অনেক রকম প্রজাতি আছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৭টি মানুষের দেহে সংক্রমিত হ'তে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাইরাসটি হয়তো মানুষের দেহকোষের ভিতরে ইতিমধ্যে 'মিউটেট করছে'। অর্থাৎ গঠন পরিবর্তন করে নতুন রূপ নিচ্ছে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করছে। ফলে এটি আরও বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ভাইরাসটি একজন মানুষের দেহ থেকে আরেকজন মানুষের দেহে ছড়াতে পারে।

কতটা ভয়ংকর এই ভাইরাস?

এই ভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায় এবং শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমেই এটি একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহে ছড়ায়। সাধারণ ফ্লু বা ঠাণ্ডা লাগার মতো করেই হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়ায়। তবে এর পরিণামে অরগ্যান ফেইলিওর বা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া, নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু ঘটারও আশঙ্কা রয়েছে।

এক দশক আগে 'সার্স' নামে যে ভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীতে ৮০০ লোকের মৃত্যু হয়েছিল সেটিও ছিল এক ধরনের করোনা ভাইরাস। এতে আক্রান্ত হয়েছিল ৮ হাযারের অধিক মানুষ। আর ২০১২ সালে 'মার্স' নামের আরেকটি ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছিল ৮৫৮ জনের।

করোনা ভাইরাসের লক্ষণ সমূহ :

ভাইরাস সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ হ'ল, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, জ্বর ও কাশি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাইরাসটি শরীরে ঢোকার পর সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিতে প্রায় পাঁচ দিন লাগে। প্রথম লক্ষণ হচ্ছে জ্বর। তারপর দেখা দেয় শুকনো কাশি। এক সপ্তাহের মধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং তখনই কোন কোন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হ'তে হয়।

যেভাবে ছড়াচ্ছে এই ভাইরাস :

মধ্য চীনের উহান শহর থেকে এই রোগের সূচনা। ৩১শে ডিসেম্বর'১৯ এই শহরে নিউমোনিয়ার মতো একটি রোগ ছড়াতে দেখে চীনের কর্তৃপক্ষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সতর্ক করে। ঠিক কিভাবে এর সংক্রমণ শুরু হয়েছিল, তা এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, সম্ভবত কোন প্রাণী এর উৎস ছিল। প্রাণী থেকেই প্রথমে ভাইরাসটি কোন মানুষের দেহে ঢুকেছে এবং তারপর মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়েছে। এর আগে 'সার্স' ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রথমে বাদুড় এবং পরে গন্ধগোকুল থেকে মানুষের দেহে ঢোকার নযীর রয়েছে। আর 'মার্স' ভাইরাস ছড়িয়েছিল উট থেকে। 'করোনা' ভাইরাসের ক্ষেত্রে উহান শহরে সামুদ্রিক একটি খাবারের কথা বলা হচ্ছে। শহরটির একটি বাযারে গিয়েছিল এমন ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐ বাজারটিতে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী বেচাকেনা হ'ত। তবে ইসরাঈলের সাবেক সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ড্যানি শোহাম বলেছেন, ভিন্ন কথা। তার মতে, প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস চীনের একটি গোপনীয় জীবাণু অস্ত্র পরীক্ষাগার থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। গবেষণাগারটি উহান শহরে অবস্থিত বলে দাবী করেন তিনি। তিনি নিজেও সেখানে গবেষণা করেছেন। করোনা ভাইরাস নিয়েও ঐ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা করছে বলে ধারণা করছেন তিনি। সার্সের মতো ভাইরাস নিয়ে গবেষণাও চীনের জৈব রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বলে জানান ড্যানি।

প্রতিরোধে উপায় :

ভাইরাসটি নতুন হওয়াতে এখনই এর কোন টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। এমনকি এমন কোন চিকিৎসাও নেই, যা এ রোগ ঠেকাতে পারে।

আপাতত প্রতিরোধের উপায় হিসাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছে। যথা (১) নিয়মিত হাত ভালোভাবে ধোয়া (২) হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢেকে রাখা (৩) ঠাণ্ডা ও ফ্লু আক্রান্ত মানুষ থেকে দূরে থাকা (৪) অপরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা (৫) ঘরের বাইরে গেলে মাস্ক পরা (৬) এ ভাইরাস বহনকারীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। (৭) ডিম ও গোশত খুব ভালো করে রান্না করা (৮) ময়লা কাপড় দ্রুত ধৌত করা।

এছাড়া উপদ্রুত এলাকা যাওয়া-আসা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি কোন এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে এবং তোমরা সেখানে থাক, তাহ'লে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না' *(বুখারী হা/৫৭২৯-৩০; মুসলিম হা/২২১৯)*।

একইসাথে এ ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দো'আ দু'টি পাঠ করতে হবে। (১) اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ، *(আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুযা-মি ওয়াল জুনূনি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম)* অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেত, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে' *(আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; নাসাঈ হা/৫৫০৮ 'আশ্রয় প্রার্থনা' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৪৭০, সনদ ছহীহ)*।

(২) اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ، وَالأَعْمَالِ، وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ *(আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি ওয়াল আ'মা-লি ওয়াল আহওয়া-ই ওয়াল আদওয়া)* অর্থ : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ-বালাই থেকে আশ্রয় চাই' *(তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১; ছহীহুল জামে' হা/১২৯৮)*।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

বিশ্ব বিবেকের কাছে প্রশ্ন

মুহাম্মাদ মোমতায আলী খাঁন
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

হে বিশ্ব বিবেক! কেন আছ নীরব-নিশ্চুপ?
মুখে কি আঁটা আছে হীন স্বার্থের কুলুপ?
কোন বাহানায় হয়েছ এমন বোবা-বধির,
ন্যাংড়া-কানার মত অচল স্থবির?
তোমার চোখে কেন আছহাবে কাহাফের গভীর ঘুম,
চেয়ে দেখ হিংস্র হায়েনারা সুখের উল্লাসে করছে নৃত্য ধূম।
ক্লান্ত অবসন্ন মুসলিম জোটে চেতনার বাঁশী বাজাবে কে?
দায়িত্ব ছিল যাদের তারাইতো নতজানু ঢুলুঢুলু চোখে।
এখন তাহ'লে কে কাকে জাগাবে?
ঐ অত্যাচারী যালিম বেদ্বীনদের কে ভাগাবে?
বিশ্ব বিবেক নামের জাতিসংঘ দৃশ্যমান আমড়াগাছের ঢেঁকি,
তাদের নীল নক্সায় মুসলিম মিল্লাত হচ্ছে কুটিকুটি।
চেচনিয়া, বসনিয়া, মিয়ানমার হ'ল রক্তে রঙিন।
হে বিশ্ব বিবেক! পক্ষপাতিত্ব না সংখ্যাধিক্যের অহংকারে দুলছো
বক্র চোখে মুসলিমদের সংখ্যালঘু ভেবে অবজ্ঞায় ভুলছো?
তোমার মত অভিভাবকের আছে কি আর প্রয়োজন?
বার বার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার শত আয়োজন
জানি না কতদিন সইতে হবে অশেষ নির্যাতন আর অবহেলা?
তাই শেষ ভরসাস্থল আল্লাহ্‌র দরবারে পড়ি কুনূতে নাযেলা।

আত-তাহরীক স্মরণে

অনুক্ত মিত্র
তালা, সাতক্ষীরা।

পুষ্প তরে ভোমর যেমন বিহার দিবা-নিশি,
ফোটা ফোটা মধু পেয়ে থাকে মহা খুশি।
মাসের ত্রিশ পার না হ'তে ব্যস্ত সবার মন,
তাহরীক পাওয়ার তরে শুধু মন করে আনচান।
রূপ, ঘ্রাণ আর মধুর মোহে ভোমর বিহার করে,
পেয়ে খুশি হৃদয় তুষি রবের রহম দ্বারে।
শিরক, বিদ'আত আর হারামগুলো বাছাই করা জ্ঞান,
পাইতে হ'লে তাহরীক করো অধ্যয়ন।
ঝরা ফুলের মালা গেঁথে ভাবুক হৃদয় যারা,
ভবে তাদের ভালোবাসা হোকনা ভুবন জোড়া।
তাহরীকের জ্ঞানের দিশা তেমনি হৃদয় কাড়ে,
বিভেদ ভুলে অভেদ জ্ঞানে রবকে সবে স্মরে।
পুষ্প ছাড়া ভোমর যেমন মধু নাহি পায়,
আত-তাহরীক ছাড়া সমাজ বড় অসহায়।

তাবলীগী ইজতেমা

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা।

বছর ঘুরে আবার আসছে তাবলীগী ইজতেমা
সেথায় আমায় নিয়ে যাওগো মা'বূদ ও মাওলানা।
সেখানেতে শুনবো সবাই বিষয় ভিত্তিক ভাষণ
সেই ভাষণে মুক্ত হবে শিরক-বিদ'আতের আগ্রাসন।
দুর্নীতি-দুরাচারের বিরুদ্ধে ভাষণ হবে যে ইজতেমায়
সেই ইজতেমাতে আমরা সবাই সমবেত হ'তে চাই।
ভ্রষ্ট আক্বীদা নষ্ট করার কেন্দ্র হ'ল ইজতেমা
তাওহীদপন্থী খাঁটি মুসলিম হ'তে সবাই হব জমা।
ইজতেমার ঐ ভাষণ শুনে গড়ব খাঁটি জীবন
কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে করবো না কারো অন্ধ অনুসরণ।
তাই আসুন! সবাই মিলে দলে দলে ইজতেমাতে যাই,
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার শপথ নেই।

নাজী ফিরক্বা

মুবাশ্বিরুল ইসলাম
৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এই ফিরক্বা নাজী ফিরক্বা
সঠিক পথে চলে
এই ফিরক্বা ছহীহ ফিরক্বা
অহি-র কথা বলে।
এই ফিরক্বাই বিজয়ী
চলে এসো এখানে
এই ফিরক্বায় এসে
এগিয়ে চল হক্বের পানে।
এ ফিরক্বায় নেই শিরক-বিদ'আত
নেই কোন খুরাফাত
এই ফিরক্বায় অটল থাকলে
মিলবে শেষে জান্নাত।
এই ফিরক্বা দুনিয়াতে
চলে বেড়ায় বীরবেশে
এই ফিরক্বা আহলেহাদীছ ফিরক্বা
বিজয়ী হবে অবশেষে।
এই ফিরক্বায় শামিল হয়ে
চলো জান্নাতের পথে।
এই ফিরক্বার সাথী হও
চড়তে জান্নাতী রথে।

ধরিনি কভু

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

শত শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে এদেশ করেছি স্বাধীন,
দেশ দেশান্তর জয় করে তাই গড়েছি নিজ অধীন।
বালাকোটের রক্তমাখা মোরা সেই তিতুমীর,
লড়তে জানি মরতে জানি মোরা সকল যুগের বীর।
ভারতবর্ষ জয় করেছি বুকের তাজা রক্তে,
সম্মুখপানে আগুয়ান সদা জানি না পিছু হটতে।
স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাধীনতার শ্লোগান দিয়েছি কত রাজপথে,
কত শত বীর হয়েছে শহীদ লড়েছে আপন হিম্মতে।
আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে স্বদেশী স্বৈরাচার,
তবুও মোরা সত্যের পথে লড়েছি বেরিয়ে এসে বারংবার।
রাসূল (ছাঃ) পথে রাসূল (ছাঃ)-এর মতে অটুট মোরা চিরকাল,
পীর-মুরীদের চরণ ধরিনি কভু কুরআন-হাদীছের ছেড়ে হাল।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ক্বিয়ামত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. শুক্রবার।
২. দাজ্জালের আগমন, ঈসা (আঃ)-এর আগমন ও পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়।
৩. বিদ'আতীদেরকে। ৪. আমল ও আমলনামা।
৫. মুওয়াযযিনদের। ৬. ন্যায়বিচারকগণ।
৭. যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়কালের সমান।
৮. যে ব্যক্তি আযানের পরে দরূদ ও নির্দিষ্ট দো'আ পড়ে।
৯. পায়ের নলা দেখে। ১০. এক মাইল বরাবর।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. গ্লাইকোজেন রূপে।
২. দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি জাতীয় কাজ করা।
৩. প্যারা থরমোন। ৪. অ্যাড্রনালিন।
৫. টেস্টোস্টেরন। ৬. অ্যালডোস্টেরন।
৭. অস্থিতে। ৮. ক্ষুদ্রান্তে
৯. ৭২। ১০. ২৪ টি

চলতি সংখ্যার ইসলামী জ্ঞান (ক্বিয়ামত বিষয়ক)

১. ক্বিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শন কি?
২. ক্বিয়ামতে শাফা'আত করার শর্তাবলী কি কি?
৩. ক্বিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম মাটির নীচে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে?
৪. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাদের দিকে তাকাবেন না?
৫. ক্বিয়ামতের সময় সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন কে?
৬. ক্বিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হ'লে কোন নবী প্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন কিংবা তিনি অজ্ঞান হবেন না?
৭. ক্বিয়ামতের দিন নারী-পুরুষ সকলে বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠবে। সর্বপ্রথম কাকে কাপড় পরানো হবে?
৮. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হক বিষয়ক সর্বপ্রথম কিসের হিসাব হবে?
৯. ক্বিয়ামতের দিন বান্দার হক বিষয়ক সর্বপ্রথম কিসের হিসাব হবে?
১০. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নে'মত বিষয়ক সর্বপ্রথম কিসের হিসাব হবে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. ধমনী শেষ হয় কোথায়?
২. মানুষ সাদা ও কালো হয় কোন হরমোনের কারণে?
৩. মস্তিষ্কে প্রতি মিনিটে কি পরিমাণ রক্ত সরবরাহ করা হয়?
৪. পরিপাকতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী স্ফিত অংশের নাম কি?
৫. কোন জিনিস পিত্তের বর্ণের জন্য দায়ী?
৬. নিউরন কি?
৭. কোন সন্ধিতে সবচেয়ে বেশী Movement হয়?
৮. মানব দেহের ক্ষুদ্রতম অস্থির নাম কি?
৯. রোগ জীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করে কোন রস?
১০. কোন হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

ভুগরইল মধ্যপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ৬ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহমখদুম থানাধীন ভুগরইল মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুসলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ, মুঈনুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফারহানা খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

হড়গ্রাম পূর্ব-শেখপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ৯ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রাজপাড়া থানাধীন হড়গ্রাম পূর্ব-শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক খালেদ হাসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক।

ডুমুরিয়া, মোহনপুর, রাজশাহী ১৫ই জানুয়ারী বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ডুমুরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর উপযেলার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ যারীফ ও জাগরণী পরিবেশন করে ফারীহা খাতূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মৌগাছি এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ একরামুল হক।

টেমা, মোহনপুর, রাজশাহী ১৫ই জানুয়ারী বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন টেমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ ইবরাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, মারকায এলাকার সূর্যমুখী শাখার সহ-পরিচালক আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আতিয়া খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ হোসাইন আলী।

হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা থানাধীন হাট গাঙ্গোপড়া হাফিযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আয়নুল হক, হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ইসমাঈল ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ শামসুযযোহা।

খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আল-হেরা আহলেহাদীছ মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ মোকাম্মাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন ও আবু তাহের। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ বায়েযীদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান।

কাষ্টনাংলা, বাগমারা, রাজশাহী ১৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন কাষ্টনাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি ডা. মুমতাযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রিভা খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে জান্নাতুন নেসা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসাইন।

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২১শে জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন ধুরইল হাফিযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া এলাকার রজনীগন্ধা শাখা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ নূরে আলম ছিদ্দীকী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মুরসালীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আব্দুল বাছীর।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার বাগমারা থানাধীন সমসপুর ফোরকানিয়া হাফিযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আবু তালহা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

বীরকয়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন বীরকয়া হাফিযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুস্তাক্বীম বিল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ রিয়ায।

কোয়ালীয়াপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন কোয়ালীয়াপাড়া হাফিযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নরদাশ এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ক্বারী ইবরাহীম ও কোয়ালীয়াপাড়া শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুজাহিদুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ রিযওয়ানুল হক।

দেবীপুর, তানোর, রাজশাহী ২৭শে জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর থানাধীন দেবীপুর রহমানিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আশেক এলাহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক লুৎফর রহমান মাস্টার ও আনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ইবরাহীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ মুখতার হোসাইন।

ধানতৈড়, তানোর, রাজশাহী ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর থানাধীন ধানতৈড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রিফাত আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফারহানা খাতূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান।

ছোট বেলাইল, বগুড়া ৩রা ফেব্রুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম ও 'আল-'আওন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আমীনুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ।

রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি চাঁপাই-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে মুনঈমুল ইসলামকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

স্বদেশ

ধর্ষণকারীর একমাত্র ওষুধ গুলি করে মেরে ফেলা

ধর্ষণকারীদের 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করার দাবী জানিয়েছেন সরকারী দল আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল জাতীয় পার্টির কয়েকজন এমপি। গত ১৪ই জানুয়ারী জাতীয় সংসদে তারা এ দাবী জানান।

ধর্ষণ নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনার সূত্রপাত করেন জাপার মুজিবুল হক। তিনি বলেন, যে হারে ধর্ষণ বেড়েছে, সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে তা কন্ট্রোল হচ্ছে না। অনুরোধ থাকবে ধর্ষণের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করার।

তারপর জাপার আরেক এমপি কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, 'এই মুহূর্তে সমাজকে ধর্ষণমুক্ত করতে হ'লে ধর্ষককে গুলি করে মারতে হবে। একমাত্র ওষুধ পুলিশ ধরার পর ধর্ষককে গুলি করে মেরে ফেলা'। তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে ধর্ষণ মহামারীর রূপ নিয়েছে। ছাত্রী, শিশু, নারী শ্রমিক, প্রতিবন্ধী নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। অথচ ধর্ষণের ঘটনায় বিচার হয় ১৫ থেকে ২০ বছর পর। ফলে মানুষ এটা মনে রাখে না। শাজনীন হত্যার পর ১৬ বছর লেগেছে সেই একটি বিচার করতে। শাজনীনের পিতা দেশের স্বনামধন্য একজন শিল্পপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মেয়ের বিচার পেতে ১৬ বছর পার করছেন। ফলাফল হ'ল- মাত্র একজনের ফাঁসি হয়েছে।

গুলি করে মারার পক্ষে যুক্তি দিয়ে ফিরোজ রশীদ বলেন, ধামরাইয়ে বাসে ধর্ষণ করে হত্যা করা হ'ল। বাসের চালককে গ্রেপ্তার করা হ'ল। কী বিচার হবে? কোন সাক্ষী নেই। এখন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেবে। যখন মামলায় যাবে, সাক্ষী থাকবে না। তাহ'লে কী করতে হবে?

তিনি বলেন, এভাবেই একসময় ধর্ষকরা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে, কেউ খবরও রাখবে না। এমনকি কারও যদি ফাঁসিও হয়, সে বিষয়েও কেউ খবর রাখে না।

জাপার দুই এমপির বক্তব্যে সমর্থন জানান সরকারী দলের প্রবীণ এমপি তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, সম্প্রতি ভারতে একজন ডাক্তার মেয়েকে চারজন পুরুষ ধর্ষণ করার দুদিন পর ক্রসফায়ারে তাদের হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর ভারতে আর কোন ঘটনা ঘটেনি। তিনি বলেন, এখানে দরকার কঠোর আইন করা। কারণ যে এই কাজ করেছে, তার আর এই পৃথিবীতে বেচে থাকার কোন অধিকার নেই।

[ধন্যবাদ! একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজী। অবশেষে সেক্যুলারদের মুখ দিয়ে ইসলামী স্বভাবধর্ম। তাকে মেনে নিলেই সমাজ সুন্দর হবে। এর বাইরে কোন আইনেই সমাজে শান্তি আসবে না। আমরা আশা করব, তারা ইসলামী দণ্ডবিধি জারি করবেন (স.স.)]

ব্যাংকের দুই লাখ কোটি টাকা পরিচালকদের পকেটে

ব্যাংকের টাকা ঋণের নাম করে ব্যাংকের পরিচালকরাই নিচ্ছেন। কখনও পরিচালক পরিচয় দিয়ে, আবার কখনও অন্য কারও নামে। কখনও নিজের ব্যাংক থেকে, কখনও অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন তারা। দেশের ব্যাংকিং খাতে যত ঋণ তার ১১ দশমিক ২১ শতাংশই রয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালকদের পকেটে। টাকার অঙ্কে এ ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৭৩ হাযার ২৩১ কোটি। ব্যাংকের পরিচালকেরা তাঁদের নিজ ব্যাংকের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংক থেকেও এসব ঋণ নিয়েছেন।

সংসদে ব্যাংক ঋণের এই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ব্যাংকগুলোর পরিচালকদের ঋণের তথ্য এই প্রথমবারের মতো সংসদে প্রকাশ করেছেন তিনি। এর আগে শুধু ঋণখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করা হ'ত।

সূত্র জানায়, ব্যাংকগুলোর এখন পর্যন্ত বিতরণ করা মোট ঋণের পরিমাণ ১২ লাখ কোটি টাকা। তার মধ্যে আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ ২ লাখ ৪০ হাযার কোটি টাকা। যা মোট ঋণের প্রায় ২৫ শতাংশ।

অর্থমন্ত্রী জানান, ব্যাংকের পরিচালকদের মধ্যে এবি ব্যাংকের পরিচালকেরা নিজ ব্যাংক থেকে সবচেয়ে বেশী ঋণ নিয়েছেন। ব্যাংকটির পরিচালকদের কাছে প্রায় ৯০৭ কোটি ৪৮ লাখ টাকার ঋণ রয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের পরিচালকদের কাছে ঐ ব্যাংকের কোন ঋণ পাওনা না থাকলেও অন্য ব্যাংকের পরিচালকদের কাছে সবচেয়ে ঋণ পাওনা রয়েছে প্রায় ১৯ হাযার ১৭৬ কোটি টাকা।

মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ে কয়েকজন ছাহাবীর ধৃষ্টতা প্রদর্শন!

আলিয়া মাদ্রাসার দাখিল নবম-দশম শ্রেণীর ইসলামের ইতিহাস বইয়ে বেশ কয়েকজন ছাহাবীকে নিয়ে অত্যন্ত বেয়াদবীমূলক মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বইটিতে প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া, আমর ইবনুল আছ ও আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্র হনন করা হয়েছে খুবই নির্মম শব্দের ব্যবহারে।

বইয়ের ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'স্বার্থান্বেষী', 'সম্পদলোভী', 'ক্ষমতালোভী', 'উচ্চাভিলাষী', 'স্বার্থপর', 'ঔদ্ধত' 'জঙ্গী মনোভাবাপন্ন', 'চক্রান্তকারী', 'পরিস্থিতি ঘোলাটেকারী', 'অপরাজনীতিবিদ', 'ভোজবাজ' ও 'নিকৃষ্টতম শঠ' বলা হয়েছে।

এর পাশাপাশি বইটির নানা স্থানে হযরত আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে 'ছলচাতুরিকারী' 'চক্রান্তকারী' 'ধূর্ত' 'হঠকারী' 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'কপট' বলা হয়েছে। যখনই তাঁর নাম এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশেষণ হিসাবে 'ধূর্ত' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে নির্মমভাবে। শুধু তাই নয়, অন্য ছাহাবীদের ক্ষেত্রে (রাঃ) ব্যবহার করা হ'লেও মু'আবিয়া ও আমর (রাঃ)-এর নামের সঙ্গে (রাঃ) দো'আ বর্জন করা হয়েছে।

এমনকি এ বইয়ের ১৪৯ পৃষ্ঠায় উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, 'হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলি (রা.)-এর প্রতি পূর্বশত্রুতা ও পূর্ববিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে এই যুদ্ধ বাধিয়েছেন'।

[আমরা পাঠ্য বই থেকে এধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ মিথ্যা বক্তব্য অবিলম্বে সংশোধন করতে শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি এবং ধৃষ্ট লেখক ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি (স.স.)]

তরুণ বিজ্ঞানী আবু ছালেহ উদ্ভাবিত ক্যান্সারের ওষুধে ব্যাপক সাড়া

সম্প্রতি ক্যান্সারের ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশী তরুণ বিজ্ঞানী আবু ছালেহ। পেশায় বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা ৪৭ বছর বয়সী আবু ছালেহ বলেন, তার ওষুধ গ্রহণের ৭ হ'তে ১০ দিনেই এর কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ৪ হ'তে ৬ মাস নিয়মিত গ্রহণে ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। আর টিউমারটি ধীরে ধীরে শরীরে মিলিয়ে যায়। ফলে আক্রান্ত স্থান আর কেটে ফেলতে হয় না।

আবু ছালেহ বলেন, দেড় যুগেরও বেশী সময় গবেষণায় অ্যান্টি ক্যান্সার ওষুধটি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। এ ওষুধটি মূলতঃ

জিনগত অস্বাভাবিকতাকেই টার্গেট করে। ফলে সব ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই ওষুধটি কার্যকর। একটি মাত্র ওষুধের মাধ্যমে সব ধরনের ক্যান্সার নিরাময় হয় বলে এর সুবিধা অনেক। ইতিমধ্যে কয়েকজন ক্যান্সার রোগীর উপর ওষুধটি তিনি প্রয়োগ করেছেন এবং তারা সবাই সুস্থ হয়েছেন বলে দাবী করেন।

এসব রোগীদের মধ্যে একজন পাকস্থলীর ক্যান্সারে (অ্যাডিনোকারসিনোমা অব গ্রেড-থ্রি), একজন ব্রেস্ট ক্যান্সারে (ডাক্ট সেল কারসিনোমা অব গ্রেড-টু) এবং তৃতীয় রোগী রেক্টাম ক্যান্সারে (পেপিলারি অ্যাডিনোকারসিনোমা অব গ্রেড-ওয়ান) আক্রান্ত। পাকস্থলীর ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীটি তিন মাস ১২ দিনে শতভাগ ক্যান্সার মুক্ত হন। ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত চার মাস এবং রেক্টাম ক্যান্সার আক্রান্ত চার মাস পর সুস্থ জীবন যাপন করছেন।

তিনি বলেন, 'আমি চাই এ ওষুধটির ওপর সরকারী পর্যায় থেকে আরো গবেষণা হোক এবং আধুনিক ডোজেজ পদ্ধতি বের করা হোক। উদ্ভাবক জানান, আবিষ্কৃত ওষুধটির কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে কি-না তারও পরীক্ষা-নীরিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে ইতিমধ্যে। সেখানে দেখা গেছে ওষুধটি সম্পূর্ণরূপে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ামুক্ত।

তিনি জানান, তার উদ্ভাবিত ক্যান্সার ওষুধটির মূল উপাদান সেপোনিন। সেপোনিন হ'ল প্রাকৃতিক গ্লাইকোসাইডস গ্রুপের একটি উপাদান। এটি প্রায় ১০০ প্রজাতির গাছের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে মাত্র দুই প্রকার উপাদানে উচ্চ মাত্রায় এটি ক্যান্সার প্রপারটি রয়েছে। কিন্তু এই উপাদান দু'টোকে সরাসরি মানবদেহে প্রবেশ করানো যায় না- কয়েকটি ধাপে ফর্মুলেশানের মাধ্যমে একে মানবদেহের জন্য উপযোগী করা হ'লে তবেই এটি এন্টি টিউমার/এন্টি ক্যান্সার ঔষধ হিসাবে কাজ করে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

আবু ছালেহ তার উদ্ভাবিত উপাদানগুলোকে প্রথমে বিভিন্নভাবে ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করে আশানুরূপ ফলাফল পান। তারপর তা BCSIR (সাইন্সল্যাব)-এর ফার্মাকোলজী বিভাগে পাঠান ফাইনাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। অতঃপর BCSIR কর্তৃক রিপোর্ট পাওয়ার পরই তা সরাসরি মানবদেহে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত বলে স্থির করেন। বিভিন্ন গ্রুপে চাকুরী করার পর বর্তমানে চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়ে নিজস্ব গবেষণাগারে গবেষণারত আছেন তিনি।

[আমরা সর্বাগ্রে আল্লাহ্র শুকরিয়া জানাই এবং এই গবেষককে মুবারকবাদ জানাই। সেই সাথে সরকারকে তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই (স.স.)]

৪০ দিনে কুরআনে হাফেয শিশু ছাদেক নূর

বগুড়া সদর উপযেলার বড় কুমিরা গ্রামের সাড়ে ৯ বছর বয়সী মুহাম্মদ ছাদেক নূর আলম মাত্র ৪০ দিনে পুরো কুরআন মুখস্থ করেছে। সে যেলা সদরের মাদ্রাসাতুল উলূমিশ শারঈয়াহ-এর হিফয বিভাগের ছাত্র। মাদ্রাসার প্রশাসন বিভাগ জানায়, ছাদেক এতটাই মেধাবী যে, প্রতিদিন ১৫ পৃষ্ঠা থেকে এক পারা পর্যন্ত সবক দিত। ফলে এবছর শাওয়াল মাসে মাদ্রাসার হিফয বিভাগে ভর্তি হয়ে বিস্ময়করভাবে মাত্র ৪০ দিনে পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেছে। তার শিক্ষক হাফেয রঈসুল হাসান বলেন, ছেলেটি অসম্ভব মেধাবী। এমন মেধাবী শিক্ষার্থী সচারচর দেখা যায় না। আমার শিক্ষকতার জীবনে এরকম মেধাবী ছাত্র এটাই প্রথম।

বিদেশ

ফেসবুক তৈরী ছিল 'ভয়ংকর ভুল' : জাকারবার্গ

ফেসবুকের সমালোচনায় এবার মুখ খুলেছেন স্বয়ং ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ফেসবুক সমাজকে বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি করছে। এছাড়া ফেসবুকের ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিপিতিয়া জানান ফেসবুক হ'ল ভয়ঙ্কর ভুল। তিনি তার সন্তানকে ফেসবুক ব্যবহার করতে দেন না।

জাকারবার্গ বলেন, ফেসবুক তৈরী করা হয়েছিল সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। সামাজিক কাজকর্ম করার জন্য ফেসবুক অনেক রকম টুলস এনেছে। কিন্তু তিনি নিজে অনুভব করেছেন এই ফেসবুক হ'ল 'ভয়ংকর ভুল'। তিনি মনে করেন বর্তমানে সমাজ একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিপিতিয়া জানান, কিভাবে মানুষের মন ঘোরানো যায় সেটা নিয়েও তারা ভাবছেন। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল, শিশুদের মাথায় কখন কী ঘুরছে, সেটা শুধু উপরওয়ালাই জানেন!

মাথার চুল বিক্রি করে সন্তানের আহার জোগাড় করলেন যে মা

অভাবের সংসার। সন্তানদের ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে নিজের মাথার চুল বিক্রি করে দিলেন এক ভারতীয় বিধবা। দেশটির তামিলনাড়ু রাজ্যের সালেম শহরে এমন ঘটনা ঘটেছে। প্রেমা নামের এই নারী স্বামীর মৃত্যুর পর একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই একটি ইটভাটায় কাজ করত। হঠাৎ প্রেমার স্বামী আড়াই লাখ টাকা ধার করে ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু প্রতারকের ফাঁদে পা দিয়ে দেনায় ডুবে যায়। তারপর পাওনাদারদের চাপে কয়েকমাস আগে আত্মহত্যা করে। ছোট ছোট তিন সন্তানকে নিয়ে মহা বিড়ম্বনায় পড়ে যায় সে। বাচ্চাদের দায়িত্ব পালন প্রেমার কাছে কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানদের ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে পরিচিত জনদের কাছে হাত পেতেও কোন সহায়তা পায়নি সে। একসময় এক চুল ক্রেতাকে দেখে সে তার কাছে ছুটে যায় এবং মাত্র ১৫০ টাকার বিনিময়ে মাথার চুল বিক্রি করে দেয়। এরপর ১০০ টাকা দিয়ে খাবার ও বাকিটা দিয়ে তিনি কীটনাশক কিনতে যান। কিন্তু সন্দেহ হওয়ায় দোকানী তাকে কীটনাশক দিতে অস্বীকার করে। অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলেও ভাগ্যগুণে সেখানে তার বোন এসে যায় এবং তাকে নিবৃত্ত করে।

[দিনরাত গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালারা এর কী জবাব দিবেন?]

মানবেতিহাসের ভয়াবহতম যে ভাইরাসে ১০ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল

১৯১৪-১৮ সালের ১ম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ২ কোট মানুষ মারা গেলেও যুদ্ধ শেষ হ'তে না হ'তেই ১৯১৮ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। যাতে মৃত্যুবরণ করেছিল প্রায় ১০ কোটি মানুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে, মানুষ যখন ইউরোপের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছিল, তখনই ওই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি 'স্প্যানিশ ফ্লু' নামে পরিচিত। ভাইরাসটি যখন ছড়িয়ে পড়েছিল তখন সৈন্যরা যার যার নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছিল। যার ফলে সৈন্যরা একই সঙ্গে তাদের সাথে করে নিয়ে যাচ্ছিল ভাইরাসটিও।

একজন ভাইরোলজিস্টের গবেষণা অনুসারে ওই ভাইরাসটির উৎস ছিল একটি ক্যাম্প, যেখান দিয়ে প্রতিদিন এক লাখের মতো সৈন্য অতিক্রম করেছে। এই ভাইরাসটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে

সময় নিয়েছিল ৬ থেকে ৯ মাস। সেসময় বিমান চলাচলেরও তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু তারপরেও ওই ভাইরাসটি পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধারণা করা হয়, ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে ৫ থেকে ১০ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। কারণ তখন এই ভাইরাস প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বা কোন ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি।

মুসলিম জাহান

তিন ভাষায় পুরো কুরআন মুখস্থ করেছে মিসরের ৮ বছরের অন্ধ বালক আম্মার!

জন্মগতভাবেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আব্দুল্লাহ আম্মার মুহাম্মাদ আস-সাঈদ। এই বিস্ময় বালকটি ৮ বছর বয়সে শুনে শুনে মাত্র ৩ মাসে পুরো কুরআন মুখস্থ করে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারপর ৯ বছর বয়সে আরবী ভাষা ছাড়াও ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় কুরআনের অনুবাদও আয়ত্ব করেছে সে। তারপর ১১ বছর বয়স হ'তে হ'তেই সে কুতুবে সিত্তাহর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের হাদীছগুলো মুখস্থ করেছে। এমনকি জাহেলী ও উমাইয়া যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতাগুলোও ইতিমধ্যে সে আয়ত্ব করে নিয়েছে। ১২ বছর বয়সী আব্দুল্লাহ আম্মার বর্তমানে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। উচ্চতর পড়াশোনায় আম্মারকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহায়তা দেবে। এখান থেকেই সে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করতে চায়।

মিসরের এক সাধারণ পরিবারে আম্মারের জন্ম। অন্ধ হ'লেও সন্তানকে কুরআনের জ্ঞান দানের জন্য পিতার আগ্রহ ছিল অসামান্য। মূলত পিতার উৎসাহ-উদ্দীপনাতেই আম্মার খুব দ্রুত কুরআন হিফয সম্পন্ন করে। তারপর তিনি তার জন্য ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার ২ জন শিক্ষক ঠিক করে দেন। যারা তাকে এ দুই ভাষায় কুরআনের অনুবাদ শেখাবেন।

২০১৬ ও ২০১৮ সালে আব্দুল্লাহ আম্মার মিসরের জাতীয় হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ হাফেয নির্বাচিত হয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট সিসির নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শায়খ ড. আহমাদ আত-তাইয়েব তার অসাধারণ কৃতিত্বের প্রশংসা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তার ও তার পরিবারের পবিত্র হজ্জ পালনের ব্যবস্থা করেন।

ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারের আহ্বান মুসলিম নেতাদের

নিজেদের মধ্যে ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণ ও পণ্যের বিনিময়ে বেচাকেনা শুরুর চিন্তাভাবনা করছে ইরান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও কাতার। মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের নিয়মিত আরোপ করা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধ করতেই এমন পদক্ষেপের চিন্তা চলছে বলে জানান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদ।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কুয়ালালামপুর সম্মেলনের শেষ দিনে ড. মাহাথির বলেন, 'আমি স্বর্ণমুদ্রা এবং পণ্যের বিনিময়ে ব্যবসার ধারণাটিকে নতুনভাবে নিজেদের মধ্যে ভেবে দেখার প্রস্তাব রেখেছি। আমরা খুবই গুরুত্বের সাথে এটি বিবেচনা করছি এবং আশা করি এটি কার্যকরের কোন উপায় আমরা বের করতে পারব।

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে চার দিনব্যাপী কুয়ালালামপুর সামিটে গোলটেবিল বৈঠক ও সেমিনারে উঠে আসে নির্যাতিতদের কথা। ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানী, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান, কাতারের আমীর শেখ তামীমসহ পাঁচটি দেশের নেতা, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ এবং বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে প্রায় ৪৫০ জন প্রতিনিধি চার দিনব্যাপী এই সম্মেলনে অংশ নেন। তারা সবাই কয়েক দশক ধরে ইসরাঈলের দখলদারিত্বের মধ্যে থাকা ফিলিস্তীনীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে সহযোগিতার ব্যাপারে একমত হন।

[পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় পদ্ধতিই হল সর্বোত্তম। ১৭৬৯ সালে ইংরেজ ভারত বর্ষে সর্বপ্রথম উৎপন্ন ফসলের বদলে মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা আদায় পদ্ধতি চালু করে। আর তাতেই আসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' যা লাখ লাখ বনু আদমের মৃত্যুর কারণ হয়। কারণ তখন ফসল হৌক বা না হৌক মুদ্রা দিয়ে খাজনা পরিশোধ করতেই হ'ত। ফলে খাজনা পরিশোধ করতে গিয়ে সব ফসল শেষ হয়ে যেত। তাতে মানুষ না খেয়ে মরত। বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম নয়। অতএব এ ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

উড়ন্ত ট্যাক্সি ঘণ্টায় চলবে ২৯০ কিলোমিটার গতিতে

যানজটের মাঝে পড়লেই মনে হয়, উড়ে গেলে কি ভালোই না হ'ত! হ্যাঁ কল্পনাকে বাস্তবে প্রমাণ করতে চলেছে গাড়ি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হুন্দাই। যার সাথে জোট বেঁধেছে জনপ্রিয় কোম্পানী উবার। উভয় কোম্পানী যৌথভাবে বৈদ্যুতিক এয়ার ট্যাক্সি তৈরীর ঘোষণা দিয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী আগামী দিনে 'এরিয়াল রাইড শেয়ার নেটওয়ার্কে'র ভিত্তিতে কাজ করবে এই ট্যাক্সি।

হুন্দাই জানিয়েছে, একই সাথে এই এয়ার ট্যাক্সিতে পাইলটসহ বসতে পারবেন ৫ জন। ২০২৩ সালের মধ্যে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হবে। আর ২০৪০ সালে মানুষের কছে খুব স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠতে পারে এই 'উড়ন্ত ট্যাক্সি'। ২,০০০ ফুট উপরে উড়তে সক্ষম এই ট্যাক্সি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৯০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারবে। এছাড়া একটানা ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে যেতে পারবে। আর মাত্র ৫-৭ মিনিটেই এর ব্যাটারী চার্জ করা যাবে বলে দাবী করেছে হুন্দাই।

মাছ চাষের নতুন প্রযুক্তি বায়োফ্লক

বায়োফ্লক প্রযুক্তি হচ্ছে মাছ চাষ করার লাভজনক একটি কৃত্রিম পদ্ধতি। এটি একটি পরিবেশ বান্ধব বিকল্প প্রযুক্তি যা ক্রমাগতভাবে পানিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানগুলোকে পুনঃআবর্তনের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করে। ট্যাংকের পানি খুব কম পরিবর্তনে উক্ত ট্যাংকে বিদ্যমান অণুজীবের বৃদ্ধির সহায়ক হয় বলে এটি একটি টেকসই প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রযুক্তি ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছর বাংলাদেশে এই প্রযুক্তি নিয়ে অনেকেই কাজ শুরু করেছে।

কৃষি ভিত্তিক অনলাইন প্রতিষ্ঠান কৃষি বাজার এর চেয়ারম্যান জি.এ টুটুল বলেন, মৎস্য খাতকে আরো ত্বরান্বিত করতে, আমাদের দেশে বেকারত্ব দূরীভূত করার লক্ষ্যে এবং স্বল্প খরচে অল্প জায়গায় অধিক পরিমাণে মৎস্য উৎপাদনে বায়োফ্লক প্রযুক্তির বিকল্প নেই বললেই চলে। এ প্রযুক্তি ভারতসহ বিভিন্ন দেশে সাড়া পেয়েছে। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সকল সরঞ্জাম, সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ সরবরাহ করছি ।

তিনি আরও জানান, আমাদের দেশে সচরাচর চাষকৃত মাছ যেমন- তেলাপিয়া, শিং, মাগুর, পাবদা ও চিংড়িসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বায়োফ্লক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষ করা যেতে পারে। তবে যারা নতুন করে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষ শুরু করতে চান তারা অবশ্যই প্রথমে বায়োফ্লক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণ ব্যতীত শুরু করলে অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে পারেন।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন- জি.এ টুটুল। বাসা- ৫১/১, সালেমা খাতুন রোড-৭, রাধাবল্লব, মহানগর, রংপুর। *মোবাইল : ০১৯০৮৫৯৭৪৭০, ০১৯০৮৫৯৭৪৭১।*

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : জয়পুরহাট

জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে ব্রতী হৌন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

জয়পুরহাট ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা শহরের রামদেব বাজলা সরকারী উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ্র দাসত্বের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যত বেশী সতেচন হবে তত বেশী দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবে। সে নিজের ইচ্ছায় দুনিয়াতে আসেনি এবং নিজের ইচ্ছায় বিদায়ও হবে না। তার জীবনের সফরসূচী শেষ হ'লে তাকে আল্লাহ্র নিকট ফিরে যেতে হবে। এ দুনিয়াতে কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবেনা। তাই বিচক্ষণ মানুষের উচিৎ হবে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালীন পাথেয় অধিকহারে সঞ্চয় করা।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছবূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট পৌরসভার মেয়র মুস্তাফীযুর রহমান মুশতাক। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও শিক্ষক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ এবং যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ফিরোয হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক।

আল-'আওন : সম্মেলন স্থলের পার্শ্বে স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওন'-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ১০ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত করা হয়।

সুধী সমাবেশ : সিলেট

সবকিছু ছেড়ে অহি-র বিধান কায়েম করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কুমারপাড়া, সিলেট ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সিলেট শহরের কুমারপাড়ায় অবস্থিত আত-তাক্বওয়া মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে বাদ জুম'আ অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শ্রেষ্ঠ বিধান হ'ল অহি-র বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান। তাই সকল বিধান বাতিল করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধান কায়েম করতে হবে। ইহূদী-নাছারারা তাদের ধর্মের বিধানকে টুকরো টুকরো করেছে। তাদেরই চালান করা মতবাদ সমূহের খপ্পরে পড়ে মুসলমানদের হাতেই ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ ওছমানীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন, মুসলমান আজ আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করা বাদ দিয়ে কবর-মাযার ও ছবি-মূর্তির সামনে মাথা নত করছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হ'লে এগুলি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে হবে। তিনি বলেন, চরমপন্থীরা খারেজী আক্বীদার অনুসারী। তারাই হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। তাই যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে সবাইকে দূরে থাকতে হবে।

লণ্ডন প্রবাসী জনাব আব্দুল মুন'ইমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ (ঢাকা), কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার। এছাড়া সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়যুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাবীর, দফতর সম্পাদক রূহুল ইসলাম, সিলেট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক তুফায়েল আহমাদ, মৌলভীবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদিকুন নূর, সাধারণ সম্পাদক আবু মুহাম্মাদ সোহেল, 'যুবসংস'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ সুমন, সহ-সভাপতি আব্দুল হাসীব, প্রচার সম্পাদক আব্দুশ শাকূর, সুনামগঞ্জ যেলার তাহেরপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হানীফ, সহ-সভাপতি নযরুল ইসলাম সহ সিলেট, মৌলভীবাজার, ঢাকা ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও সুধীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সিলেট এডুকেশন সেন্টার-এর কো-অর্ডিনেটর ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুছ ছবূর চৌধুরী।

জুম'আর খুৎবা : সমাবেশের পূর্বে আমীরে জামা'আত উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় তিনি বলেন, প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবেই যাত্রা শুরু করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে। সে কখনোই বানর বা বানরজাতীয় পশুর উত্তরসূরী নয়।

তিনি বলেন, আদমকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়ার সময় আল্লাহ তাদেরকে বলেন, 'যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*। অতএব মানব জাতিকে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ হেদায়াত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মেনে জীবন যাপন করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে উক্ত মর্মে ৫টি নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তথা জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন, আমীরের আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা, প্রয়োজনে দ্বীনের স্বার্থে হিজরত করা ও আল্লাহ্র পথে হিজরত করা *(আহমাদ, তিরমিযী, ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪)*। আমাদের এ পথেই দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ কামনা করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এদিন বাদ মাগরিব তিনি শহরের উম্মুল ক্বোরা মাদ্রাসা ও কিউসেট ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন।

সুধী সমাবেশ : ঢাকা

বংশাল, ঢাকা ৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকার বংশালস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সুধী সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড.**

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলমগীর হোসাইন, যেলা অর্থ সম্পাদক আনীসুর রহমান, মাদারটেক এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ফরীদ, সাধারণ সম্পাদক নাছিরুদ্দীন মোল্লা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার।

ইসলামী সম্মেলন

তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা ৩১শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার দেবিদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক জামীলুর রহমান, অর্থ সম্পাদক আবু ইউসুফ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আহমাদুল্লাহ, 'সোনামণি' পরিচালক আতীকুর রহমান সরকার, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ইমাম হোসাইন ও ঢাকা ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন দেবিদ্বার উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক বেলাল হোসাইন।

উপযেলা সম্মেলন

সোনাহাটা, ধুনট, বগুড়া ১৩ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধুনট উপযেলাধীন সোনাহাটা হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ধুনট উপযেলার উদ্যোগে উপযেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয আবু বকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন ও উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবু ছায়েম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রায্যাক।

মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২০শে জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাযারস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ধোবাউড়া উপযেলার উদ্যোগে উপযেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুল হান্নান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইবরাহীম খলীল ও ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদের খত্বীব আমীন বিন ইউসুফ ফারেসী।

প্রশিক্ষণ

নাগরীপাড়া, মুহাম্মাদপুর, মাগুরা ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন নাগরীপাড়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাগুরা যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বিন আকসী শাখা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মশিউর রহমান। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও অত্র মসজিদের সভাপতি কে. এম. মীযানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ।

কাথোরা, গাযীপুর ৩১শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কাথোরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

কালই, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার হরিরামপুর থানাধীন কালই মসজিদের পার্শ্ববর্তী ফার্মে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মানিকগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উচুটিয়া হাফিযিয়া আলিম মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক (আরবী) মাওলানা আব্দুল মুত্তালিব।

মাসিক ইজতেমা

বংশাল, ঢাকা ৩রা জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ঢাকার বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সাবেক সহ-সভাপতি ও

বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ।

কুষ্টিয়া ৩১শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশিমুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক সাইফুল্লাহ খালিদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাসান আল-মাহমূদ।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ১৩ই জানুয়ারী সোমবার হ'তে ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবার পর্যন্ত ফরিদপুর, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী ও মাদারীপুর যেলায় তাবলীগী সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ:

কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ১৩ই জানুয়ারী সোমবার বাদ এশা ফরিদপুর যেলার ছদরপুর থানাধীন সাড়ে সাতরশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ১৫ই জানুয়ারী বুধবার দুপুর ১২-টায় বরিশাল যেলার গৌরনদী থানাধীন উত্তর বিজয়পুর জামে মসজিদে, ১৮ই জানুয়ারী শনিবার বাদ এশা ভোলা যেলার বোরহানুদ্দীন থানাধীন কাচিয়া মাদ্রাসা মসজিদে, ২০শে জানুয়ারী সোমবার দুপুর ১২-টায় পটুয়াখালী যেলার সদর থানাধীন নতুন বাস স্ট্যাণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্লান এণ্ড ডিজাইন কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার্স ফার্মে পরামর্শ সভায়, একই দিন বাদ মাগরিব ঝালকাঠী যেলার নলছিটি থানাধীন কুলকাঠী আহলেহাদীছ মসজিদে সফর করেন। উল্লেখ্য, ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার তিনি লক্ষ্মীপুর যেলার সদর থানাধীন রাজিবপুর হাবরুল উম্মাহ মডেল মাদ্রাসা মসজিদে ও ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবার মাদারীপুর যেলার কালকিনি থানাধীন দর্শা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

ছয়গাঁও, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার ভেদরগঞ্জ থানাধীন ছয়গাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শরীয়তপুর যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

যুগিহাটী, উযীরপুর, বরিশাল ১৫ই জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উযীরপুর থানাধীন যুগিহাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

উলানিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ১৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

বরগুনা ১৯শে জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন বি.কে.পি রোডস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরগুনা যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

সোহাগদল, নেছারাবাদ, পিরোজপুর ২২শে জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার নেছারাবাদ থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাষ্টার শাহ আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

যুবসংঘ

সেমিনার

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৩০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে 'তরুণদের সমসাময়িক সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ড. আবু তাহের (সিলেট)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ।

প্রবাসী সংবাদ

কামবাঙ্গান, সিঙ্গাপুর ২৫শে জানুয়ারী শনিবার : অদ্য সিঙ্গাপুরের কামবাঙ্গানে অবস্থিত দেশটির অন্যতম সালাফী মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার মুহাম্মাদিয়া মসজিদ কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর মুহাম্মাদিয়া এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট উস্তায মুহাম্মাদ আযরী আযমান। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল হালীম, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মুহাম্মাদ যিয়াউল করীম, মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, মো'আয্যম হোসাইন ও মুহাম্মাদ

ফারূক আহমাদ। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীতের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিঙ্গাপুর আন্দোলন-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মিল্লাত হোসাইন প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব মানবজীবনের দু'টি বড় ফিৎনা তথা কামনা-বাসনা (শাহওয়াত) ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় (শুবহাত)-এর বিভিন্ন দিক ও বিভাগ এবং সেগুলো থেকে আত্মরক্ষার গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সকলকে জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। পরিশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। দিনব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় তিন শতাধিক কর্মী ও সুধীর আগমন ঘটে।

সেরাঞ্জন, সিঙ্গাপুর ২৬শে জানুয়ারী রবিবার : অদ্য সিঙ্গাপুরের সেরাঞ্জনে অবস্থিত দেশটির অন্যতম প্রাচীন মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার আল-কাফ আপার সেরাঞ্জন মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠক উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল হালীম, মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, মো'আয্যম হোসাইন, মুহাম্মাদ ফারূক আহমাদ প্রমুখ। এসময় কেন্দ্রীয় মেহমান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব দায়িত্বশীলদের বক্তব্য শোনেন এবং দাওয়াতী কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বৈঠকে সিঙ্গাপুর আন্দোলন-এর ৭টি শাখা উডল্যাণ্ড, চুয়াচুকান, জুরং ইস্ট, গেলাং, কাকিবুকিত, পঙ্গল ও তোয়াজ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীত।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ২০২০

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হল রুমে 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। ২দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এবং রাজশাহী মহিলা কলেজের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক (অবঃ) জনাব আব্দুল লতীফ, 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক ও আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও শিক্ষাবোর্ডের প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং গোদাগাড়ী মহিলা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক দুর্রুল হুদা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিএড কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল জনাব আব্দুছ ছামাদ মণ্ডল, গাযীপুরস্থ জাপান ইন্টারন্যাশনাল ব্রীম স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও মাষ্টার ট্রেইনার জনাব মুহাম্মাদ শামসুযযোহা, গাযীপুরস্থ ইউনিভার্সাল ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক জনাব খায়রুল ইসলাম এবং শিক্ষাবোর্ডের সচিব জনাব শামসুল আলম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে মোট ৩৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯জন প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ ৬৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ১ম দিন বাদ মাগরিব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল ও পরিচালকবৃন্দ 'প্রতিষ্ঠান পরিচালনা : সমস্যাসমূহ ও উত্তরণের উপায়' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। এছাড়া শিক্ষকদের ডেমো ক্লাস টেস্ট, মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং সবশেষে পুরস্কার প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠান এবং আমীরে জামা'আতের হেদায়াতী ভাষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

আল-'আওন

মালিগাছা শংকরপুর, পাবনা ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মালিগাছা শংকরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার উদ্যোগে আল-'আওনের ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ এবং ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিং ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাসান আলী, আল-'আওনের সাধারণ সম্পাদক মুন'ঈম ও 'সোনামণি'র পরিচালক রফীকুল ইসলাম এবং 'আন্দোলনে'র অর্থ সম্পাদক রেযাউল করীম প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১০জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১০জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

ধাপ, রংপুর ১৩ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের মেডিকেল মোড়স্থ হারাগাছ ক্লিনিকে আল-'আওনের যেলা কার্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। উক্ত প্রশিক্ষণে যেলা ও উপযেলা আল-'আওনের দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

কর্ণসূতী, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কামারখন্দ থানার অন্তর্গত বরতৈলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে আল-'আওনের রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওনের সভাপতি ডা. জাহিদ ও যেলা 'যুবসংঘে'র কর্মী সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৮জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৬জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

খিরশিন টিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতি : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিন টিকরে আল-'আওন-এর ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিং পরিচালনা করেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিং-এ ৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

ভুগরইল, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন ভুগরইল শিহাবের মোড়ে আল-'আওনের ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিং পরিচালনা করেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিং-এ ২৬জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৬ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

খয়রাবাদ, রহনপুর, চাঁপাই-উত্তর ৩০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার রহনপুর উপযেলার অন্তর্গত জালিবাগান মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে কেন্দ্রের উদ্যোগে আল-'আওনের ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। অত্র ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৬৮জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয়।

ষষ্ঠীতলা, যশোর ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের ষষ্ঠীতলাস্থ আল্লাহ্র দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলা উদ্যোগে আল-'আওনের ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। ক্যাম্পিংয়ে ২১জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় ও ৫জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

আল-'আওনের বার্ষিক রিপোর্ট (ফেব্রুয়ারী'১৯-জানুয়ারী ২০২০) :

ক্র.	বিবরণ	পরিমাণ	বৃদ্ধি
১	সর্বমোট রক্তদাতা সদস্য	৫,৮১৯জন	৩৫৯৩জন
২	সর্বমোট ব্লাড গ্রুপিং	৬,৩৭২জন	৪০৯১জন
৩	সর্বমোট রক্তের আবেদন	৩,৮০৪টি	১৫২৩টি
৪	সর্বমোট রক্ত দেওয়া হয়েছে	১,৩১৮ ব্যাগ	৯০৭ ব্যাগ
৫	সর্বমোট ক্যাম্পিং	১৯৪টি	১৪৩টি

আল-'আওনের সক্রিয় যেলাসমূহ : মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, জয়পুরহাট, নাটোর, নীলফামারী-পশ্চিম, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, গাযীপুর, পঞ্চগড়, বগুড়া, ইবি কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, ঝিনাইদহ, কুমিল্লা, নরসিংদী, দিনাজপুর-পূর্ব, দিনাজপুর-পশ্চিম, জামালপুর-দক্ষিণ, গাইবান্ধা।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন **'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'**-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। উক্ত শিল্পীগোষ্ঠীর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে 'তাবলীগী ইজতেমা ২০২০' উপলক্ষ্যে **'জাতীয় ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০'**-এর বাছাইপর্ব দেশব্যাপী ৭টি অঞ্চলভিত্তিক অনুষ্ঠিত হয়। সে মোতাবেক ২২শে জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মেহেরপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর এবং সাতক্ষীরায় উক্ত বাছাইপর্ব আয়োজিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় কিরাআত ও জাগরণী বিভাগে সর্বমোট ২৫৪জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে ৭৫ জনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা হয়।

মারকায সংবাদ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ের ক্বিরাআত প্রতিযোগিতায় মারকায ছাত্রের কৃতিত্ব

গত ১৬ই জানুয়ারী'২০ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী'-এর উদ্যোগে রাজশাহী কার্যালয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর হিফয বিভাগের ছাত্র আরীযুল ইসলাম (রাজশাহী) অর্থসহ ক্বিরাআতে (ক গ্রুপ) ১ম স্থান অধিকার করেছে। এজন্য তাকে সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। এর ফলে সে জাতীয় পর্যায়ে ক্বিরাআত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেল। উল্লেখ্য, সে মহানগর ও যেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায়ও ১ম স্থান অধিকার করেছে।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি, সাতক্ষীরার বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ ও ইয়াতীমখানার প্রাক্তন পরিচালক এবং সাতক্ষীরা সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব আব্দুর রহমান মাস্টার (৯৬) বার্ধক্য জনিত কারণে গত ৬ই ডিসেম্বর'১৯ শুক্রবার বাদ ফজর ইটাগাছায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন*। মৃত্যুকালে তিনি ৭ পুত্র, ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। একই দিন বাদ আছর নিজ বাসভবনের পার্শ্ববর্তী রাইস মিলের চাতালে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ লুৎফুল ক্বাদীর। অতঃপর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** মেহেরপুর যেলা সম্মেলনে যোগদান শেষে পরদিন সকালে সাতক্ষীরায় এসে সরাসরি তার বাসায় গমন করেন। অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারত করেন ও সন্তানদের সান্ত্বনা প্রদান করেন।

[আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

জিলানী ডেকোরেটর

এখানে বিবাহ, ওয়ালীমা, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ ওয়াহিদ উদ্দীন (মুকুল)

নওদাপাড়া, টেক্সটাইল মোড় (বাইপাস সংলগ্ন আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল ০১৭৩৬-৯৮৯৩৮০, ০১৯৬০-৫৪৫৪৯১

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : ছালাত আদায়ের পর বুঝতে পারি যে ক্বিবলা ভুল হয়ে গেছে। উক্ত ছালাত কি পুনরায় আদায় করতে হবে?

-বেলাল হোসাইন, মণিহার, যশোর।

উত্তর : অবহেলাবশতঃ এরূপ ভুল হয়ে থাকলে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হ'ল ক্বিবলা সঠিক হওয়া *(বাক্বারাহ ২/১৫০; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ২/২৫৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৯৫, ফৎওয়া নং ১৭২৭৯)*। তবে চেষ্টার পরেও যদি ক্বিবলা ভুল হয়ে যায়, তবে পুনরায় তা আদায় করতে হবে না। একদা কতিপয় ছাহাবী অন্ধকার রাতে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে ছালাত আদায় করার সময় ভুলে ক্বিবলার বিপরীত দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-কে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি তা পুনরায় আদায়ের নির্দেশ না দিয়ে বললেন, তোমাদের ছালাত আদায় হয়ে গেছে। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আয়াত নাযিল করেন, 'আর আল্লাহ্র জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১১৫; তিরমিযী হা/২৯৫৭, ইরওয়া হা/২৯১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২/২০২) : আমার নবজাতক সন্তানের দুগ্ধপানের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় শিশুটি কি আমার মা তথা তার নানীর দুধ পান করতে পারবে?

-হালীমা খাতুন, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এমতাবস্থায় শিশু নানীর দুধ পান করতে পারে। তবে এ কারণে তার মামা-খালারা তার দুধ ভাই বা দুধ বোন সাব্যস্ত হবে। ফলে সে তার মামাতো ও খালাতো ভাই বা বোনকে বিয়ে করতে পারবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর চাচা হামযাহ (রাঃ) পরস্পর দুধ ভাই ছিলেন। এজন্য হামযাহ (রাঃ)-এর মেয়ের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হ'লে তিনি বলেন, আমি দুধ ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করতে পারি না *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৬; মিশকাত হা/৩১৬১)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : সূদখোরের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া এবং তাদের জন্য দো'আ করা যাবে কি?

-আকরাম, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : দাওয়াত গ্রহণে দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) ইহূদীর বাড়ীতে দাওয়াত খেয়েছেন ও তাদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তার নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার একজন প্রতিবেশী আছে যে সূদ খায় এবং সর্বদা আমাকে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। এক্ষণে আমি তার দাওয়াত কবুল করব কি? জওয়াবে তিনি বললেন, 'তোমার জন্য এটি বিনা কষ্টের অর্জন এবং এর গোনাহ তার উপরে পতিত হবে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৫, ইমাম আহমাদ আছারটি 'ছহীহ' বলেছেন; ইবনু রজব হাম্বলী, জামেঊল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরূত : ১৪২২/২ ০০১) ২০১ পৃ.)*।

তবে উক্ত ব্যক্তির সংশোধন বা তাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ সাময়িকভাবে দাওয়াত গ্রহণ না করে, তবে সেটাই উত্তম হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/২০৬)*। যেমন লাল কাপড় পরিহিত জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম প্রদান করলে তিনি সালামের জওয়াব দেননি। কারণ তিনি লাল কাপড় পরিধান করা পুরুষদের জন্য পসন্দ করতেন না *(হাকেম হা/৭৩৯৯; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৩৫০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : আলী (রাঃ) রাতে দায়িত্ব পালন করায় তিনি ফজরের ছালাত দেরীতে পড়তেন। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করা হ'লে তিনি তাকে দেরীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেন। ঘটনাটির সত্যতা জানতে চাই।

-নাজমুল হুদা, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত ঘটনা আলী (রাঃ)-এর সম্পর্কে নয়, বরং ছাফওয়ান বিন মু'আত্ত্বাল (রাঃ)-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) তাকে বিশেষ কারণে ফজরের ছালাত সূর্যোদয়ের পর আদায়ের অনুমতি দেন। ছাফওয়ানের স্ত্রী তার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ করেছিল। যার মধ্যে একটি ছিল যে, আমার স্বামী সূর্যোদয়ের পূর্বে কখনো ফজরের ছালাত পড়েন না। রাসূল (ছাঃ) এ ব্যাপারে ছাফওয়ানের বক্তব্য শুনতে চাইলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পরিবারের লোকেরা সর্বদা (পানি সরবরাহে) ব্যস্ত থাকে। এজন্য আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে জাগতে পারি না। তিনি বলেন, তুমি যখনই জাগ্রত হবে, তখনই ছালাত পড়ে নিবে *(আবূদাঊদ হা/২৪৫৯; আহমাদ হা/১১৭৫৯; ছহীহাহ হা/২১৭২; ইরওয়া হা/২০০৪)*। কোন ব্যক্তি বিশেষ ওযরের কারণে এমন বাধ্যগত পরিস্থিতিতে পড়লে তা জায়েয হবে। কিন্তু এলার্ম বা যে কোন মাধ্যমে জাগ্রত হওয়ার সুযোগ থাকতেও ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাতে দেরী করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কেননা এটা ছালাত বিনষ্টের শামিল *(সূরা মারয়াম ৫৯; আল-মাঊন ৪-৫)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার এক পর্যায়ে এমন এক ব্যক্তির কথা বলেন, যে নিজ মাথা পাথর দিয়ে বিচূর্ণ করছিল, সে হ'ল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিখে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে' *(বুখারী হা/১১৪৩, ৭০৪৭; মিশকাত হা/৪৬২৫ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : শিশুরা বিভিন্ন বিপদাপদে পতিত হ'লে যেমন উঁচু স্থান থেকে পড়ে গেলে ফেরেশতারা তাদের রক্ষা

করে- এ কথার কোন সত্যতা আছে কি?

-আমীনুল ইসলাম, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা।

উত্তর : কেবল শিশু নয় বরং প্রত্যেক মানুষের হেফাযতের জন্য আল্লাহ ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে পরপর আগত পাহারাদার ফেরেশতারা রয়েছে, যারা তাকে হেফাযত করে আল্লাহ্র হুকুমে' *(রা'দ ১৩/১১)*। আবু মিজলায বলেন, মুরাদ এলাকা থেকে জনৈক ব্যক্তি আলী (রাঃ)-এর কাছে এল। তখন তিনি ছালাতরত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আলী! আপনি আপনার জন্য পাহারা নিযুক্ত করুন। কেননা মুরাদ এলাকার কিছু লোক আপনাকে হত্যা করতে চায়। জবাবে আলী (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে দু'জন করে ফেরেশতা থাকে, যারা তাকে হেফাযত করে। কিন্তু যখন তাক্বদীর এসে যায়, তখন তারা দূরে সরে যায়' *(ইবনু কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য, সনদ মুরসাল)*। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, একজন ব্যক্তিকে দিনে ও রাতে কমপক্ষে চারজন করে ফেরেশতা পাহারা দেয়। যাদের দু'জন ডানে ও বামে মানুষের আমলনামা লিখে, অপর দু'জন মানুষের পিছনে ও সামনে থেকে পাহারা দিয়ে থাকে *(বুখারী, হা/৫৫৫; ইবনু কাছীর, তাফসীর ঐ আয়াত, ৪/৪৩৭)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : অনেকে ছোট শিশুদের মসজিদে আনতে নিষেধ করেন। এ ব্যাপারে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

-রাসেল মাহমূদ
রাজশাহী সেনানিবাস, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতে শিশুদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া উত্তম। এতে শিশুকাল থেকেই মসজিদে ছালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে ওঠে। সেকারণ নববী যুগে শিশুদের মসজিদে নিয়ে যাওয়ার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুর ক্রন্দন শ্রবণের কারণে ছালাত সংক্ষিপ্ত করেছেন *(বুখারী হা/৭০৯; মুসলিম হা/৪৭০)*। তিনি তাঁর দুই নাতি হাসান ও হোসাইন-কে কোলে নিয়ে জুম'আর খুৎবাও দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/১১০৯; ইবনু মাজাহ হা/২৯২৬)*। উপরন্তু তিনি নাতনীকে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করেছেন। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইমামতি করতে দেখেছি, এমতাবস্থায় নাতনী উমামা বিনতে যয়নব তার কাঁধে ছিল। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা হ'তে উঠতেন, তখন তাকে (পুনরায় কাঁধে) ফিরিয়ে নিতেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৯৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। একদিন রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতে আসতে দেরী করলে মসজিদে আগত নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছিল *(বুখারী হা/৫৬৬; মুসলিম হা/৬৩৮)*। অতএব এটা প্রমাণিত যে, সেসময় শিশুরা নিয়মিত মসজিদে যেত। তবে কোন শিশুর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ যদি মুছল্লীদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে যায়, তবে ঐসব শিশুদের মসজিদে আনা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। কেননা এতে মুছল্লীদের খুশু-খুযূ বিনষ্ট হয়। যেমনভাবে কাঁচা-পিয়াজ ও রসুন মুছল্লীদের জন্য কষ্টদায়ক হওয়ায় তা খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৩৭)*। উল্লেখ্য যে, 'তোমরা শিশুদের মসজিদ থেকে দূরে রাখো' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৭৫০; যঈফুল জামে' হা/২৬৩৬)*।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : 'মসজিদে খায়েফে'র নীচে সত্তরজন নবীর কবর রয়েছে। বর্ণনাটির সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুর রহীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে মুসনাদে বাযযার ও ত্বাবারাণী কাবীরসহ কিছু গ্রন্থে একটি বর্ণনা এসেছে যার সনদ অত্যন্ত যঈফ এবং মতন মুযতারিব *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদ ৬৮ পৃ.)*। কারণ মসজিদে খায়েফে সত্তর জন নবীর কবর নেই। বরং সত্তর জন নবী মসজিদে খায়েফে ছালাত আদায় করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মসজিদে খায়েফে সত্তর জন নবী ছালাত আদায় করেছেন যাদের মধ্যে মূসা (আঃ) ছিলেন অন্যতম *(হাকেম হা/৪১৬৯; ছহীহাহ হা/২০২৩; ছহীহুত তারগীব হা/১১২৭; বিস্তারিত দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' বই ৪৮ পৃ.)*। অতএব এ ধরণের জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের দলীল গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব রজব মাসের বিশেষ ছালাত-ছিয়ামসহ বিভিন্ন ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা পেশ করেছেন। এসব ইবাদত পালন করা যাবে কি?

-ফরীদ হাসান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : রজব মাসের বিশেষ মর্যাদা বা বিশেষ কোন ইবাদত যেমন ছালাত-ছিয়াম ও যিকির-আযকারের ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবই যঈফ ও জাল। যেমন 'যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য আল্লাহ এক মাসের ছিয়াম লিখে দিবেন'। হাদীছটি জাল *(আল-লা'আলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাউযূ'আহ ২/১১৪-১১৫ পৃ.)*। এছাড়া 'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর রাতের দো'আ' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(ইবনু 'আসাকির, আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২)*।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'ছালাতুর রাগায়েব' নামে ১২ রাক'আত ছালাত যা রজব মাসের প্রথম জুম'আর দিন মাগরিব থেকে এশার মধ্যে পড়া হয় এবং মধ্য শা'বানের রাতে যে ১০০ রাক'আত ছালাত পড়া হয়, তা নিকৃষ্ট বিদ'আত' *(আল-মাজমূ' ৪/৫৬)*। তিনি আরো বলেন, এই ছালাতের আবিষ্কারককে আল্লাহ ধ্বংস করুন। এটি অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতায় পূর্ণ একটি ঘৃণিত বিদ'আত *(নববী, শরহ মুসলিম ৮/২০)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'রজব মাসে ছিয়াম রাখা সংক্রান্ত সবগুলো বর্ণনা যঈফ; বরং মওযূ' বা জাল। বিদ্বানগণ এব্যাপারে একটি বর্ণনাকেও নির্ভরযোগ্য বলেননি' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/২৯০)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রজব মাসে ছিয়াম পালন ও নফল ছালাত আদায়ের ব্যাপারে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবই জাল *(আল-মানারুল মুনীফ ৯৬ পৃ.)*। অতএব রজব মাসের জন্য বিশেষ কোন ইবাদত নেই।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : আমি বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান বিভাগে ৭ বছর যাবৎ কর্মরত আছি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী আমি ও আমার সহকর্মীরা গান-বাজনা, নাটক, ধর্মীয়, সামাজিক সবধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করি। কালীপূজা সহ হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতে হয়। এক্ষণে আমার এ চাকুরী করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ নূরুল করীম
বাংলাদেশ বেতার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উপরে বর্ণিত অধিকাংশ কার্যক্রমই শরী'আত বিরোধী। এসব কাজে সহায়তার অর্থ শরী'আত বিরোধী কাজে সহায়তা করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। এর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল, এর মাধ্যমে একদিকে যেমন চলমান গুনাহে জড়িত হ'তে হয়, অন্যদিকে এসব শুনে যারা গুনাহের শিকার হচ্ছে তাদের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও ঠিক সেই পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে' *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*। অতএব সম্ভব হ'লে কেবল নির্দোষ অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে, নতুবা চাকুরী ছেড়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বৈধ রূযীর পথ অনুসন্ধান করতে হবে।

প্রশ্ন (১০/২১০) : পরীক্ষার্থীদের জন্য যে বিদায় অনুষ্ঠান করা হয়, এটা কি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-নি'আমুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছাত্র-ছাত্রীদের উপদেশ ও পথনির্দেশনা দেওয়া এবং মন্দ কর্ম হ'তে সতর্ক করার জন্য বিদায় অনুষ্ঠান করায় কোন বাধা নেই। তবে অনুষ্ঠানটি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হ'তে হবে এবং শরী'আত বহির্ভূত সকল কাজ হ'তে মুক্ত রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) কোন সৈন্যদল অথবা কোন মেহমানকে বিদায় দানকালে তাক্বওয়ার উপদেশ দিতেন এবং তাদের জন্য দো'আ করতেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/২৪৩৫-৩৭)*। আনাস (রাঃ) কুরআন খতম শেষে পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের একত্রিত করতেন এবং তাদের জন্য দো'আ করতেন *(দারেমী হা/৩৪৭৪; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৪২)*। বিদ্বানগণ উক্তরূপ অনুষ্ঠান বিষয়ে কোন আপত্তি তুলেছেন বলে জানা যায় না। অতএব এমন অনুষ্ঠানে বাধা নেই।

প্রশ্ন (১১/২১১) : পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে বিবাহ করলে বৈধ হবে কি?

-আযীযুল হক, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কাবীরা গোনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫০)*। কোন মেয়ে পিতা বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে যদি ঐরূপ বিবাহ করে তাহ'লে তা বাতিল হবে না। কিন্তু পিতার অবাধ্যতা করে এরূপ করলে তাকে গোনাহগার হ'তে হবে *(লোকমান ৩১/১৪-১৫)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : আমার একটি ডিপিএস আছে। এখন মেয়াদ শেষে যদি সূদের অতিরিক্ত টাকা গরীবদের মধ্যে দান করে দেই, তবে মূল টাকা আমার জন্য হালাল হবে কি?

-আমীর হামযা, মাওনা, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প বা ডিপিএস অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ নেকীর আশা ব্যতীত জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করল, অতঃপর তা থেকে ছাদাক্বা করল, সে তার ছওয়াব পাবে না এবং হারাম উপার্জনের দায় তার উপরেই বর্তাবে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, ছহীহুত তারগীব হা/১৭১৯)*। তবে ডিপিএস খোলার কারণে মূল টাকা মালিকের জন্য হারাম হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা তওবা কর, তাহ'লে তোমরা তোমাদের মূলধনটুকু পাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের চেয়ে মেয়ের বয়স বেশী হ'লে শারঈ কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?

-জসীম ক্বাযী, দোহা, কাতার।

উত্তর : এটি দোষণীয় নয়। রাসূল (ছাঃ) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী বিধবা খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন। অন্যদিকে ৬ বছরের আয়েশার সাথে ৫৪ বছরের রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়ে হয়েছিল *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৬৩-৬৪ পৃ.)*। অতএব ছেলে বা মেয়ে পরস্পরের বয়সে কম-বেশী হওয়া বিবাহের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় নয়।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : চীনে অবস্থানের কারণে আমাকে শামুক, অক্টোপাস, স্কুইড ইত্যাদি সামুদ্রিক প্রাণী বাধ্য হয়ে খেতে হয়। এগুলি খাওয়া যাবে কি?

-শামাউন কবীর, জিয়াংসু, চীন।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, তোমাদের মুক্বীম ও মুসাফিরদের জন্য ভোগ্যবস্তু হিসাবে সমুদ্রের শিকার ও সামুদ্রিক খাদ্য হালাল করা হ'ল' *(মায়েদাহ ৫/৯৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সমুদ্রের পানি পবিত্র আর এর মৃত জীব হালাল *(আবুদাঊদ হা/৮৩; মিশকাত হা/৪৭৯; ছহীহাহ হা/৪৮০)*। সুতরাং শামুক, অক্টোপাস, স্কুইড ইত্যাদি প্রাণী রুচিকর হ'লে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হ'লে খেতে বাধা নেই। তবে যে সকল সামুদ্রিক প্রাণী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেগুলো হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : সুদীর্ঘকাল যাবৎ মসজিদের পাশে পৈত্রিক ভিটায় আমাদের বাড়ি-ঘর। সম্প্রতি মসজিদ কর্তৃপক্ষ আমীন ডেকে জমি মাপার পর দেখা যায় আমাদের বাড়ি মসজিদের জমির পৌনে ১ শতাংশ জায়গার উপর নির্মিত হয়েছে, যা মসজিদ কর্তৃপক্ষ বা আমাদের কারো জানা ছিল না। এক্ষণে তারা বাড়ি ভেঙ্গে হ'লেও উক্ত জমি ফেরত দেয়ার দাবী করছে। আমার পিতা এই জমিটুকুর মূল্য বা মসজিদের অন্য পাশে

সমপরিমাণ জমি ক্রয় করে দিতে চান। এটা জায়েয হবে কি?

-সিরাজুম মুনীরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটির সাথে সমঝোতা করে উক্ত জমির মূল্য প্রদান বা অন্য পার্শ্বে পরিমাণমত জমি দেওয়ায় কোন বাধা নেই। কারণ প্রয়োজন সাপেক্ষে মসজিদের জমি ক্রয়-বিক্রয় করা বা মসজিদ স্থানান্তর করা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/৩৮, ৬০)*। ইমাম আহমাদ বলেন, প্রয়োজনে মসজিদের স্থান বিক্রি করে সেই অর্থ অন্য মসজিদে ব্যয় করাতে কোন দোষ নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/২১৬-১৭)*। যেমন ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার এক মসজিদ হ'তে বায়তুল মাল চুরি হয়। বিষয়টি ওমর (রাঃ) জানতে পেরে মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তর করা হয় এবং পূর্বের স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৫৩০)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : আমি আমার স্ত্রীকে কিছু জমি লিখে দিতে চাই। এতে কোন বাধা আছে কি?

-মুহাম্মাদ রানু মিয়া, কুয়েত।*
**[কেবল 'মুহাম্মাদ' নামই যথেষ্ট (স.স.)]*

উত্তর : সাধারণ দান বা উপহার হিসাবে দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*। তবে কাউকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বা একাধিক স্ত্রী কিংবা একাধিক সন্তান থাকলে কাউকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দান করা যাবে না। একদা নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) তার এক ছেলেকে একটি গোলাম দান করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জানালে তিনি তাকে তার অন্য ছেলেদের একই সমান প্রদানের নির্দেশ দেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*। আর উত্তরাধিকার সম্পদ মৃত্যুর পরে বণ্টিত হওয়াই ইসলামী শরী'আতের বিধান। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০৭৩)*। ইমাম আহমাদ বলেন, কুরআনে বর্ণিত বিধি মোতাবেক মৃত্যুর পরেই মীরাছ বণ্টন করাকে আমি পসন্দ করি *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৬/৬১)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রাজীবুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : পবিত্র জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত আদায় করা এবং কবরে মাটি দেওয়া ও কবরস্থানে যাওয়া যাবে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করেছেন *(আবুদাঊদ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৬৬)*। উল্লেখ্য, যে হাদীছে জুতা খুলে ফেলার কথা বলা হয়েছে সে হাদীছের ব্যাখ্যা হ'ল, ঐ জুতাতে নাপাকী লেগে ছিল বলেই জুতা খুলতে বলা হয়েছিল *(আবূদাঊদ, ইরওয়া হা/৭৬০, ৩/২১১)*। সুতরাং জুতা পরিষ্কার থাকলে জুতা খোলার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : নারীরা সৌন্দর্য প্রকাশার্থে মাথার চুল উঁচু করে বাঁধে। এটা জায়েয হবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : নারীরা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য মাথার চুল উটের কুঁজের মত (كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ) উঁচু করে বাঁধতে পারবে না। প্রাচীন যুগে মিসরীয় নারীরা এভাবে বাঁধত। পরপুরুষকে আকৃষ্টকারী এইসব মহিলারা জাহান্নামী এবং তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : ফরয ছালাতের পর পঠিতব্য মাসনূন দো'আ সমূহ সুন্নাত ছালাতের পর একই নিয়মে পাঠ করা যাবে কি?

-আজীবর রহমান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ফরয ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ ফরয ছালাতের পর পাঠ করাই সুন্নাত। কারণ এ ব্যাপারে যে সকল হাদীছ এসেছে তাতে ফরয ছালাতের পরের কথা বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/৫৯১-৫৯৬; মিশকাত হা/৯৬১-৯৬৬; আলবানী, ছহীহাহ হা/১০২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে দো'আ হিসাবে এগুলি পরে পাঠ করলেও তার ছওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন তোমরা ছালাত শেষ করবে, তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ কর' *(নিসা ৪/১০৩)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : বর্তমানে 'বিকাশ' সহ বিভিন্ন কোম্পানী বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ের উপর ১০, ২০, ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার দেয়। এটা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আফযাল হোসাইন, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : ক্যাশ ব্যাক অর্থ মূল্য ফেরত। এটি সূদের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ এখানে কোথাও টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন করা হচ্ছে না। বরং এটি কোম্পানীর পক্ষ থেকে উৎসাহমূলক হাদিয়া হিসাবে গণ্য হবে। এমন হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয। কেননা মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) হাদিয়া গ্রহণ করতেন *(বুখারী হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/১৮২৫)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : মুছল্লীরা কি ছালাতের জন্য ইক্বামতের আগেই কাতার দিতে পারে?

-আব্দুল জাব্বার, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : কাতারবন্দী হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় বর্ণিত হয়নি। সুতরাং ইক্বামতের শুরুতে, মাঝে বা শেষে যে কোন সময় দাঁড়ানো যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে, তখন আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, বেলাল (রাঃ) আযান দেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন এবং যখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতের জন্য বের হয়ে আসতে দেখতেন তখন ইক্বামত দিতেন' *(মুসলিম হা/৬০৬; তিরমিযী হা/২০২)*। হাদীছ দু'টির সমন্বয় করে বিদ্বানগণ বলেন, বেলাল (রাঃ) লক্ষ্য রাখতেন কখন রাসূল (ছাঃ) বের হন। রাসূল (ছাঃ)-কে বের হ'তে দেখার পর তিনি ইক্বামত শুরু করতেন। আর ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে দেখে ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন *(ফাৎহুল বারী ২/১২০; মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/১৬৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু

হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার ছালাতের জন্য ইক্বামত দেয়া হ'ল এবং রাসূল (ছাঃ) এসে পৌঁছার আগেই আমরা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নিলাম। এরপর রাসূল (ছাঃ) এসে ইমামতির স্থানে দাঁড়ালেন *(বুখারী হা/৬৪০; মুসলিম হা/৬০৫)*। অতএব 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলা পর্যন্ত বসে থাকার কোন দলীল নেই।

প্রশ্ন (২২/২২২) : আমরা দু'বন্ধু রিকশায় আরোহন করে যাচ্ছিলাম। আমার বন্ধুর নিকট লাইসেন্সকৃত পিস্তল ছিল। কৌতূহলবশতঃ হাতে নিয়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে একটি গুলি বের হয়ে যায় এবং রিক্সাচালকের গায়ে লেগে সে মারা যায়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কোণাবাড়ী, গাযীপুর।

উত্তর : এই ধরণের অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে ইসলামের শাস্তিবিধান হ'ল দিয়াত বা রক্তমূল্য প্রদান করা। আল্লাহ বলেন, 'যদি কোন মুমিন কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে সে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে এবং তার পরিবারকে রক্তমূল্য প্রদান করবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয় (সেকথা স্বতন্ত্র)।...কিন্তু যদি সে তা (ক্রীতদাস) না পায়, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখবে *(নিসা ৪/৯২)*। আর রক্তমূল্য হ'ল বিভিন্ন বয়সী মোট ১০০টি উট *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩১৩৯; আবুদাউদ হা/৪৫৪১; নাসাঈ হা/৪৮০১; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৪৩)*। যা বর্তমান বাজারমূল্যে এক হাযার দীনার তথা প্রায় সোয়া চার কেজি স্বর্ণ বা সমপরিমাণ অর্থমূল্য (প্রায় ২ কোটি টাকা) *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৫০/২১)*। কোন ব্যক্তি এককভাবে সক্ষম না হ'লে তার সমস্ত নিকটাত্মীয় মিলে এই রক্তমূল্য পরিশোধ করবে। যদি তাতেও সক্ষম না হয় তাহ'লে সরকারী বায়তুল মালের সহযোগিতা নিয়ে দিয়ত পরিশোধ করবে। এটাও সম্ভব না হ'লে উভয় পক্ষ সমঝোতা করবে। তবে যদি মৃতের আত্মীয়স্বজন ক্ষমা করে দেয়, সেক্ষেত্রে দিয়াত দিতে হবে না। কিন্তু সর্বাবস্থায় হত্যাকারী কাফফারা হিসাবে (বিনা ওযরে) ধারাবাহিক দু'মাস ছিয়াম পালন করবে ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৪/১৭৯)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : পিতার অমতে এবং অনুমতি ছাড়া বড় ভাই কি বোনকে বিবাহ দিতে পারে?

-সিরাজুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : মেয়ের মূল অভিভাবক বা ওলী হ'লেন তার পিতা। পিতার অমতে বা অনুমতি ছাড়া বড় ভাই তার বোনকে বিয়ে দিতে পারবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৫২)*। উল্লেখ্য যে, পিতার অবর্তমানে দাদা, পুত্র, পৌত্র, আপন ভাই, সৎভাই, অতঃপর উত্তরাধিকারী হিসাবে ধারাবাহিকভাবে দায়িত্বশীলগণ। সর্বশেষ দায়িত্বশীল সরকার *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফাৎওয়া ক্রমিক ১৩৯০; ১৮/১৪৩ পৃ.; আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : 'সুপারী' খাওয়ার ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?

-আব্দুল হাকীম, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সুপারী হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল নেই। তবে সুপারীকে জাগ দিয়ে পচানোর পর যদি তাতে মাদকতা আসে, তাহ'লে মাদকতার কারণে তা খাওয়া হারাম হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই মাদক এবং প্রত্যেক মাদকই হারাম' *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : যোহরের আগে ও পরে চার রাক'আত করে মোট আট রাক'আত ছালাত আদায়ের বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মাহফূযুর রহমান, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : হ্যাঁ, রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন *(নাসাঈ হা/১৮১৭; তিরমিযী হা/৪২৮; মিশকাত হা/১১৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৬১৯৫)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। সেগুলো হ'ল- যোহরের পূর্বে চার পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই এবং ফজরের পূর্বে দুই। অন্য বর্ণনায় ১০ রাক'আতের কথা এসেছে। সেখানে যোহরের পূর্বে দুই রাক'আত বলা হয়েছে *(বুখারী হা/১১৬৫; মিশকাত হা/১১৫৯, ১১৬০)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : আমার পিতা হোটেল ব্যবসা করতে গিয়ে গ্রাস কার্প মাছকে রুই মাছ বলে চালানো, ঘুষ দিয়ে বিদ্যুৎ বিল কম দেওয়া ইত্যাদি নানা গুনাহের কাজ করেছেন, যা আমরা এখন বুঝতে পারছি। এক্ষণে তার ক্ষমা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : হাক্কুল ইবাদ নষ্ট করায় তিনি যে অপরাধ করেছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ক্ষমা না করলে ক্ষমা হওয়ার নয় *(বুখারী হা/২৪৪৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,...যে যুলুমের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড় দেন না, তা হ'ল বান্দার উপর কৃত যুলুম, যার বদলা তিনি বান্দাদের একে অপর থেকে গ্রহণ করবেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯২৭, সনদ হাসান)*। এক্ষণে সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা তার মাগফিরাতের জন্য সদা-সর্বদা দো'আ করবে এবং দান-ছাদাক্বা করবে। সম্ভব হ'লে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে গিয়ে তাদের হক ফিরিয়ে দিয়ে পিতার পক্ষে ক্ষমা চাইবে।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : হামযাহ (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেও রাসূল (ছাঃ) তাকে তাঁর সামনে আসতে নিষেধ করেন। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল কাদের, নকলা, শেরপুর।

উত্তর : উক্ত ঘটনা সত্য। ছহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, ওয়াহশী তায়েফবাসী একদল প্রতিনিধির সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে দেখে তিনি বলেন, তুমি কি ওয়াহ্শী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? ওয়াহশী বললেন, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে ব্যাপারটি তাই। তিনি

বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে পার? তখন তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাব-এর সাথে যুদ্ধে ওয়াহশী তাকে হত্যা করে হামযাহ (রাঃ)-কে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করার শপথ নেন এবং যুদ্ধের ময়দানে তাকে হত্যা করেন *(বুখারী হা/৪০৭২; আহমাদ হা/১৬১২১)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : জেহরী ছালাত মসজিদে একাকী পড়ার ক্ষেত্রে পার্শ্বে যদি অন্যান্য মুছল্লী থাকে সেক্ষেত্রে সশব্দে ক্বিরাআত করা জায়েয হবে কি?

-শাহনেওয়ায, রাজেন্দ্রপুর, গাযীপুর।

উত্তর : এক্ষেত্রে অনুচ্চস্বরে তেলাওয়াত করাই উত্তম। কারণ এক মুছল্লীর সশব্দে তেলাওয়াতের কারণে অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন মুছল্লী ছালাতরত অবস্থায় থাকলে অন্যদেরকে কুরআন পর্যন্ত নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন *(আহমাদ; মিশকাত হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ)*। একদা রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই'তিকাফ কালে ছাহাবীদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত করতে শুনে পর্দা উঠিয়ে বলেন, জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের রবের সাথে গোপনে আলাপরত আছ। অতএব তোমরা (উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত দ্বারা) একে অন্যকে কষ্ট দিয়ো না। তোমরা একে অন্যের চাইতে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত করো না *(আবুদাঊদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৫৯৭)*। তবে কারো ইবাদতে বিঘ্ন না ঘটলে সশব্দে তেলাওয়াত করবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঘরে ছালাত আদায়কালে নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত এতো স্পষ্ট হ'ত যে, আঙিনার লোকেরাও তা শুনতে পেত *(আবুদাঊদ হা/১৩২৭; মিশকাত হা/১২০৩)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করার কোন ফযীলত আছে কি?

-ওয়াহীদুয্যামান, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করার ফযীলতের ব্যাপারে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। কোন কোন বিদ্বান মুস্তাহাব বললেও এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪৩/৩৭৮)*। তবে এটা জায়েয। যেমন একদা আলী (রাঃ)-এর নিকটে ওযূর পানি আনা হ'লে তিনি কিছু পানি পান করলেন এবং কিছু পানি দ্বারা ওযূ করলেন। অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করলেন। তারপর বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরূহ মনে করে, অথচ আমি যেরূপ করেছি, নবীও সেরূপ করেছেন *(বুখারী হা/৫৬১৬; মিশকাত হা/৪২৬৯)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : সাক্ষাতের সময় সালাম-মুছাফাহার সাথে সাথে কোলাকুলি করা, চুমু খাওয়া ইত্যাদি শরী'আতসম্মত কি?

-এমদাদ, ছয়ঘরিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পারস্পরিক সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সালাম করাই সুন্নাত *(আবুদাঊদ হা/৫২০০, মিশকাত হা/৪৬৫০)*। আর সালামের পর মুছাফাহা করতে হবে। একদা আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে কি তার জন্য মাথা ঝুঁকাবে? তিনি বললেন, না। আনাস (রাঃ) বললেন, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা কোলাকুলি করবে বা চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। বরং তার সাথে মুছাফাহা করবে *(তিরমিযী হা/২৭২৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে অতঃপর তার হাত ধরে করমর্দন করে, তখন উভয়ের (ছগীরা) গুনাহ সমূহ আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে ঝরে যায়, যেমন শীতকালে গাছের পাতা সমূহ ঝরে যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ সাক্ষাৎ হ'লে পরস্পরে মুছাফাহা করতেন এবং সফর থেকে ফিরে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৯৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৪৭)*।

স্মর্তব্য যে, দুইজনের চার হাত মিলানো ও বুকে হাত লাগানোর প্রচলিত প্রথা সুন্নাত বিরোধী আমল *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; তিরমিযী হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৪৬৮০)*। এছাড়া হাতে বা কপালে চুমু খাওয়া, পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ 'যঈফ' *(তিরমিযী হা/২৭৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৪-০৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৫-৭৬, আলবানী সনদ যঈফ)*।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : মহিলারা জানাযার ছালাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে কি?

-রফীকুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মহিলারা পর্দার মধ্যে জানাযার ছালাত পড়তে পারে এবং পুরুষদের পিছনেও অংশ গ্রহণ করতে পারে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৩৪-৩৬)*। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩, মিশকাত হা/১৬৫৬)*। মহিলারা একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়তে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮২)*। তবে মহিলাদের লাশের পিছনে অনুসরণ করে কবরস্থান পর্যন্ত যেতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী হা/১২৭৮; মুসলিম হা/৯৩৮)*। উম্মে আত্বিয়াহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে জানাযার সাথে সাথে চলতে নিষেধ করতেন। তবে এই নিষেধের ব্যাপারে কোন তাকীদ করতেন না' *(বুখারী হা/১২৭৮; মুসলিম হা/৯৩৮; ফাৎহুল বারী ৩/১৪৫)*। উল্লেখ্য যে, নারীদের জানাযার ছালাতে অংশ গ্রহণ নিষেধ মর্মে কিছু হাদীছ ও আছার বর্ণিত হয়েছে যার কিছু যঈফ এবং কিছু কতিপয় তাবেঈর ব্যক্তিগত আমল মাত্র *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৭৮; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১১৪০০-১১৪১০; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৬২৯৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৭৪২)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : একজন ব্যক্তি কোন পর্যায়ভুক্ত বিদ'আতী হ'লে তাকে সালাম দেয়া জায়েয হবে না?

-আছিফ কাযী, গোবরচাকা, খুলনা।

উত্তর : বিদ'আত যদি এমন বিদ'আত হয় যা মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়, তাহ'লে তাকে সালাম দেওয়া যাবে না। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, জমহূর বিদ্বানগণের মতে,

বিদ'আতী ও ফাসেক তথা পাপাচারীদের সালাম দেওয়া যাবে না। ইমাম নববী বলেন, বিদ'আতী যারা বড় পাপের সাথে জড়িত তাদের সালাম দেওয়া ও উত্তর প্রদান করা যাবে না। তবে এতে ফিৎনা তথা দুনিয়াবী বিপদাপদের আশংকা থাকলে সালাম দিবে *(ফাৎহুল বারী ১১/৪১)*। ইবনুল 'আরাবী বলেন, এই সকল লোককে সালাম দেওয়ার সময় নিয়ত করবে যে, 'সালাম' আল্লাহ্র অন্যতম ছিফাত। এ সময় তার অর্থ হবে আল্লাহ রাক্বীব তথা আল্লাহ রক্ষাকারী। মুহাল্লাব বলেন, বিদ'আতীদের সালাম প্রদান না করা সালাফদের সুন্নাত *(ফাৎহুল বারী ১১/৪০)*। ছাহাবী কা'ব বিন মালেক অলসতা বশতঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/২৭৬৯)*। তবে সাধারণভাবে তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা যায়। যেমন আবু উমামা (রাঃ) মুসলিম, ইহূদী-নাছারা সবাইকে সালাম প্রদান করতেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৬২৬৫-৬৮; ফাৎহুল বারী ১১/৪১)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : বিতর ছালাত নিয়মিতভাবে কত রাক'আত পড়া উত্তম?

-মাহমূদুল হাসান, বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তর : তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের শেষে এক রাক'আত বিতর যোগ করলে সমস্ত ছালাতই বিতর হয়ে যায়। তবে সাধারণতঃ শেষের এক, তিন বা পাঁচ রাক'আতকে বিতর বলা হয়। এগুলির মধ্যে চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এক রাক'আত বিতরে অভ্যস্ত ছিলেন *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৯৬; মির'আত ৪/২৫৯)*। সুতরাং রাতের ছালাত আদায় শেষে এক রাক'আত বিতর আদায় করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : বালেগ হওয়ার পূর্বে কোন মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার সম্মতি নেওয়া পিতার জন্য আবশ্যক কি?

-আখতারুযযামান, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তর : নাবালেগ শিশুর বিবাহের ক্ষেত্রে পিতার সম্মতিই যথেষ্ট। কারণ আবুবকর (রাঃ) তার নাবালেগ মেয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন রাসূলের সাথে অথচ তিনি আয়েশার অনুমতি নেননি। কারণ পিতাই ভালো জানেন সন্তানের কল্যাণ কোথায় হবে। তবে পিতা ছাড়া অন্য কেউ নাবালেগ কন্যার বিয়ে দিতে পারবে না। কেউ দিলে তা বাতিল হয়ে যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৩৯; ফাৎহুল বারী ৯/১৯০)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : কবরে দো'আ করার ক্ষেত্রে ক্বিবলামুখী হ'তে হবে কি?

-আবু আমাতুল্লাহ, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উত্তর : কবরের দিকে মুখ করে দো'আ করা যায়। এজন্য ক্বিবলামুখী হওয়া শর্ত নয় *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৩৮)*। রাসূল (ছাঃ) মৃতের দাফন শেষ করে কবরে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেজন্য দো'আ কর। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে' *(আবূদাউদ হা/৩২২১, সনদ ছহীহ)*। তবে কবর থেকে বরকত হাছিল করা বা কবরবাসীর নিকট থেকে কিছু প্রার্থনা করার জন্য কোন কবরের দিকে মুখ করে দো'আ করা নিষিদ্ধ *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৭/১৬৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : আমার মায়ের বারবার সন্তান মারা যাওয়ায় জনৈক কবিরাজ তার ঘরে মাটির ঢাকনা ঝুলিয়ে দেয়। বর্তমানে তিনি এসব বিশ্বাস করা শিরক বলে জানেন। কিন্তু ঢাকনাটি ক্ষতি হওয়ার ভয়ে ফেলে দিতে দেন না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-শফীকুল ইসলাম, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।

উত্তর : এমতাবস্থায় মাকে সাধ্যমত বুঝিয়ে উক্ত ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে। কারণ এ ধরনের বিশ্বাস স্পষ্ট শিরক। আর শিরকের গুনাহ কখনও ক্ষমা হয় না *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করল *(তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৪৭)*। সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে সর্বদা তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রেখে কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে। কেননা বিপদাপদ থেকে উদ্ধারের মালিক একমাত্র আল্লাহ, অন্য কেউ নয় *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : বর্তমানে সরকারকে ট্যাক্স না দিয়ে চোরাই পথে ভারত থেকে মোবাইল এনে কোম্পানী রেটের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এ ব্যবসা করা বা এরূপ মোবাইল ক্রয় করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল মালেক, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : জেনে-শুনে চোরাই পথে আনীত এসব পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে না। আল্লাহ বলেন, 'পাপ ও অন্যায়ের কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : জামা-কাপড়ে নাপাক কিছু লেগে গেলে তিনবার ধোয়া ফরয কি? এর চেয়ে কম হ'লে অপবিত্র থেকে যাবে কি?

-জসীমুদ্দীন, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : জামা-কাপড় পরিষ্কার করার জন্য তিনবার হওয়া শর্ত নয় বরং অপবিত্রতা বা দুর্গন্ধ দূর হওয়া শর্ত *(বুখারী হা/২২৭; মুসলিম হা/২৯১)*। আর সেটা একবারও হ'তে পারে আবার অধিক বারও হ'তে পারে *(বুখারী হা/১২৫৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/৪২১-২৩)*। আর যদি ভালভাবে ধোয়ার পরও কোন দাগ লেগে থাকে, তাতে কোন দোষ নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার জন্য পানিই যথেষ্ট। তার দাগ কোন ক্ষতি করবে না *(আহমাদ হা/৮৭৬৭; ছহীহাহ হা/২৯৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : অধিকাংশ বিবাহের অনুষ্ঠানে বর্তমানে গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ইত্যাদি

প্রকাশ্য শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড হয়। এসব কারণে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা যাবে কি?

-শাহজালাল হোসাইন, বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : দাওয়াতের ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক হক-এর অন্তর্ভুক্ত *(নাসাঈ হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/৪৬৩০)*। কিন্তু প্রকাশ্যে শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড হয় এমন ক্ষেত্রে দাওয়াতদাতাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। নতুবা এমন অনুষ্ঠানকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলবে *(আবূদাঊদ হা/৪৯২৪)*। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, 'ঐসব লোকদের পরিত্যাগ কর যারা তাদের ধর্মকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে *(আন'আম ৬/৭০)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : জনৈক বক্তা ৭টি আসমানে পৃথক জীব, পৃথক নবী-রাসূল ইত্যাদি আছে বলে দাবী করছেন। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-আবুল কালাম, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে একটি বর্ণনা এসেছে, যার সনদকে হাকেম ও বায়হাক্বী ছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ যঈফ ও জাল বলেছেন। বায়হাক্বী এর সনদ ছহীহ বললেও একেবারেই 'শায' বলে উল্লেখ করেছেন *(হাকেম হা/৩৮২২; বায়হাক্বী, আল-আসমাউস ছিফাত হা/৮৩১-৮৩২; মোল্লা আলী ক্বারী, আল-আসরারুল মারফূ'আ'হ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ ১/৯৬; আজলূনী, কাশফুল খাফা ১/১১৩; সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া ১/৪৬২; আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ ১১৭-১১৮ পৃ.)*। ইমাম আহমাদ হাদীছটিকে মুনকার বলেছেন *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খাল্লাল ১২৫ পৃ.)*। সুয়ূতী বলেন, এই হাদীছকে ইমাম হাকেমের ছহীহ বলাতে আমি অতীব আশ্চর্যান্বিত *(তাদরীবুর রাবী ১/২৬৮)*। ইবনু হাজার হায়তামী বলেন, যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্ণনাটি যঈফ তখন এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই *(আজলূনী, কাশফুল খাফা ১/১১৩)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটির সনদ যদি ছহীহও ধরে নেয়া হয়, তবুও এর মতন ছহীহ নয়। কারণ ইবনু আব্বাস হয়তো এটি ইসরাঈলী রেওয়ায়াত হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/২১)*।

উল্লেখ্য যে, সাত যমীনের অর্থ সাতটি স্তর। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকেও সেই পরিমাণ। এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়। যাতে তোমরা জানো যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী। আর আল্লাহ সবকিছুকে তাঁর ইলম দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন' *(তালাক্ব ১২)*। এই আয়াতের তাফসীরে এসেছে, সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন, এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রাঃ)-কাছে এসে তিনবার উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। তিনি কোন জবাব দিলেন না। মানুষজন তাঁর কাছ থেকে চলে গেলে লোকটি আবার বলল, কেন আপনি আমার জবাব দিচ্ছেন না? ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি যদি তোমাকে সে-ব্যাখ্যা বলি তাহ'লে তুমি কুফরী করবে না, এমন আশঙ্কা থেকে তুমি কি মুক্ত? লোকটি বলল, আমাকে সে-ব্যাখ্যা বলুন। ইবনু আব্বাস বললেন, আসমান যমীনের নিচে আর যমীন আসমানের উপরে। এভাবে একটা আরেকটার সাথে গুটানো আছে। আসমান-যমীন সমূহের মাঝে এভাবে ঘুরে, যেমন নাটাই তার সূতা নিয়ে ঘুরে। *(কিতাবুল আযামাহ, ২/৬৪৩; তাফসীরুর রাগেব ১/৫২৫; এর সনদ গ্রহণযোগ্য)*। যাহ্হাক, যুহায়লীসহ অনেকে মনে করেন, সাতটি যমীন রয়েছে, তবে একটির সাথে আরেকটি মিলে আছে, এমনটি নয় *(তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১৭৫; তাসীরুল মুনীর ২৮/২৯৯)*। শায়খ আত্বিয়া সালেম বলেন, যমীন সাতটি একটির সাথে আরেকটি মিলে আছে। এদের মধ্যে কোন দূরত্ব নেই *(শরহ বুলূগুল মারাম ৬/২১৩)*।

সর্বোপরি এটি অদৃশ্যের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না, সে বিষয়ে অনুমানভিত্তিক কোন মন্তব্য না করাই কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৬/৩৬)*।

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী ক্বওমী, আলিয়া মাদরাসা ও স্কুল কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, আমচত্বর, নওদাপাড়া, রাজশাহী

মোবাইল : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৬-২৭

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ মার্চ	০৫ রজব	১৮ ফাল্গুন	রবিবার	৫ : ০৫	৬ : ২১	১২ : ১১	৩ : ৩১	৬ : ০১	৭ : ১৬
০৫ ,,	০৯ ,,	২২ ,,	বৃহস্পতি	৫ : ০২	৬ : ১৮	১২ : ১০	৩ : ৩২	৬ : ০৩	৭ : ১৮
১০ ,,	১৪ ,,	২৭ ,,	মঙ্গলবার	৪ : ৫৭	৬ : ১৩	১২ : ০৯	৩ : ৩২	৬ : ০৬	৭ : ২০
১৫ ,,	১৯ ,,	০১ চৈত্র	রবিবার	৪ : ৫৩	৬ : ০৮	১২ : ০৭	৩ : ৩২	৬ : ০৮	৭ : ২২
২০ ,,	২৪ ,,	০৬ ,,	শুক্রবার	৪ : ৪৭	৬ : ০৩	১২ : ০৬	৩ : ৩২	৬ : ১০	৭ : ২৫
২৫ ,,	২৯ ,,	১১ ,,	বুধবার	৪ : ৪২	৫ : ৫৮	১২ : ০৫	৩ : ৩১	৬ : ১১	৭ : ২৭
০১ এপ্রিল	০৭ শা'বান	১৮ চৈত্র	বুধবার	৪ : ৩৫	৫ : ৫১	১২ : ০২	৩ : ৩০	৬ : ১৫	৭ : ৩০
০৫ ,,	১১ ,,	২২ ,,	রবিবার	৪ : ৩১	৫ : ৪৭	১২ : ০১	৩ : ২৯	৬ : ১৬	৭ : ৩২
১০ ,,	১৬ ,,	২৭ ,,	শুক্রবার	৪ : ২৫	৫ : ৪২	১২ : ০০	৩ : ২৭	৬ : ১৮	৭ : ৩৪
১৫ ,,	২১ ,,	০২ বৈশাখ	বুধবার	৪ : ২০	৫ : ৩৮	১১ : ৫৯	৩ : ২৬	৬ : ২০	৭ : ৩৭
২০ ,,	২৬ ,,	০৭ ,,	সোমবার	৪ : ১৫	৫ : ৩৩	১১ : ৫৭	৩ : ২৫	৬ : ২২	৭ : ৪০
২৫ ,,	০১ রামাযান	১২ ,,	শনিবার	৪ : ১০	৫ : ২৯	১১ : ৫৬	৩ : ২৩	৬ : ২৫	৭ : ৪৩

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi

সূচীপত্র

ডা. নাসরীন সুলতানা

এমবিবিএস, এমসিপিএস, ডিজিও
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
সহকারী অধ্যাপক, গাইনী (অবঃ)
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চেম্বার :
পদ্মা ক্লিনিক
সিএন্ডবি মোড়, কাজিহাটা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৮১০৮০৭
ফোন : ০৭২১-৭৭৪১৪৬ (ক্লিনিক)
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা

চেম্বার :
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন

এমবিবিএস, ডি. আর্থো (ডি.ইউ)
অর্থোপেডিক সার্জন
হাড়-জোড় রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

চেম্বার :
মেডিপ্যাথ ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ, কাজিহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭, ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩
সিরিয়ালের জন্য : ০১৯৭১-৮১০৮০৬
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা, বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৯-টা (শুক্রবার বন্ধ)

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

ডা. তানিয়া আক্তার জাহান (নিপা)

এমবিবিএস (রামেক), ডিসিএইচ (বিএসএমএমইউ)
NICU/PICU-তে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭২৮-৩২২৭৯৭

নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ

চেম্বার-১
রাজশাহী মডেল হাসপাতাল
লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭০২২৯
মোবাইল : ০১৭৭৩-৮৪৪৮৪৪
সকাল ১০-টা থেকে দুপুর ১-টা

চেম্বার-২
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৪-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

চেম্বার-৩ : সিডিএম হসপিটাল, চৌধুরী, টাওয়ার, বি-৪৭৩/৪৭৪, লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।

ডা. হুমায়রা তাসমীন (পুতুল)

এমবিবিএস (আরপিএমসি)
এমএসসি ক্লিনিকাল মেডিসিন (ইংল্যান্ড)
পিজিডিপি- এন্ডোক্রাইনোলজি এ্যান্ড ডায়বেটিস (ইংল্যান্ড)
মোবাইল : ০১৭৫০-১০২৮২৯

মেডিসিন ও ডায়বেটিস বিশেষজ্ঞ

চেম্বার :
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি
বিকাল ৫-টা থেকে ৮-টা

চেম্বার :
স্পন্দন ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
কাজীহাটা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২০৬৭
মোবাইল : ০১৮৪২-০৭০১১৮
শনি, সোম, বুধ
বিকাল ৫-টা থেকে ৮-টা

www.at-tahreek.com

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

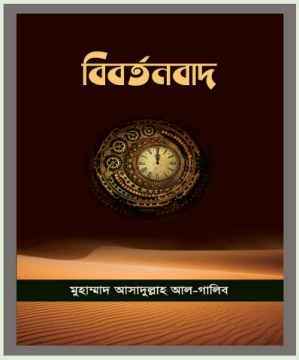

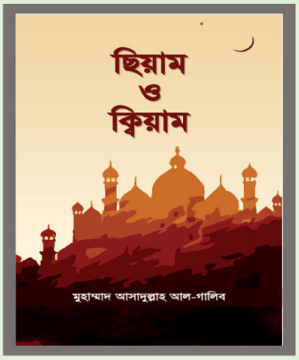

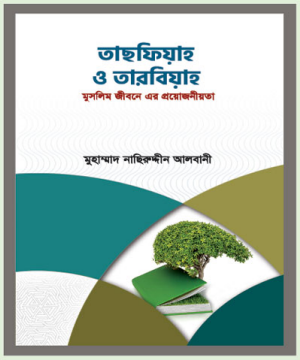

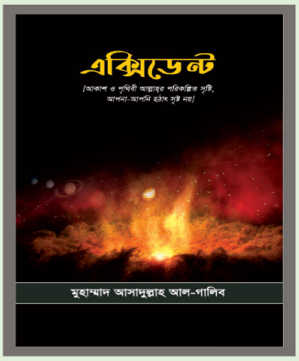

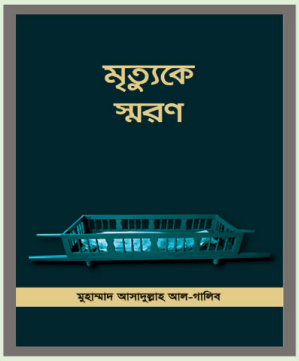

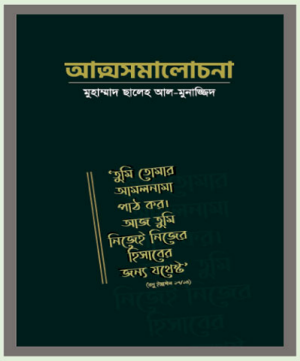

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)

GRAMEEN ELEVATOR TECHNOLOGY

China, Korea, Turkey Lift, Escalator, Importer and Supplier

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন (সূরা বাক্বারাহ ২/২৭৫)।

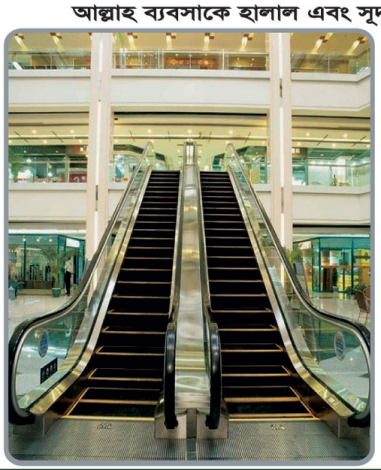

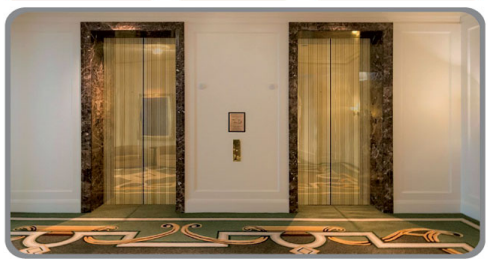

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী ক্বিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে *(তিরমিযী হা/১২০৯, ছহীহ তারগীব হা/১৭৮২)*।

Dhaka office : House# 93, Road# 12, Block# F, Bashundhara, Dhaka-1229.
Mobile : +8801715-526706, E-mail : grameenelevator@gmail.com

www.at-tahreek.com